দে মিত্র এণ্ড কোং সম্পাদিত

তীর্থ রেণু পুস্তকাবলী,—পুস্তক নং ১



বারাণসী

বা

কাশী।

লেখক—

শ্রীকালীপদ সরকার, বি, এ, বি, এল্।

কাশীধাম,

শ্রাবণ, ১৩৩৩ সাল।

প্রাপ্তি স্থান—

দি বুক কোম্পানী

৪।৪ এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ভারত লাইব্রেরী

বরাহ নগর, কলিকাতা

এস, সি, আড্ডি,

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ও

প্রকাশক—

কাশীধাম, রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

প্রকাশক—

দে, মিত্র এণ্ড কোং

$\frac{৩৫}{১৪৩}$ এ পাঁড়েহাভেলি

বেনারস সিটী।

আত্ম নিবেদন।

ভারতের সর্ব্বত্রই হিন্দুদের তীর্থস্থান আছে তন্মধ্যে আর্য্যাবর্ত্ত তীর্থ বহুল জন-পদ। যোগ, পর্ব্ব, পূজা ইত্যাদি সময়ে এক এক তীর্থস্থানে দূর দূরান্তর হইতে বহু লোকের সমাবেশ হয়। প্রায় সমস্ত যাত্রী স্থানীয় "পাণ্ডা"দের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করেন। রীতিমত পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া, অযথা নির্য্যাতন সহ্য করিয়া পাণ্ডাদের মুখে রঞ্জিত অলৌকিক "ঠাকুরমার গল্প" শ্রবণ করিয়া যাত্রীগণ কোনরূপে তীর্থ যাত্রার সুফল ভোগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। তাঁহাদের এই সহিষ্ণুতার মুলে অন্ধ-বিশ্বাস। যদি তীর্থস্থান গুলির বিবরণ তাঁহাদের কথঞ্চিৎ জানা থাকে তাহা হইলে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী কার্য্যকলাপগুলি অনেকটা সহজ সাধ্য হইয়া পড়ে ও দেব দেবী তীর্থাদিব প্রকৃত পরিচয় ভালরূপে বুঝিতে পারেন। যাত্রীগণের সুবিধা ও সাহায্যের জন্য এই "তীর্থ-রেণু সিরিজের" আয়োজন। পাঠকগণ ইহা হইতে কিছু মাত্র উপকার পাইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

পাঠকগণের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে পুস্তক

মধ্যে কোন ভুল ভ্রান্তি দেখিলে, কোন উল্লেখ যোগ্য বিষয়ের উল্লেখ না থাকিলে অথবা কোনরূপ প্রস্তাবনা থাকিলে আমাদিগকে জানাইবেন। আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ করিব; কারণ "তীর্থ-রেণু সিরিজ" জন সাধারণের ও তাঁহাদের উপকারের জন্য।

তীর্থ রেণু সিরিজের "বারাণসী বা কাশী" পুস্তকের যাবতীয় স্বত্ব স্বামিত্ব শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর দে (বর্ত্তমানে ১৪৩ এ পাঁড়েহাউলী, বেনারস সিটী) দ্বারা সংরক্ষিত।

তীর্থ-রেণু পুস্তকাবলীর প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ৸০ বার আনা. নিয়মিত গ্রাহকের জন্য ॥০ আট আনা মাত্র

"তীর্থ-রেণু" কার্য্যালয় সম্পাদক।

১৪৩ এ পাঁড়েহাউলী

বেনারস সিটী।

সূচীপত্র।

বারাণসী বা কাশী।

পাইয়াছিলেন। ১৭৩০ খ্রীঃ বলবন্ত পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়া গঙ্গাপুরে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৭৫২ খৃঃ গঙ্গার পূর্ব্বতীরে রামনগরে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, ও দুর্গমধ্যে ব্যাসেশ্বর শিব ও ব্যাসের চিত্রপট স্থাপিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার নবাব মীর কাশিমআলি, অযোধ্যার সুবেদার নবাব সুজা-উদ্দৌলা ও দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলম মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে দূরীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই মিলিত শক্তি বক্সার যুদ্ধে ইংরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল এবং ১৭৬৪ খ্রীঃ উভয় পক্ষে এলাহাবাদে সন্ধি হয়; এই সন্ধিসূত্রে ব্রিটিশ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হয়েন ও তাহাতে বারাণসীর অধিকার ইংরাজ হস্তে থাকে। ১৭৬৮ খ্রীঃ কাশীর দরবারে ইংরাজ সেনাপতি বলবন্ত সিংহকে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দেন, বলবন্ত সিংহ গাজীপুর, চুণার, জৌনপুর কাশীর ভার প্রাপ্ত হন; তদবধি কাশীরাজ ব্রিটিশের মিত্ররাজ বলিয়া পরিগণিত। ১৭৭০ খ্রীঃ বলবন্তের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী পান্নার গর্ভজাত পুত্র চেৎ সিংহ সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। প্রকৃতপক্ষে রাজা

বলবন্ত সিংহ প্রথম পত্নীর গর্ভজাত কন্যা পদ্ম-কুমারীর পুত্র মহীপনারায়ণ সিংহ উত্তরাধিকারী ছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীঃ চেৎ সিংহ অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে সনন্দ পাইয়া ছিলেন; এই সময়ে বারাণসী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন অধীনে আইসে ও ১৭৭৬ খ্রীঃ চেৎ সিংহ পুনরায় নূতন সনন্দ লইয়া ছিলেন। চেৎসিং রামনগরের দুর্গ সংস্কার ও পরিসমাপ্ত করেন, বৃহৎ দিঘী ও তাহার পূর্ব্বতীরে দুর্গ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কাশীতে গঙ্গার পশ্চিমতীরে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া ৫২ বিঘা জমীর উপর শিবালয় পল্লী শিবালয় ঘাট স্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তা ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহিত তাঁহর আদৌ সম্প্রীতি ছিল না; নানারূপে অত্যাচারিত হইয়া তিনি শিবালয় হইতে রামনগরে তথা হইতে সিন্ধিয়া গোয়ালিয়র ও বুন্দেল খণ্ডে প্রস্থান করেন ১৮১০ খৃঃ গোয়ালিয়রে তাঁহার মৃত্যু হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮১ খৃঃ ৩০ সেপ্টেম্বর মহীপনারায়ণ সিংহকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্থিরীকৃত করিয়া কাশীরাজ বলিয়া স্বীকার ও ঘোষণা করেন। ১৭৯৫ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উদিতনারা-য়ণ সিংহ কাশীর রাজা হইয়াছিলেন তিনি অপুত্রক থাকায়

তাঁহার ভ্রাতা প্রসিদ্ধ নারায়ণ সিংহের পুত্র ঈশ্বরী নারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। উদিত নারায়ণের মৃত্যুর পরে কুমার ঈশ্বরী নারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন; তাঁহার সময়ে সিপাহী বিদ্রোহ হয়, ১৮৫৭ খ্রীঃ ৪ঠা জুন হইতে ২৯ শে জুন পর্য্যন্ত কাশীতে ঘোর বিপ্লব ছিল; কুমার ঈশ্বরী নারায়ণ ব্রিটিশ পক্ষে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন; ২৯শে জুন কাশীর কামাখ্যায় সন্ধি হইয়া বিপ্লব নিবৃত্ত হয়। রাজা ঈশ্বরী নারায়ণ মহারাজা ও জি, সি, এস, আই উপাধি পাইয়াছিলেন ও তাঁহার সম্মানের জন্য ১৩টী তোপের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তিনি চেৎ সিংহের তালাও ও দুর্গ মন্দির সংস্কার ও সম্পূর্ণ করেন, দুর্গা ও অন্যান্য দেব দেবী, চাকিয়া তালাও প্রতিষ্ঠা করেন; কাশীর কবির চওরার হাঁসপাতালে স্ত্রী চিকিৎসার জন্য বাড়ী ও অর্থ দান করেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভুনারায়ণ সিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৮৮৯ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে প্রভুনারায়ণ সিংহ কাশীর রাজা হইয়াছেন ইনি সদাচারী হিন্দুরাজা। ইংরাজ অধিকারস্থ চেৎ সিংহের শিবালয় ক্রয় করিয়া মন্দিরাদির সংস্কার ও শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২২ খানি গ্রাম ও বিপুল অর্থ দিয়াছেন, টাউনহল্ ও এংলো-বেঙ্গলী স্কুল

ইত্যাদির জন্য জমি দিয়াছেন। ১৯১০ খ্রীঃ ভারতের গভর্ণর জেনারাল লর্ড মিণ্টোর সময়ে কাশীরাজ স্বাধীন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। ইনি মহারাজা লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্ণেল স্যার প্রভুনারায়ণ সিংহ, জি. সি, এস. আই, এল, এল, ডি। ইঁহার এক পুত্র কুমার আদিত্যনারায়ণ সিংহ। মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী অধিকারের পর হইতে কাশীর উপর ক্রমাগত অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলিয়া আসিতেছিল। মুসলমানগণ শতসহস্রবার কাশী আক্রমণ করিয়া, নগর লুণ্ঠন, দেবমন্দির চূর্ণ করিয়া ধন রত্ন অপহরণ করিয়াছিল—এইরূপে বারংবার আক্রান্ত হওয়ায় কাশী ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার স্বাধীন স্বভাব-সৌন্দর্য্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। ১৪৯৪ খ্রীঃ সেকেন্দর লোদী নগর লুণ্ঠন ও মন্দির ও দেবদেবী মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া স্থানে স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, রাজসাহী জেলার বীরজাওল গ্রামের সুব্রাহ্মণ ভাদুড়ীবংশের কালাচাঁদ রায় নিজ ব্রাহ্মণত্ব হানির প্রতিশোধ লইবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দুবিদ্বেষী রাজমহলের পাঠান নবাবের কন্যাকে বিবাহ করেন ও বাংলার রাজা সুলেমান কররাণীর সেনাপতি হইয়াছিলেন, তিনি কাশী ও অন্যান্য স্থানের দেবদেবী মন্দির ও মূর্ত্তি চূর্ণ

করিয়া দিয়া কালাপাহাড় নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। কুতুবুদ্দীন, বারবাক শাহ, সফদরজঙ্গ, গাজীমিঞা, ইব্রাহিম, সম্রাট আরংজেব প্রভৃতি অনেক ক্ষমতাশালী মুসলমান কাশীকে ধ্বংস করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। আরংজেব কাশীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া মহম্মদনগর রাখিয়াছিলেন বিশ্বেশ্বর-মন্দির চূর্ণ করিয়া মসজিদ ও কবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বিখ্যাত পবিত্র বিন্দুমাধব বিষ্ণুমন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া মিনারস্তম্ভ তৈয়ারী করিয়াছিলেন, কৃত্তিবাসেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বর আদিকেশব প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি ও মন্দির চূর্ণ করিয়া তাহাদের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিয়াছেন। রাজা বলবন্ত সিংহ জীবনব্যাপী কঠোর উদ্যম ও সংগ্রাম করিয়া কাশীকে বিদেশীয়দিগের কবল হইতে মুক্ত করেন। কুক্ষণে কান্য কুব্জের রাঠোর-রাজ জয়চাঁদ মহম্মদঘোরীকে আহ্বান করিয়া যে পাপ করিয়াছিলেন, প্রায় ৬০০ বৎসর কঠোর ফল ভোগান্তে রাজা বলবন্ত সিংহ তাহার যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কাশীকে তাহা হইতে মুক্ত করেন। রাজা বলবন্তের সময় হইতে ভারতের হিন্দুরাজগণ কাশীর উন্নতিসাধন করিয়া আসিতেছেন। ১৭৭০ খৃঃ ইন্দোর রাণী অহল্যাবাঈ দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত নারায়ণ ভট্টের সাহায্যে বর্ত্ত-

মান বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, মণিকর্ণিকা, দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট অহল্যাবাঈ ঘাট ও ব্রহ্মপুরী নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়ে আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা নাটোর রাজকুল লক্ষ্মী রাজারাম কান্তের মহিষী অর্দ্ধ, বঙ্গেশ্বরী রাণী ভবাণী পঞ্চক্রোশী কাশীর সীমা নির্দ্ধারণ মতে ৪০ মাইল পথ, পথপার্শ্বে কূপ ও চটি তৈয়ারী করেন; ভবাণী-পতীশ্বর শিবলিঙ্গ, কালী, দুর্গা, গোপাল, ইত্যাদি দেব দেবী প্রতিষ্ঠা ও তাঁহাদের সেবাদি জন্য স্থানে স্থানে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি দেন; ৩৬৫ খানি বাড়ী ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ত্রিপুরাভৈরবী মহল্লায় ব্রহ্মপুরী স্থাপিত করেন। মহারাষ্ট্রের পেশবা, ট্রাভাঙ্কোর, নেপাল, কুচবিহার, বঙ্গদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধিয়া প্রভৃতি সকল স্থানের রাজা মহারাজা জমিদার প্রভৃতি দেব দেবী ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুর ধর্ম্ম-প্রভাব এক বিশ্ব-জনীন মহান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; যে জ্ঞান সর্ব্বত্র, সর্ব্ব সময়ে সত্য, সেই জ্ঞান হিন্দু ধর্ম্মের হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তি. এই ভিত্তি কখন নষ্ট হইবার নহে, লোপ পাইবার নহে। কত গজনী ঘোরী কত পাঠান মোগল কত ভিন্ন ভিন্ন জাতি হিন্দুর দেশ আক্রমণ করিয়া, অত্যাচার ও পীড়ন করিয়া হিন্দুজাতি ও হিন্দু ধর্ম্ম লোপ করিবার

প্রয়াস পাইয়াছে, তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে কিন্তু তাহা আবার নূতন গঠনে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে; কত যুগ যুগান্তর হইতে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, হিন্দু ধর্ম্ম অটল ভূধরের ন্যায় স্থির আছে। এই ধর্ম্মপ্রভাবে কাশী শতবার বিধ্বস্ত হইয়াও স্বীয় মাহাত্ম্য ও গরিমায় প্রতিষ্ঠিত আছে। কাশী বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র। সমস্ত বিদ্যার পীঠ স্থান। কাশী স্বতঃসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ, একমাত্র মুক্তি-ক্ষেত্র। সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এরূপ স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

সর্ব্বশাস্ত্রে যে সকল দেবদেবী, তীর্থ, সিদ্ধ, যোগী ইত্যাদির বিবরণ আছে, সে সমুদয় কাশীতে বিদ্যমান। কেবলমাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর না করিয়া কাশীর প্রকৃত তত্ত্ব, উৎপত্তি, মাহাত্ম্য, কীর্ত্তিমালা সকলের জানা আবশ্যক।

(২)

কাশী ও বারাণসী—পৌরাণিক।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ—বেদ; ইহার রচনাকাল ও কর্ত্তার নির্ণয় হয় নাই। বেদ অপৌরুষেয়—মানব প্রণীত নহে। সেই প্রাচীনতম গ্রন্থে কাশীর উল্লেখ আছে, সুতরাং বেদের পূর্ব্ব হইতে কাশী বিদ্যমান ছিল। বেদ হইতে বেদান্ত উপনিষদাদি শাস্ত্রে কাশীর উৎপত্তি ও প্রকাশ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে। তাহার কথঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লিখিত হইল।

সূর্য্য ও চন্দ্র কিরণে যতদূর প্রকাশিত হয় সেই সমুদয় জল-স্থল-শূন্য লইয়া পৃথিবী। ভূমি হইতে লক্ষযোজন উপরে সূর্য্য, সূর্য্য হইতে লক্ষযোজন উপরে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে লক্ষযোজন উপরে নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দুই লক্ষ যোজন উপরে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি হইতে দুই লক্ষ যোজন উপরে শনৈশ্চর, শনি হইতে লক্ষযোজন উপরে সপ্তর্ষি মণ্ডল, সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে লক্ষযোজন উপরে ধ্রুব, অবস্থিত। ধরণী ভূলোক; ভূলোক হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত ভূবর্লোক; সূর্য্য হইতে ধ্রুব পর্য্যন্ত স্বর্লোক। ক্ষিতি হইতে ১ কোটী

যোজন ঊর্দ্ধে মহর্লোক; ভূলোক হইতে ২ কোটী যোজন ঊর্দ্ধে জনলোক; ভূলোক হইতে ৪ কোটী যোজন ঊর্দ্ধে তপলোক, ৮ কোটী যোজন ঊর্দ্ধে সত্যলোক, ১৬ কোটী যোজন ঊর্দ্ধে সত্যলোকের উপরিভাগে বৈকুণ্ঠ লোক, সেখানে সকল লোকের অভয়দাতা ভগবান শ্রীপতি বিরাজমান। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে পৃথিবী হইতে সূর্য্য ৯১ লক্ষ মাইল, সূর্য্য হইতে মঙ্গল ১ কোটী ৩৯ লক্ষ মাইল, বৃহস্পতি ৪ কোটী ৭৬ লক্ষ মাইল, শনি ৮ কোটী ৭২ মাইল, শুক্র ৬৬ লক্ষ মাইল, বুধ ৩৫ লক্ষ মাইল, নেপচুন ২ অযুত ৭ কোটী ৪৬ লক্ষ মাইল, ইউরেন্স ১ অযুত ৭ কোটী ৫৩ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। হিমালয় প্রদেশে বদরী-নারায়ণ পাহাড় বৈকুণ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই পাহাড়ে বদরীনারায়ণের মন্দির, মন্দির মধ্যে পরশপাথর নির্ম্মিত দ্বিভুজ নরনারায়ণের মূর্ত্তি আছে; এখানে স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী রাঁধুনী, পাকস্থলীতে এককালীন সকল রন্ধনের দ্রব্য দিয়া উপর উপর করিয়া পাকস্থালী রাখিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করা হয় ও তাহাতে উত্তম পাক হয়; লক্ষ্মীর হস্তে পাক হয় ব্রাহ্মণগণ উপলক্ষমাত্র। যাঁহারা পাকশালে থাকেন তাঁহাদের কথা কহিবার ক্ষমতা নাই,

মুখ বন্ধ থাকে। বৈকুণ্ঠের ১৬ যোজন উর্দ্ধে শিবলোক কৈলাস অবস্থিত। কৈলাসে পার্ব্বতীর সহ মহাদেব গণেশ, কার্ত্তিকেয় ও নন্দী প্রভৃতি পারিষদগণ বেষ্টিত হইয়া বিরাজমান; সেই ভগবান বিশ্বেশ্বরের স্থিতি-প্রযুক্ত কৈলাসই সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত।

মহাপ্রলয়ের সময় সকল পদার্থ লুপ্ত হইয়া যায় সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ কিছুই থাকে না; প্রকৃতি ব্যক্ত ভাব পরিহার করিয়া অব্যক্ত প্রকৃতিতে পরিণত হয়, আকাশ অব্যক্ত প্রকৃতিতে লয় পায়, ঘন তিমির সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার সমস্ত আচ্ছন্ন করিলে, সেই অপ্রমেয় অনন্ত সর্ব্বব্যাপী, নির্ব্বিকার নিরাকার জ্ঞান স্বরূপ, জ্যোতিঃ রূপ, একমাত্র কারণ আত্ম স্বরূপ পরম ব্রহ্মের দ্বিতীয় ইচ্ছা শক্তি উৎপন্ন হইল; সনাতন ব্রহ্ম নিজলীলা প্রভাবে স্বকীয় একটী দ্বিতীয় মূর্ত্তির কল্পনা করিলেন এবং শুদ্ধ স্বরূপা ঈশ্বরী মূর্ত্তির উদ্ভাবনা করিয়া সেই সর্ব্বগত অব্যয় পরম ব্রহ্ম অন্তর্দ্ধান করিলেন; সেই অমূর্ত্ত পরম ব্রহ্মের দ্বিতীয় ঈশ্বরী মূর্ত্তি,—মহেশ্বর, নবীন ও প্রাচীন ব্রহ্ম। অদ্বিতীয় স্বরূপ মহেশ্বর বিহার করিবার অভিপ্রায়ে নিজের শরীর হইতে স্বীয় শরীরের অব্যাঘাতে প্রকৃতিকে সৃজন করিলেন

সেই প্রকৃতিকে প্রধান, মায়া, পরা, গুণবতী নাম নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি পুরুষ যখন তপস্যার স্থান সন্ধান করিয়া পান নাই, তখন নির্গুণ শিব সেই জলরাশি বেষ্টিত এই পঞ্চক্রোশ-ব্যাপী কাশীকে ত্রিশূলাগ্রে ধারণ করিয়াছিলেন। কালস্বরূপ আদি পুরুষ মহেশ্বর সেই প্রকৃতির (শক্তির) সমকালে এই পবিত্র ক্ষেত্র নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এই ক্ষেত্র আনন্দময়ী বলিয়া পুরাকালে ইহার নাম আনন্দ কানন হইয়াছিল। মহেশ্বর কাশী হইতে কুশদ্বীপে মন্দার পর্ব্বতে যাইবার কালে ক্ষেত্রকে রক্ষা করিবার জন্য সাধকদিগের সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধিপ্রদ ও মৃত জীবগণের মুক্তিপ্রদ নিজ মূর্ত্তিময় এক শিবলিঙ্গ সকলের অজ্ঞাত-সারে প্রতিষ্ঠা করিয়া যান; স্বয়ং মন্দার পর্ব্বতে গমন করিয়াও কাশীক্ষেত্রে লিঙ্গ রূপে অবস্থিত থাকিয়া সেই ক্ষেত্রকে আপনার সংসর্গ হইতে বিমুক্ত করেন নাই, এই জন্য এই ক্ষেত্রের নাম অবিমুক্ত ক্ষেত্র হইয়াছে। প্রকৃতি ও আদিপুরুষ পরম আনন্দ স্বরূপ কাশীক্ষেত্রে নিজ লীলায় বিচরণ করিয়া থাকেন; আদিপুরুষ ভগবান মহেশ্বর স্বয়ং জ্যোতিঃ-স্বরূপ ও সনাতন এবং আনন্দ-রূপিনী শিবা (প্রকৃতি) তাঁহারই শক্তি, ইনি মহেশ্বর হইতে অতিরিক্ত

কোন আগন্তুক শক্তি নহেন, আত্ম হইতে অতিরিক্ত কোন আগন্তুক শক্তির সহ লীলারূপী ভগবান মহেশ্বর কখন লীলা করেন না। পঞ্চক্রোশ পরিমিত কাশীক্ষেত্র সেই প্রকৃতি পুরুষের পদতল হইতে নির্ম্মিত, প্রলয়কালেও এই ক্ষেত্রকে তাঁহারা পরিত্যাগ করেন না, এই কারণে ক্ষেত্রের নাম অবিমুক্ত ক্ষেত্র হইয়াছে।

পরে ভগবান মহেশ্বর ও ভগবতী মহামায়া সৃষ্টির অভিলাষী হইলে মহেশ্বর স্বকীয় বাম অঙ্গের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ও সেই অঙ্গ হইতে মনোরম শান্ত আকৃতি সুন্দর পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। মহাদেব তাঁহাকে বলিলেন, তুমি মহাবিষ্ণু, চারিবেদ তোমার নিশ্বাস হইতে আবির্ভূত হইবে, বেদ হইতে তুমি সকল বিষয় জানিতে পারিবে ও বেদ প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া তুমি যথোচিত বিধান করিবে। তাঁহার উপর সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে মহেশ্বর ও মহেশ্বরী আনন্দকাননে প্রবেশ করিলেন। মহাবিষ্ণু স্বীয় চক্রের দ্বারা এক পুষ্করিণী খনন করিয়া নিজ শরীরের ঘর্ম্ম দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই পুষ্করিণীর তীরে বিষ্ণু অতি কঠোর তপস্যা করেন। বিষ্ণুর তপে ভগবান মহেশ্বর অত্যন্ত

সন্তুষ্ট হইয়া মহামায়ার সহিত বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইলেন ও বলিলেন তুমি বেদোক্ত প্রকারে যথাবিধানে জগতের সৃষ্টি কর, ধর্ম্ম অনুসারে সর্বভূতের পালন কর যাহারা ধর্ম্মের বিদ্বেষী হইবে তাহাদিগকে বিনাশ করিবে, যাহারা অধর্ম্মপথে যাইবে তাহারা নিজ কর্ম্মফলেই মৃত হইবে, তুমি তাহাদের সংহারের কেবল নিমিত্ত মাত্র হইবে; আর এই পঞ্চক্রোশ পরিমিত আনন্দকানন আমার প্রিয় ক্ষেত্র, এই স্থলে আমারই আজ্ঞা কেবল কার্য্যকারিণী হইবে, অন্য কাহারও এস্থলে অধিকার বা আধিপত্য থাকিবে না। তুমি স্বীয় চক্রে এই পুষ্করিণী খনন করিয়াছ বলিয়া ইহা মঙ্গলপ্রদ চক্রতীর্থ পুষ্করিণী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, এক্ষণে আমার কর্ণের অলঙ্কার মণি-কর্ণিকা এই পুষ্করিণীতে পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য ইহা মণিকর্ণিকা নামে বিখ্যাত হইল। অনাখ্যের জ্যোতিঃ-স্বরূপ ঈশ্বর এই ক্ষেত্রে মুক্তির প্রকাশস্বরূপে শোভা পাইতেছেন বলিয়া ইহার নাম কাশী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। ভবানীপতি মহেশ্বর নিখিল জগৎকে ভগবান বিষ্ণুর অধীন করিয়া নিজ ইচ্ছামত লীলা করিতেছেন; অনাখ্যের স্বরূপ মহাবিষ্ণু এই অখিল চরাচরকে মহাদেবের অধীন

করিয়া রাখিয়াছেন; শিব যেমন বিষ্ণুও সেইরূপ, যিনি শিব তিনিই বিষ্ণু, শিব ও বিষ্ণুতে তিলমাত্র প্রভেদ নাই।

সৃষ্টির পরে যখন সকলেই মুক্তিলাভের জন্য অবিমুক্ত ক্ষেত্রে আসিতে উৎসুক হইয়াছিলেন তখন যম ইন্দ্রাদি দেবগণ অবিমুক্তক্ষেত্রকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হন, তাঁহারা পাপীগণের অসম্মতির খণ্ডন কারিণী ও দুষ্টগণের প্রবেশ প্রতিরোধিনী মহাসিরূপিনী অসিনদীকে ঐ ক্ষেত্রের দক্ষিণভাগে নির্ম্মাণ করেন এবং ক্ষেত্রের বিঘ্ন নিবারিণী ও অতি পাপীগণের অনায়াসে মুক্তিপ্রাপ্তির প্রতিরোধকারিণী বরণা নদীকে উত্তরভাগে নির্ম্মাণ করেন, যে দিন হইতে কাশী রক্ষাহেতু অসি ও বরণা নির্ম্মিত হইয়া কাশী তাহাদের সঙ্গ লাভ করিয়াছে সে দিন হইতে কাশী বারাণসী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অসি নদী ইড়া নাড়ী, বরণা পিঙ্গলা নাড়ী, দুই নাড়ীর মধ্যভাগে অবিমুক্ত ক্ষেত্র সুষুম্না নাড়ী; ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয়কে বারাণসী বলা যায়। অবিমুক্তক্ষেত্র বরণা ও অসি নাম্নী নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত; সকল ইন্দ্রিয়কৃত দোষ বারণ করে বলিয়া উহার নাম বরণা ও সর্ব্ব ইন্দ্রিয়কৃত পাপ

নাশ করে বলিয়া উহার নাম অসি। প্রয়াগ নামে যে পুণ্যক্ষেত্র আছে তথায় ভগবানের অংশসম্ভূত এক অব্যক্ত পুরুষ সর্ব্বদা যোগশায়ী আছেন, তাঁহার দক্ষিণ চরণ হইতে সর্ব্বপাপহরা শুভকরী এক নদী বহির্গত হইয়াছে, ঐ নদীর নাম বরণা আর তাঁহার বামপদ হইতে অসি নাম্নী নদী প্রবাহিত হইয়াছে। সেই দুই নদীর মধ্যস্থলে যে ক্ষেত্র আছে সেই সর্ব্বপাপ নাশকারী ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রে ভগবান যোগশায়ী আছেন—এই তীর্থের সন্নিকটে পুণ্যদায়িনী বারাণসীনগরী অবস্থিত।

কাশীতে জীবগণ জীবিতাবস্থায় রুদ্রদেহ ধারণ করতঃ অন্তকালে মহাদেবের কৃপায় মহাদেবের সাযুজ্যলক্ষণ লাভ করিতে সমর্থ হয়; কাশীতে জীবগণ রুদ্ররূপে বাস করেন, তাঁহারা অন্যান্য স্থানের যাবতীয় প্রকার রুদ্রগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এজন্য আনন্দকানন রুদ্রাবাস বলিয়া কথিত হয়। মহাপ্রলয়ের সময় মহাভূতগণ শবরূপে এই কাশীতে শয়ান করিয়া থাকেন, এই কারণে কাশীর নাম মহাশ্মশান।

নিজ লীলাবলে নানারূপ মূর্ত্তিধারী অদ্বিতীয় স্বরূপ মহেশ্বরের লীলার জন্য এই জগৎ সৃষ্ট এবং ইহা পরমব্রহ্ম বিশ্বেশ্বর

মহেশ্বরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে; তিনি সকলের শাসক, তাঁহার শাসক কেহ নাই; তঁাহার প্রবর্ত্তক কেহ নাই, নিবর্ত্তকও কেহ নাই; তিনি অদ্বিতীয় ও সর্ব্বজ্ঞ; তিনি সাক্ষাৎ অমূর্ত্ত পরমব্রহ্ম, আবার তিনিই সগুণ সমূর্ত্ত ব্রহ্মা; তিনি সর্ব্বব্যাপী. নিত্য সত্য, তিনি সকল কারণ হইতে পরাৎপর,—আনন্দই তাঁহার সাক্ষাৎ স্বরূপ। তিনি সৃজন করিতেছেন. পালন করিতেছেন, আবার প্রলয়কালে বিনাশ করিতেছেন। বেদচষ্টয়, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, তাঁহার বাস্তবিকতত্ত্ব অবগত নহেন। তিনি বাক্য ও মনের অগোচর, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, জ্যোতিঃস্বপ সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেম; তাঁহার কোন নাম নাই, কেবল প্রমাণ মাত্র গোচর তাঁহার, কোন রূপ নাই অথচ নানারূপ, সর্ব্বগত কিন্তু ইন্দ্রিয়গোচর নহেন, অনন্ত অথচ কামরূপী, সকল বিষয়ের বেত্তা, সর্ব্বক্রিয়া শূন্য,—তিনিই যথার্থ-তত্ত্ব। রুদ্রে সমস্ত ভূতগণ অবস্থান করিতেছে, রুদ্র হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, রুদ্রই একমাত্র পর ও যথার্থ তত্ত্ব (ঋগ্বেদ); এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মহেশ্বর দ্বারা ভ্রাম্যমান—মহেশ্বরের দীপ্তি দ্বারা চরাচর প্রকাশিত হইতেছে—সেই মহেশ্বরই একমাত্র যথার্থতত্ত্ব (সামবেদ); মহেশ্বর সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা পূজিত

হইতেছেন, তাঁহার দ্বারা বেদ প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে—তিনিই একমাত্র যথার্থ তত্ত্ব (যজুর্ব্বেদ); একমাত্র কৈবল্যরূপী শঙ্করই একমাত্র যথার্থ তত্ত্ব (অথর্ব্ববেদ)। সর্ব্বব্যাপী পরাৎপর নিরাকার পরমতত্ত্বের মুর্ত্তস্বরূপও সমস্ত শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে:—মস্তকে জটাজুট, মন্দাকিনী সেই জটাজুট সর্ব্বদা ধৌত করিতেছেন; ললাটদেশে তৃতীয় নেত্র ও অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে, পঞ্চবদন, গলদেশ নীলবর্ণ, হস্তে অজগর ধনু, কামদেবের দেহভস্মরাশিতে সমস্তশরীর সর্ব্বদা ধূসরিত, বামার্দ্ধ শরীর স্ত্রীমূর্ত্তি শোভিত, গাত্রে সর্প অলঙ্কার, বসনে গজচর্ম্ম, বাহন বৃষভরাজ, মহামৃত্যু ও গণসমূহ দ্বারা সর্ব্বদা বেষ্টিত,—তিনি শরণাগতকে ত্রাণ করিতেছেন, ভক্তগণকে নির্ব্বাণমুক্তি দিতেছেন, সকল সময়ে জীবসমুদয়কে মঙ্গলবর দিতেছেন।

প্রকৃতপক্ষে মহেশ্বর নিরাকার কিন্তু মায়াবশে সাকার-মূর্ত্তি, জীবগণের ভোগ অথবা মুক্তির একমাত্র কারণ।

(৩)

কাশীর মহিমা।

পবিত্র আশ্রম অবিমুক্তক্ষেত্রে পরমতত্ত্ব শঙ্কর বিশ্বেশ্বর স্বয়ং সাক্ষাৎ বিরাজমান। সংসারের প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে এই অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রথমে ভূমি জলমধ্যে, জলরাশি তেজসমূহে, তেজোরাশি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারতত্ত্বে, ষোড়শবিকারযুক্ত অহঙ্কারতত্ত্ব পরমাত্মার প্রতিবিম্বরূপী বুদ্ধিতত্ত্বে, বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতিতে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি নির্গুণ পুরুষে বিলীন হইয়া বর্ত্তমান থাকে; এই পুরুষ পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব—জীব ও দেহী। ইহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলা যায়; এ সময়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব কেহই থাকেন না। কাল-মূর্ত্তি পরম ব্রহ্ম সেই জীবকেও আত্মরূপে তিরোহিত করেন, তিনি আদি ও অন্ত বর্জ্জিত, তিনি মহাদেব, ভবানী পতি, আবার মহাবিষ্ণু, শ্রীপতি। কলিকালে মহেশ্বর কাল স্বরূপ ধারণ করতঃ তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে সহায় করিয়া পরিদৃশ্যমান চরাচর বিশ্বকে গ্রাস করিয়া থাকেন, কলি কাল অন্ত হইলে তৎকালীন সংসারের প্রলয়কে দৈনন্দিন প্রলয় বলা যায়; দৈনন্দিন প্রলয়কালে প্রলয়কালীন বিনষ্ট

বহু জীবের অস্থি-নিকর-রূপ অলঙ্কারধারী ভগবান্ মহেশ্বর কাশীকে সর্ব্বপ্রকার যত্নে রক্ষা করেন। কাশীর প্রলয় সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এখানে কলিকালের প্রভাব নাই। এই ক্ষেত্র ভূমিতে অবস্থিত নহে, মহাদেবের ত্রিশূলাগ্রভাগে শূন্যে অবস্থান করিতেছে; ব্রহ্মাণ্ড গোলোক মধ্যে অবস্থিত হইলেও ইহা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য নহে। এই ক্ষেত্রে গ্রহগণের উদয় বা অস্ত জন্য কোন প্রকার দোষ উপস্থিত হয় না; এখানে সর্ব্বদা উত্তরায়ণকাল উদয় হইয়া থাকে। যম ত্রৈলোক্যের উপর আধিপত্য পাইয়াছেন, বারাণসীতে তাঁহার কোন আধিপত্য নাই, এখানে যমদূতের প্রবেশের অধিকার নাই। মহাদেবের অনুচরগণ বারাণসী-পুরী রক্ষা করিতেছে। কাশীপুরীতে যাহারা দেহত্যাগ করে, স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তাহাদের জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন; কাশীতে যাহারা পাপ করে, প্রাণান্ত হইলে স্বয়ং কাল-ভৈরব তাহাদের শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন, পাপীগণ দারুণ রুদ্রযন্ত্রণা ভোগ করে। রুদ্রপিশাচত্ব নরকযন্ত্রণা হইতেও দুঃসহ।

অন্যান্য নগরীর ন্যায় কাশী একটি সাধারণ নগরী নহে ইহা অনির্ব্বচনীয়রূপা ও সর্ব্বপ্রকারে অলৌকিক। সৃষ্টির

প্রারম্ভ হইতে, যখন জগতে বস্তু সৃষ্ট হয় নাই তখনও কাশী ছিল। ইহা পরম সুখপ্রদ আনন্দকানন, তাহাতে চক্রপুষ্করিণী-মণিকর্ণিকা যুক্ত হইয়াছে,—দিলীপনন্দন ভগীরথ পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য ত্রিলোকের মঙ্গলকারিণী সুরতরঙ্গিনীকে ভূতলে আনয়ন করিয়া প্রথমে বিশ্বেশ্বরের আনন্দকাননে হরির চক্রপুষ্করিণী-মণিকর্ণিকায় যুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার উপর এই স্থান সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বরের নিকেতন—সুতরাং এখানে মুক্তির সমস্ত কারণও বর্ত্তমান। বারাণসী সকল প্রকারে জীবগণের পক্ষে দুর্লভ; বিশ্বনাথের কৃপা ব্যতিরেকে কেহই কাশীলাভ করিতে পারে না। তুলনায় বৈকুণ্ঠাদি যাবতীয় প্রধান প্রধান স্থান কাশী অপেক্ষা অনেক লঘু। কাশীপুরী ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের একমাত্র কারণ। প্রলয়কালেও স্থির বিশ্রামভূমি ও অমল মোক্ষ প্রদান করিতে কাশীই সমর্থ। জাগতিক সমস্ত পদার্থকে পাপময় ও অনিত্য জানিয়া মানবগণের সংসার-ভয়নাশন অবিমুক্তক্ষেত্র আশ্রয় করা উচিত। কাশীপুরী কেবল মুক্তির জন্য; সর্ব্বপ্রকার যত্নপূর্ব্বক এখানে শ্রেয়ের অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয় সেই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। প্রাণী একাকী জন্মগ্রহণ করে

ও অন্তে একাকী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জীব স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল একাকী ভোগ করে, অপরে শত চেষ্টাতেও তাহার সাহায্য করিতে পারে না; এই সংসারে ধর্ম্মই জীবগণের একমাত্র সহায়; যম ও নিয়ম এই দুইটি ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বপ্রধান দ্বার, সুতরাং ধর্ম্মেচ্ছুগণ যম ও নিয়মে সতত যত্নশীল হইবে। দেহ জীবশূন্য হইলে আত্মীয় বন্ধুগণ মৃতদেহ পরিত্যাগ করে, কেবল ধর্ম্মই একমাত্র সহায় থাকে। ধর্ম্ম হইতে অর্থ উপায় হয় সুতরাং অর্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্মোপায় করা আবশ্যক; ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম, কাম হইতে সকল প্রকার সুখের কল্পনা ও উৎপত্তি। ধর্ম্ম পূর্ণরূপে আচরণ করিলে স্বর্গও পাওয়া যায় কিন্তু সেইরূপেও কাশী দুষ্প্রাপ্য। বিশ্বেশ্বর সমস্ত শাস্ত্রার্থ বিচার করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন যে পাশুপাত যোগ, প্রয়াগ ও অনায়াসে মুক্তিপ্রদ অবিমুক্ত ক্ষেত্র এই সাধনত্রয় নির্ব্বাণমুক্তির কারণ। বিষ্ণু আরাধনা, অন্যান্য তীর্থ পর্ব্বত দেবস্থান, যাগ যজ্ঞ, তত্ত্বযোগ, ক্রিয়া কলাপাদি মুক্তির প্রতি-কারণ, তৎসমুদয় কাশী প্রাপ্তির উপায় মাত্র, ঐ সকল দ্বারা কাশীপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ হয়। অর্থার্থী ও কামার্থীর কাশীবাস করা উচিত নহে।

কাশীতে কোন প্রকারেরই পাপকার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। কাশীর বাহিরে বিপুল পৃথিবী পড়িয়া রহিয়াছে, পাপ করিবার যদি সঙ্কল্প হইয়া থাকে তাহা হইলে কাশী ছাড়িয়া অন্যস্থানে তাহা করাই উচিত।

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে স্বর্গলোক মনোরম, স্বর্গলোক হইতে পাতালপুরী রমণীয়; পাতালপুরী অপেক্ষা সুমেরুপর্ব্বতের চতুর্দ্দিকাশ্রিত ইলাবৃতবর্ষ আরও সুন্দর, তাহা অপেক্ষাও ভারতবর্ষ মনোহর ও শ্রেষ্ঠ। সমুদ্রে যে সকল দ্বীপ আছে তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর; এই জম্বুদ্বীপে ৯ টি বর্ষ আছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ, কারণ ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি, কর্ম্ম অনুসারে স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া দেবগণও কর্ম্মভূমির অভিলাষী। কিম্পুরুষ প্রভৃতি অন্যান্য বর্ষ ভোগভূমি, দেবগণ স্বর্গ হইতে আগমন করিয়া তথায় নানাপ্রকার ক্রীড়া উপভোগ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ নয় সহস্র যোজন বিস্তৃত; হিমালয় ও বিন্ধ্য-পর্ব্বতের মধ্যভাগে অবস্থিত ভূখণ্ড পরমপুণ্যপ্রদ, তাহার মধ্যে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থ স্থান পরমোৎকৃষ্ট, সেই ভূভাগকে অন্তর্ব্বেদী বলা যায়। কুরুক্ষেত্র, শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা নৈমিষারণ্য উৎকৃষ্ট সাধনক্ষেত্র, তাহা

হইতে প্রয়াগ শ্রেষ্ঠ, প্রয়াগকে তীর্থরাজ বলা যায়। তীর্থ-রাজ প্রয়াগ ও অন্যান্য যে সকল তীর্থ আছে তৎসমুদয় অপেক্ষা বারাণসী অনায়াসে মুক্তিদায়িনী বলিয়া, এই তীর্থই সর্ব্বোত্তম। অন্যান্য তীর্থ পাপ বিনাশ করিতে পারে ও সে সকল স্থানে দেহত্যাগ ঘটিলে দেবাদি পদবী, স্বর্গলাভ পর্য্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু বারাণসী একেবারে শুভাশুভ কর্ম্মের মূল-কারণ দেহকে বিনাশ করিয়া পুনর্জ্জন্ম রহিত মোক্ষ পদবী ও পরম কৈবল্য পদবী প্রদান করিয়া থাকে। অযোধ্যা, অবন্তী (উজ্জয়িনী), মথুরা, দ্বারাবতী, কাঞ্চী ও মায়াপুরীতে (হরিদ্বারে) যাহাদের মৃত্যু হয় তাহারা অতিশয় পাতকী হইলেও স্বর্গাদি ভোগ করিয়া পুনরায় কাশীতে আগমন করিয়া মুক্তিলাভ করে।

কাশী বিধাতার সৃষ্টি হইতে অতিরিক্ত, স্বয়ং ঈশ্বর ইহার গুণ বর্ণনা করিতে পারেন নাই। কাশীপুরী মহাদেবের শরীর, ইহা অনির্ব্বচনীয়া ও পরমানন্দরূপা। সুধা অপেক্ষা কাশীর জলের মাহাত্ম্য অধিক, কারণ ইহা পান করিলে আর জননীর স্তন পান করিতে হয়না। বারাণসীবাসী সকল জীব মহা-দেবের ভৃত্য, এই কারণে তাহারা তাঁহার প্রভাবে কপালে তৃতীয় নেত্র, ও গলদেশে গরল ধারণ করে, এবং তাহাদের

বাম অঙ্গ গৌরী মূর্ত্তি দ্বারা ভূষিত, এইরূপে তাহারা ইহলোকে মহাদেবের ন্যায় বিচরণ করে ও দেহান্তে বিদেহ-কৈবল্য পাইয়া থাকে। কাশী সংসার সমুদ্রের পারের স্বরূপ ও জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-লক্ষণ বিনাশকারী। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে অবস্থিত ভগবান বিশ্বেশ্বর কাশীর লোক সকলকে পরম পুরুষার্থসিদ্ধি নিজ অভিলাষ অনুসারে বিতরণ করিয়া থাকেন: জীব যদি যাবজ্জীবন "কাশী ও বারাণসী" এই মহামন্ত্র জপ করে তাহা হইলে তাহার আর জন্ম হয় না; যে ব্যক্তি অন্যত্র থাকিয়াও মৃত্যুকালে অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে স্মরণ করিয়া মৃত হয় তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না; আনন্দকাননে মৃত প্রাণীগণের শরীর অমৃতত্ব লাভ করে, তাহাদিগকে আর সংসারে আসিতে হয় না। যে ব্যক্তি নিয়ত মানসে রুদ্রাবাসে বাস করে সে মহৎপাপ আচরণ করিলেও কালে মুক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি মহাশ্মশানে গমন করত মৃত হয় তাহাকে আর শ্মশানে শয়ন করিতে হয় না; মহাশ্মশানে যাহারা মহানিদ্রা প্রাপ্ত হয় তাহারা আর কখনও গর্ভশয্যায় শয়ন করে না। ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই ত্রিমূর্ত্তিরূপ বারাণসীতে জীবগণের দেহত্যাগকালে ভগবান মহেশ্বর দক্ষিণকর্ণে তারকব্রহ্ম নাম উপদেশ করেন,

তাহাতে জীবগণ অনায়াসে প্রাপ্ত হয়। বারাণসীক্ষেত্রে কোন স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে জীব সাধারণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া কালের অনুযায়ী সাযুজ্যরূপে মুক্তিস্বরূপ মহাদেবের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। বারাণসীতে যে জীব দেহত্যাগ করে তাহার কর্ম্মবীজসকল মহাশ্মশানে জ্বলিত অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়।

জ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না; যোগ ব্যতীত জ্ঞান হয় না; যথার্থতত্ত্ব অনুশীলনের নাম যোগ। তাহাতে সর্ব্বজ্ঞান জন্মে। সমস্ত আত্মদর্শীরই "আত্মা" বিজ্ঞাত, শ্রোতব্য, দ্রষ্টব্য ও মন্তব্য। বেদ শাস্ত্রাদিতে যাহা কিছু আছে সেই সমস্তের বিজ্ঞান, ব্রহ্মচর্য্য, দম, শ্রদ্ধা, উপবাস ইত্যাদি ইহারা আত্মজ্ঞানের প্রতি-কারণ। আত্মার সহিত মনের সংযোগই যোগ; যে ব্যক্তি মানসিক বৃত্তিসমূহকে নিরোধ করিয়া অন্তরে কেবল পরমাত্মার সহিত নিযুক্ত করেন তিনিই যোগী। [illegible] ইন্দ্রিয়সকল [illegible] বহির্ম্মুখী তাহাদিগকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া, [illegible] মন [illegible] লীন করিবে, মনকে জীবাত্মায় লীন করিবে, আবার সেই জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন করিবে— ইহারই নাম যোগ। [illegible]

করিবার জন্য প্রাণবায়ুকে নিরোধ করা আবশ্যক এবং ইহার জন্য যোগ অভ্যাস করিতে হয়। আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধ্যান, ধারণা সমাধি— এই ছয়টী যোগের অঙ্গ; বহুবিধ মুদ্রা ও বন্ধ অভ্যাস করিতে হয়। ষড়াঙ্গ যোগের বলে যোগী পরমব্রহ্মে লীন হইতে পারে, কিন্তু ইহা আদৌ সহজসাধ্য নহে, সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ পাইয়া তাঁহার উপদেশমত যোগ অভ্যাস করিতে হয়, যোগ-সিদ্ধ হইলে জ্ঞানলাভ হইবে এই প্রকারে জ্ঞানলাভ করিয়া কেহই একজন্মে মোক্ষ পাইতে পারে না। যোগ, তপস্যা প্রভৃতি বহু ক্লেশসাধ্য ও তাহাতে নানা বিঘ্ন আছে; যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইলে পুনরায় গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এই জন্য জীবগণের মুক্তিপ্রদরূপে বিশ্বেশ্বর কাশীতে অবস্থান করেন; কাশীতে দেহ সংযোগেই সম্পূর্ণ যোগসিদ্ধ হয়,—বিশ্বেশ্বর, বিশালাক্ষী, উত্তরবাহিনী গঙ্গা, কালভৈরব, ঢুণ্ডিরাজ ও দণ্ডপাণি—ইহাই যোগের ছয়টি অঙ্গ; প্রণবেশ্বর, কৃত্তিবাসেশ্বর, কেদারেশ্বর, ত্রিলোচন, বীরেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর,—এই ছয়টী যোগের অন্যবিধ অঙ্গ; অসিসঙ্গম, বরণাসঙ্গম, জ্ঞানবাপী, মণিকর্ণিকা, ব্রহ্মহ্রদ ও ধর্ম্মকূপ—এই ছয়টী সেই যোগের অন্যবিধ অঙ্গ। গঙ্গাতে

স্নান—মহামুদ্রা। কলিকালে যোগ তপস্যা, ব্রত, তপ, দেবপূজা ইত্যাদি কিছুই সিদ্ধ হয় না; এই কালে বিশ্বেশ্বর একমাত্র দেবতা, বারাণসী একমাত্র মোক্ষপুরী, গঙ্গা পুণ্য-সরিৎ ও দান সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। বারাণসীর উত্তরবাহিনী গঙ্গা ও বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ এই দুইটী একমাত্র মুক্তির কারণ। কাশীতে শরীর ত্যাগরূপ যোগে একমাত্র জন্মেই জীব ব্রহ্মলাভ করিতে সমর্থ হয়।

ষড়াঙ্গযোগ অপেক্ষা উত্তম। কলি, কাল ও কৃতকর্ম্ম, এই তিনটী কণ্টক, কিন্তু আনন্দকাননবাসী জীবগণের উপর ইহাদের প্রভুত্ব নাই। সুতরাং সদাচারে ও নিয়তচিত্তে কাশীতে বাস করিলে যোগের সম্পূর্ণ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

মহেশ্বরী ভবানী



(৺কাশীর অন্নপূর্ণা)

(৪)

কাশী-পরিচয়।

কাশী শিবের রাজ্য। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি বিশ্বনাথ কাশীর রাজা—রাজ্যমধ্যে কাশীনাথের একাধিপত্য, অন্য কাহারও, এমন কি স্বয়ং যমরাজেরও এখানে কোন অধিকার নাই। এই রাজ্যের রাজধানী পঞ্চক্রোশী কাশী। রাজধানী মধ্যে বারাণসীতে রাজার বাড়ী ও মন্দির আছে। রাজবাড়ী, প্রাচীর বেষ্টিত—দক্ষিণদিকের প্রাচীরে প্রবেশের দরজা—দরজা, গলির উপরে—বাড়ীর দক্ষিণে নহবৎ। দরজার সম্মুখে বাড়ীর প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনে দরজার পশ্চিমদিকে—আশাপুরী দেবী ও লক্ষ্মীনারায়ণ; পশ্চিমদিকের প্রাচীরে এক দ্বার আছে ও দ্বারের বাহিরে—ভৈরবনাথ; উত্তরদিকে পশ্চিমধারে পার্ব্বতী, পূর্ব্বধারে অন্নপূর্ণা; পূর্ব্বদিকে কিছুই নাই; দক্ষিণদিকে পূর্ব্বধারে অবিমুক্তেশ্বর ও একাদশ রুদ্র—অবস্থিত। প্রাঙ্গণের মধ্যে—মন্দির; মন্দিরের চারি দ্বার, পশ্চিম দ্বারের সম্মুখে নাট মন্দির, নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে হরিশ্চন্দ্র স্থাপিত শিব—বৈকুণ্ঠেশ্বর, পশ্চিমে—

দণ্ডপাণীশ্বর। মন্দিরে ভিতর চক্রবেদীর মধ্যস্থলে—কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর।

রাজবাড়ীর ও রাজমন্দিরের অবারিত দ্বার। দলে দলে ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর, বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকল বয়সের স্ত্রী পুরুষ কেহ কমণ্ডলু পূর্ণ গঙ্গাজল লইয়া, কেহ ফুল বিল্বদল লইয়া কেহ মনোরম ফুলমালা লইয়া রাজদর্শন করিতে—রাজার পূজা করিয়া রাজাকে স্পর্শ করিয়া প্রাণে তৃপ্তি হৃদয়ে সন্তোষ লাভ করিতে চলিয়াছে; এই যাতায়াতে বিরাম নাই। কোন পর্ব্ব পূজায়, কোন কোন বিশেষ তিথিতে, যোগে, যে জনতা হয় সেরূপ কোথাও হয় কিনা সন্দেহ; তখন অল্প পরিসরের প্রবেশ দরজায়, প্রাঙ্গণে, মন্দির দ্বারে, মন্দির ভিতরে লোকের ঠেলাঠেলি, স্ত্রী পুরুষ মেশামেশি, ঠেসাঠেসি—কাহারও কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই—কি এক বিমল পবিত্র আকাঙ্ক্ষার আবেশে তখন বাহজ্ঞান লুপ্ত হইয়া থাকে, হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব প্রেরণা জাগিয়া উঠে যাহাতে লোকে তখন পুত্তলিকার ন্যায় ঘুরিতে ফিরিতে থাকে; অথচ বাদ বিসম্বাদ উদ্ধতভাবের কোন চিহ্নই থাকে না।

বর্ত্তমান বাড়ী ও মন্দির ১৭৭০ খ্রীঃ মালব দেশের পাথরাড় গ্রামবাসী আনন্দরাও সিন্ধিয়ার কন্যা, ইন্দোরের মহলারাও হোলকার বাহাদুরের পুত্রবধূ খণ্ডেরাও হোলকারের পত্নী ইন্দোর রাণী অহল্যাবাঈ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। পঞ্জাবের মহারাজ রণজিৎ সিংহ মন্দিরের উপরিভাগ স্বর্ণ মণ্ডিত করিয়াছেন। পরে নিম্নাংশ রৌপ্য মণ্ডিত হইয়াছে। দক্ষিণাত্যের নাটকূট পক্ষ হইতে নিত্য ভোগ ও আরতির সুন্দর বন্দোবস্ত করা আছে। দ্বিপ্রহরে ভোগ আরতি. বিশ্বনাথ চন্দন পুষ্পমালায় সজ্জিত হয়েন ধূপ কর্পূর অগুরু গন্ধে মন্দির আমোদিত হয়, ডম্বুরু, শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টা এক তালে বাজিতে থাকে, একজন ব্রাহ্মণ বাজন করিতে থাকেন নয়জন ব্রাহ্মণ সমস্বরে বেদ গান করিতে থাকেন ও আরতি দীপ লইয়া আরতি করেন। ভোগের সময় মন্দির দ্বার রুদ্ধ থাকে। সন্ধ্যায় আরতি, প্রথমে দুগ্ধ অভিষেক একটী ঘটি তে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, সেই ঘটিতে দুগ্ধ রাখা হয় ও সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা বিশ্বেশ্বরের মস্তকে দুগ্ধ ধারা পড়ে; ঐরূপ গঙ্গা জলে অভিষেক করা হয়; ঘৃত ও চিনি মর্দ্দন করিয়া ধাপ দেওয়া হয়। তাহার পরে চন্দন লেপিয়া সর্ব্বাঙ্গে সর্পাকৃতি করা হয়; মস্তকে রক্ত-চন্দন আতপচাল, দূর্ব্বা বিল্বদলের

অর্ঘ্য দিয়া আরতি আরম্ভ হয়। শিঙ্গা ডম্বুরু বাজিতে থাকে ঘণ্টা ঘড়ি কাঁশর সমস্ত একতালে বাজিতে থাকে; পাঁচজন ব্রাহ্মণ একবারে পাঁচ পঞ্চপ্রদীপ লইয়া "শম্ভু শম্ভু শম্ভু" শব্দে প্রথমে আরতি আরম্ভ করেন; স্তুতি পাঠ করিতে করিতে আরতি হইতে থাকে।

-:o:-

বিশ্বনাথ বাড়ীর পশ্চিমদিকে ও গলির দক্ষিণে মহেশ্বরী ভবানীর বাড়ী ও মন্দির—কাশীর অন্নপূর্ণা। বাড়ী প্রস্তর নির্ম্মিত, উত্তরদিকে গলির উপর প্রবেশ দ্বার। বাড়ীর বায়ু কোনে পরশুরামেশ্বর, ঈশান কোণে কুবেরেশ্বর, অগ্নিকোণে সপ্ত অশ্ব বাহনযুক্ত সূর্য্য নারায়ণ, নৈঋত কোণে গণেশজী, পশ্চিম দিকে চতুর্ভুজ নারায়ণ। বাড়ীর মধ্যস্থলে মন্দির, মন্দিরের পূর্ব্বদিগের দেয়াল মধ্যে অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি ও উত্তর পশ্চিম দক্ষিণদিকে তিনটী দ্বার। মন্দিরের উপরতলায় "বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা" মূর্ত্তি হিরণ্ময়ী অন্নপূর্ণার এক পার্শ্বে স্বর্ণময়ী পৃথিবী ও অপর পার্শ্বে লক্ষ্মী—; সম্মুখে রৌপ্যময় মহাদেব ভিখারী, অন্নপূর্ণা ভিক্ষা দিতেছেন। অন্নকূটের সময় ৩ দিন এই মূর্ত্তি সাধারণকে দেখান হয়।

অন্নপূর্ণা মন্দির মহা রাষ্ট্রীয় শেঠ বিষ্ণু মহাদেব কর্ত্তৃক স্থাপিত। বিশ্বনাথ মহল্যার পশ্চিম ফাটকের উপর (ঢুণ্ডি রাজের পূর্ব্বদিকে) নহবৎ ও দক্ষিণে অন্নপূর্ণার বাড়ী। ভবাণী অন্নদাত্রী; উপবাসী ব্যাসদেবকে অন্নদানে তৃপ্ত করিয়াছিলেন কাশীবাসীর মৃত্যু শয্যায় মরণক্লেশ দুর করিবার জন্য নিজ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া ব্যজন করিয়া শরীরের গ্লানি নিবারণ করেন। কাশীরাজ ভগবান মহেশ্বর স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ ইচ্ছায় স্বীয় অভিলাষমত লীলা করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি নিত্য নুতন, উত্থান পতনের মধ্য দিয়া জন্ম বা উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, লয়ের চক্রে নানারূপে নানা পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে এবং সৃষ্টির প্রক্রিয়া অবিরাম অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া যাইতেছে। মুক্তির মহাণ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া মায়ার জটিল আবরণে সম্মোহিত থাকিয়া সৃষ্টি সেই লীলাময় মহেশ্বরের ইচ্ছাকেই দেদীপ্যমান রাখিয়াছে। মানব মোহ আবরণের অন্তরালে থাকিয়া যখন মঙ্গলময়ের ইচ্ছাকে ভুলিয়া আপন গন্তব্য একমাত্র মোক্ষ দ্বারকে ভুলিয়া যায় তখন ভগবান কৃপাবশে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। এই কাশীধামে সেইরূপে ভগবান নিজলীলা প্রকটিত করিয়া-

ছিলেন। ভারতের নানাস্থানে মহাপুরুষ রূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার নিজ রাজ্যে রাজধানীতে আসিয়া নিত্যলীলা দেখাইয়াছেন। তৎকারণে গৌতম বারাণসী হইতে ১৫০ মাইল উত্তরে কপিলাবস্তু নগরে শাক্য নামক ক্ষত্রিয় বংশে ৫৫০ খ্রীঃ পূঃ জন্ম গ্রহণ করেন এবং গয়ায় নিরঞ্জনা নদীতীরে সিদ্ধি বা জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ নামে অভিহিত হইলেন। পরে বারাণসী নিকটে ইসিপতন (মৃগদাব বা ঋষি পতন) নামক স্থানে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। ৫৮৮ পূঃ খ্রীঃ ইসিপতনে আসিয়া, অরণ্যবাসের সময় ভিক্ষুগণের নিকট তিনি ঋণী থাকায়, প্রথমে তাঁহাদিগকে নূতন ধর্ম্মে দীক্ষা দিলেন, কাশীর ধনী শ্রেষ্ঠ যশ তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ক্রমশঃ কাশীরাজ্য কোশল মগধ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি সমুদয় রাজ্য নূতন ধর্ম্মে অনুপ্রাণীত হইয়া উঠিল; চীন জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে বহুলোক এই তীর্থে সমবেত হইতে লাগিয়াছিল ইসিপতন বৌদ্ধ জগতের কেন্দ্র হইল। বারাণসী জগতের আদি হইতে বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র আলোচনার শ্রেষ্ঠ স্থান থাকিয়া বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মহাপীঠ ছিল; কিন্তু কাল চক্রের আবর্ত্তনে, বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিকৃত ব্যাখা হইতে থাকে, কর্ম্ম কাণ্ডের উপর লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি

পায়, যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াদি প্রাণহীন আড়ম্বরে পরিণত হয় এবং বিধি, নিয়মাদির পালন অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি হওয়ায় লোক উৎপীড়িত হইয়া পড়ে ও সমাজে বিশৃঙ্খলতা আসিয়া পড়ে। এই সময়ে গৌতমের আবির্ভাব হয়। গৌতম বুদ্ধ তাঁহার মত প্রচার করিলেন হিন্দুর দর্শন বিশেষতঃ সাংখ্য দর্শনের উপর তাঁহার মূল ভিত্তি স্থাপিত হইল। তিনি বেদ মানিলেন না, ব্রাহ্মণ বা কোন বর্ণের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন না; অহিংসা পরমধর্ম্ম এবং বাসনা ক্ষয়ই প্রধান সাধনা, সকল মানব সমান। খ্রীঃ পূঃ ৫৮৮ খ্রীঃ হইতে খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রভাবান্বিত ছিল। তখন গুপ্তরাজগণ গৌড়াধিপ থাকিয়া সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে রাজত্ব করিতেন। কালক্রমে তাহার অধঃপতন হইল। রাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল, বিদেশীয়গণ আর্য্যাবর্ত্ত বারংবার আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারা বৈদিকধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অবনতি পাইতে লাগিল। তখন ৭৮৮ খ্রীঃ (২৬৩১ যুধিষ্ঠিরাব্দে) শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে মালাবার প্রদেশে

অবতীর্ণ হইলেন; তিনি হিন্দুধর্ম্ম সংস্কার মতে বৌদ্ধধর্ম্ম খণ্ডন করিয়া বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিলেন। আচার্য্যের অদ্বৈতবাদ ভারতের পক্ষে নূতন ছিল না, তিনি দেখাইলেন উপনিষদে অদ্বৈত-বাদই নিহিত রহিয়াছে। বৌদ্ধগণের অবাস্তব শূন্যবাদ ছিল—এই শূন্যবাদে তাঁহারা ঈশ্বরকে রাখেন নাই, জগৎ শূন্য ও শূন্যে প্রতিষ্ঠিত। আচার্য্য প্রমাণ করিয়া দিলেন জগতের জননী মায়া ও জগৎ ভ্রম-মাত্র, জগতের মূলতত্ত্ব এক নিত্য বস্তু; জীবই সেই নিত্য বস্তু, পরম সত্য ব্রহ্ম; জগৎ অনিত্য ভ্রান্তিমাত্র ও মিথ্যা এবং ব্রহ্ম সারাৎসার নিত্য। আচার্য্য সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া এই ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন হিন্দু-ধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হইল। তিনি পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ, দ্বারাবতীতে সারদা মঠ, বদরিনাথে জোষী মঠ, এবং মহীশূরে শৃঙ্গগিরি মঠ স্থাপন করেন। তিনি শৈব ছিলেন, যখন যে স্থানে গিয়াছিলেন ও যেখানে যেখানে বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল সে স্থানে শিবমন্দির স্থাপিত করেন। তাঁহার শিষ্যগণ ১০ সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকায় "দশনামী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্ম প্রচারকল্পে কাশীতে আসিয়া কেন্দ্র স্থাপন করেন। এখানে তাঁহার সম্প্রদায়ের মঠ আছে।

বৌদ্ধকেন্দ্র ঋষি পত্তনে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় শারঙ্গনাথ তাহার নাম অনুসারে ঋষিপত্তন সারনাথ নামে অভিহিত হয় এবং সারঙ্গ তলাও পুষ্করিণী আছে। পরিব্রাজক অবতার শঙ্করাচার্য্য ৮২০ খ্রীঃ (২৬৬৩ যুধিষ্ঠিরাব্দে) তিরোহিত হন। বৈদিক জ্ঞানপথের পরে বৌদ্ধ যুগের কর্ম্মাশ্রিত পথ, এই সময় হইতে উভয় ধর্ম্মেই ভক্তি প্রবেশ করিয়াছিল। জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি যোগে হিন্দু-ধর্ম্ম সর্ব্ব প্রাধান্য লাভ করে। প্রেম ভক্তির অবতার স্বরূপ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল হইতে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে ফিরিবার সময়ে ১৫১১।১২ খ্রীঃ কাশীতে আসেন, সনাতনকে দীক্ষিত করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার শিষ্য ভট্টমারী নিবাসী গোপাল ভট্ট তখন কাশীতে দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতীর আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী বৈদিক জ্ঞানমার্গাবলম্বী ছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তিনি অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়া পরাস্ত হন। শ্রীচৈতন্য দেবের পাণ্ডিত্যে ও ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়েন ও "চৈতন্যচন্দ্রামৃত" গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব অনেক শাক্ত ও বৌদ্ধকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৫ খ্রীঃ (১৪০৭ শকে)

নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫৩৩ খ্রীঃ (১৪৫৫ শকে) নীলাচলে তিরোহিত হন। এইরূপে নবধর্ম্ম প্রচারকগণ যথাযথ সময়ে কাশীতে আসিয়া নব নব যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

প্রায় সকল সাধক, সিদ্ধপুরুষ, সাধু, পণ্ডিতগণও কাশীকে অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন এবং অনেকে কাশীবাস করিয়া গিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ভক্ত **তুলসীদাস** ১৫৫৬ খ্রীঃ কাশীতে বাস করেন—তিনি সঙ্কটমোচনে রামায়ণ ও গোয়ালদাস সাহু মহল্লায় গোপাল মন্দিরের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে "বিনয়-পত্রিকা" প্রভৃতি রচনা করেন। **কুল্লুকভট্ট** বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া কাশীবাস করেন ও কাশীতে মনুসংহিতার টিকা করেন। রাজসাহীর নিসিন্দাবাসী **উদয়ন আচার্য্য** মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন এবং কাশীতে আসিয়া বৌদ্ধাচার্য্য জিহ্মাণিকে পরাস্ত করেন; কুলুকভট্ট ও উদয়নাচার্য্য ১৪শ শতাব্দীতে কাশীতে ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের কোটালিপাড়া নিবাসী পুরন্দর আচার্য্যের পুত্র **মধুসূদন সরস্বতী** কাশীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন—চৌষট্টিযোগিনী মন্দির

সম্মুখে তাঁহার আশ্রম ছিল ও মঠ আছে। সাধক কবি রামপ্রসাদের পুত্র রামগতি কাশীবাসী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কন্যা আনন্দময়ী কাশীতে টোল করিয়া, সভায় ন্যায় শাস্ত্রের বিচার করিতেন, তিনি "হটী বিদ্যালঙ্কার" বলিয়া খ্যাত ছিলেন। মহাভারত রচয়িতা কাশীরামদাস, রাজা রামমোহন রায়, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কাশীতে বাস করিয়াছিলেন। কাণপুরের কণোজব্রাহ্মণ সন্তান বংশীধর কাশীতে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি বিশুদ্ধানন্দ স্বামী বলিয়া পরিচিত। রামানন্দ, পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, সোহংস্বামী (শ্যামাকান্ত বন্দ্যাপাধ্যায়), সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, জয়পুররাজ দ্বিতীয় জয়সিংহের সভা পণ্ডিত দিগ্বিজয়ী কৃষ্ণ দেবভট্ট, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি সাধু মাহাত্মা পণ্ডিতগণ এই কাশীধামে বাস করিয়া গিয়াছিলেন। সম্রাট আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সময় হইতে হিন্দুরাজা মহারাজগণ বিধ্বস্ত কাশীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতেছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গলার সহিত কাশীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ বহু পরিশ্রমে কাশীর লুপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত তীর্থ ও দেবদেবী মূর্ত্তির পুনরুদ্ধার

করিয়াছেন। বাংলা দেশের কারিকরগণ অনেক মন্দির ও বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। বঙ্গের অনেক রাজা মহারাজ জমিদার প্রভৃতি কাশীতে শিব প্রতিষ্ঠা অন্নসত্র, পথ, ঘাট, মন্দিরাদি স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন।

কাশীর বিধি—ভগবান মহেশ্বর কাশী পুরীর পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করিবার জন্য দেহলী বিনায়ককে স্থাপিত করিয়াছিলেন। কাশীধামে আসিতে হইলে প্রথমে চৌখণ্ডীতে দেহলী-বিনায়কের পূজা করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রবেশ করিতে হয়; পরে মণিকর্ণিকায় স্নান তর্পনাদি করিয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া গৃহে যাইতে হয়।

যাত্রা—কাশীতে অবস্থিতি কালে নিত্য যাত্রা করা আবশ্যক। যাত্রা অর্থে দেবদেবী দর্শন পূজন গঙ্গাস্নান তীর্থাদিতে স্নান তর্পনাদি। যাবতীয় প্রবৃত্তিকে মন হইতে বিদূরিত করিয়া, মৌন হইয়া যাত্রা করা বিধি। বহুবিধ যাত্রা প্রচলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ছাপান্ন বিনায়ক যাত্রা, নব গৌরী যাত্রা, নব দুর্গা যাত্রা, দ্বাদশ আদিত্য যাত্রা, একাদশ রুদ্র যাত্রা, পঞ্চ-তীর্থ যাত্রা, অন্ত গৃহী যাত্রা, পঞ্চক্রোশী যাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও আবশ্যকীয়।

বার্ষিক যাত্রা:—

বৈশাখ—শুক্লা তৃতীয়া—ত্রিলোচনেশ্বর, ত্রিলোচন ঘাটে স্নান।
পরশুরাম তীর্থ (নন্দন সা মহল্লা)

শুক্লা চতুর্দ্দশী—মৎস্যোদরী তীর্থ স্নান ; প্রণবেশ্বর।
নৃসিংহ (দুর্গাঘাট)।

জৈষ্ঠ—শুক্লা প্রতিপদ হইতে দশমী রুদ্র সরোবর, দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান।

শুক্লা অষ্টমী—জ্যেষ্ঠাবাপী (ভূতভৈরব)

শুক্লা দশমী—গঙ্গেশ্বর (জ্ঞানবাপী)।

শুক্লা চতুর্দ্দশী—জ্যেষ্ঠ বিনায়ক (ভূতভৈরব) ;
জ্যেষ্ঠেশ্বর (ভূতভৈরব)

পূর্ণিমা—অসি সঙ্গমে, গঙ্গা-সাগর, অসিমাধব, ত্রিবিক্রম।

আষাঢ়—পূর্ণিমা—আষাঢ়ীশ্বর (কাশীপুরা) ; ঘণ্টাকর্ণ তীর্থ (করণ ঘণ্টা)।

শ্রাবণ—শুক্লা পঞ্চমী—বাসুকীশ্বর, বাসুকী তীর্থ (সঙ্কটার নিকট, নাগকূয়া)।

শুক্ল চতুর্দ্দশী—আদি মহাদেব (ত্রিলোচন)

শুক্ল সোমবার

ও প্রতি সোমবার—কেদারেশ্বর, কেদারের জন্ম-দিন

শুক্ল মঙ্গলবার—কামাখ্যা।

ভাদ্র—কৃষ্ণা তৃতীয়া—বিশালাক্ষী (মীরঘাট)

অমাবস্যা—পঞ্চপুষ্করিণী (লাটভৈরব)

শুক্লা দ্বাদশী—পাদোদকতীর্থ, বামন, আদিকেশব (বরুণা)

আশ্বিন—কৃষ্ণা দ্বিতীয়া—ললিতা দেবী (ললিতা ঘাট)

পিতৃপক্ষ—পিতৃকুণ্ড।

শুক্লা প্রতিপদ হইতে

নবমী—নবদুর্গা যাত্রা; বিশ্বভুজা (মীরঘাট); চৌষট্টিযোগিণী।

কার্ত্তিক—কৃষ্ণপক্ষ—পঞ্চগঙ্গা, বিন্দুমাধব।

শুক্লা অষ্টমী—ধর্ম্মেশ্বর, ধর্ম্মকূপ (মীরঘাট)

শুক্লা চতুর্দ্দশী—মণিকর্ণিকা।

অগ্রহায়ণ—কৃষ্ণা অষ্টমী—কালভৈরব।

শুক্লা একাদশী—কালমাধব (ভৈরব বাজার)

শুক্লা চতুর্দ্দশী—পিশাচমোচন।

রবিবার—লোলার্ক।

পৌষ—রবিবার—উত্তরার্ক (আলাইপুরা)

মাঘ—প্রয়াগতীর্থ (দশাশ্বমেধ ঘাট)

কৃষ্ণা চতুর্থী—বক্রতুণ্ড বিনায়ক (বড়গণেশ)

শুক্লা চতুর্থী—ঢুণ্ডিরাজ।

শুক্লা সপ্তমী—কেশবাদিত্য (বরুণা)

ফাল্গুন—কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী—রত্নেশ্বর ; কৃত্তিবাসেশ্বর, হংসতীর্থ।

চৈত্র—কৃষ্ণ প্রতিপদ—চৌষট্টিযোগিনী।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী—কেদারেশ্বর

শুক্লা প্রতিপদ হইতে নবমী—নবদুর্গা যাত্রা।

শুক্লা অষ্টমী—মধ্যমেশ্বর।

শুক্লা নবমী—রামতীর্থ (রামঘাট)।

শুক্লা ত্রয়োদশী—কামেশ্বর (ত্রিলোচন)।

শুক্লা চতুর্দ্দশী—পশুপতীশ্বর।

পূর্ণিমা—কেদারেশ্বর ; কৃত্তিবাসেশ্বর, হংসতীর্থ।

সাধারণ দৈনন্দিন যাত্রা—

প্রতিমাসে—অমাবস্যা—চন্দ্রেশ্বর।

রবিবারে—লোলার্ক ; অর্কবিনায়ক (ভদইনি)।

সোমবারে—কেদারেশ্বর ; করুণেশ্বর

মঙ্গলবারে—অঙ্গারকেশ্বর।

বুধবারে—বুধেশ্বর।

বৃহস্পতিবারে—বৃহস্পতীশ্বর।

শুক্রবারে—শুক্রেশ্বর।

শনিবারে—শনৈশ্চরেশ্বর।

-꙳-

(৫)

কাশী—তীর্থ।

কাশীধাম পঞ্চক্রোশ ব্যাপী। ইহার পূর্ব্বে উত্তর বাহিণী গঙ্গা ও কর্ম্মনাশা, উত্তর গোমতী হইতে এলাহাবাদ, পশ্চিম "টন" হইতে "বিলহারী," দক্ষিণ "বিলহারী" হইতে শোনহাটা। কাশী ক্ষেত্র পূর্ব্ব পশ্চিমে "দ্বি যোজন" ও উত্তর দক্ষিণে "অৰ্দ্ধ যোজন"। কাশীর দৈর্ঘ্য ৩ মাইল ও প্রস্থ ১ মাইল এবং পরিধি প্রায় ৬৫০ মাইল। পঞ্চক্রোশ ব্যাপী সনাতন জ্যোতিঃ লিঙ্গ, তন্মধ্যে হর গৌরী, এই জ্যোতিঃ লিঙ্গ বেষ্টিত করিয়া ছাপান্ন বিনায়ক, দ্বাদশ আদিত্য, নবগৌরী,

একাদশ রুদ্র, দশদিক পাল, নবগ্রহ, দশ অবতার, রামকৃষ্ণ, পঞ্চ প্রকৃতি, গৌরী আদি ষোড়শ মাতৃকা,-আর তীর্থাদি আছেন। কাশী গৌরী পীঠ—৫১ পীঠ মধ্যে পরিগণিত, সতীর দেহ বিষ্ণুর চক্রে খণ্ডিত হইলে অক্ষি এই স্থানে পতিত হয়, তজ্জন্য দেবী বিশালাক্ষী রূপে ও বিশ্বেশ্বর ভৈরব রূপে অবস্থান করেন। সমস্ত দেব, দেবী, সিদ্ধ যোগী স্ব স্ব নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পুরাকালে কেহ কাহারও লিঙ্গ স্থাপন করিতেন না; লিঙ্গের আকৃতি কিরূপ তাহাও কেহ জানিতেন না; অবিমুক্তেশ্বর সকলের আদি লিঙ্গ। সমস্ত জগৎ বিশ্বেশ্বরের পূজা করিয়া থাকে, বিশ্বকর্ত্তা সেই বিশ্বেশ্বর স্বয়ং মুক্তি প্রদায়ক অবিমুক্তে-শ্বরের লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন।

পূর্ব্বে বারাণসী সহরের মধ্যস্থলে ১০০ ফিট উচ্চ মহে-শ্বরের একটি তাম্র মূর্ত্তি শোভা পাইত, সে মূর্ত্তি জীবন্ত বলিয়া বোধ হইত। পরিব্রাজক হুয়েনসাং চীন দেশ হইতে ৬৩০ খ্রীঃ ভারতবর্ষে আসিয়া ১৫ বৎসর ছিলেন। তিনি ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া ছিলেন। ইহা কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল ও কিরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল তাহা জানা যায় না।

কাশীতে সমস্ত দেব দেবী নানা স্থানে অবস্থান করিতেছেন ও তীর্থাদি বিদ্যমান রহিয়াছে ; সে সমস্ত দর্শন করা ও তাঁহাদের বিধিমত পূজাদি এবং তর্পনাদি করা বিধেয়। মণিকর্ণিকা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিকে (উত্তর মানস যাত্রা) মণিকর্ণিকা, চক্রতীর্থ, মণিকর্ণিকেশ্বর, জ্যোতিঃ রূপেশ্বর, অমৃতেশ্বর, তারকেশ্বর, গৌতমেশ্বর, অহল্যোঙ্কারেশ্বর, মহেশ্বর, মহাশ্মশান, ব্রহ্মানল, ব্রহ্মানলেশ্বর, স্বর্গদ্বারেশ্বর, পুলহেশ্বর, পুলস্তেশ্বর, পিতামহেশ্বর (শীতলা গলি), ব্রহ্মেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর (২য় খোদাই চৌকীতে), ভার ভূতেশ্বর (২য় কাশীপুরায়) মার্কণ্ডেয়েশ্বর, দত্তাত্রেয় ; সিদ্ধি বিনায়ক ; সঙ্কটা দেবী, বীরেশ্বর অঙ্গারকেশ্বর, অঙ্গারক কূপ, অগ্নীশ্বর, বাস্থকীশ্বর, পর্ব্বতেশ্বর, বিঘ্নেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, চন্দ্রকূপ, যমেশ্বর, যমাদিত্য, যমতীর্থ, কালেশ্বর, বুধেশ্বর (২য় বিশ্বেশ্বর মন্দিরে), বৃহস্পতীশ্বর, সিদ্ধ যোগেশ্বরী পীঠ, কদমেশ্বর, হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, সীমা বিনায়ক, সোম বিনায়ক, বশিষ্ঠ, বামদেব, উপশান্ত শিব, উপশান কূপ, নাগেশ্বর (ঘোষলা ঘাটে) ; পঞ্চ গঙ্গেশ্বর, কাঞ্চীতীর্থ, গভস্তীশ্বর, মঙ্গলা গৌরী, ময়ূখাদিত্য, ভগীরথেশ্বর, বিন্দুমাধব, ত্রৈলঙ্গেশ্বর, লছমন বাবা ; গোপ্রেক্ষেশ্বর, গোপ্রেক্ষ কূপ ;

পিপ্পলেশ্বর, পিপ্পলতীর্থ, কাম কূপ, কামেশ্বর (বা দুর্ব্বাসেশ্বর) ত্রিলোচন (ত্রিবিষ্টব), বারাণসী দেবী, পার্ব্বতীশ্বর, হিরণ্য-শ্বর, মহাদেব ; প্রণবেশ্বর, মৎস্যোদরী তীর্থ ; পাপ ভক্ষেশ্বর, কাল ভৈরব, কপাল মোচন তীর্থ, কাল মাধব, নবগ্রহেশ্বর, দণ্ডপাণি, মহাকালেশ্বর ; বৃদ্ধ কালেশ্বর, কালোদক কূপ, অবন্তী তীর্থ (দ্বারা নগর) ; কৃত্তিবাসেশ্বর, রত্নেশ্বর, সতীশ্বর, অগ্নিজিহ্বা, কালেশ্বর হংস তীর্থ ; [অমৃত কুণ্ড ; ধন্বন্তরী কূপ, ঋণ মোচন, পাপ মোচন, তরণী বা হত্যা হরণী, বৈতরণী (পঞ্চ পুষ্করিণী), কুলস্তম্ভ, লাট ভৈরব, লাট ভৈরবে ; গুহ, গঙ্গা, যাগেশ্বর (উসন গঞ্জ) ; গণেশ, মন্দাকিণী, স্কন্দ মাতা, বাগীশ্বরী (নাগ কূয়ার কিছুদূরে অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত) ; ভূত ভৈরব, কাশীদেবী (২য় ললিতা ঘাটে), জ্যেষ্ঠা গৌরী, জ্যেষ্ঠেশ্বর, পঞ্চচূড়া হ্রদ, জৈগীষব্যেশ্বর, জৈগীষব্য গুহা, আষাঢ়ীশ্বর, নিবাসেশ্বর, ঘণ্টকর্ণা, ব্যাস কূপ, সপ্ত সাগর তীর্থ জ্যেষ্ঠগণ পতি, ব্যাঘ্রেশ্বর,-কাশীপুরা ; কন্দুকেশ্বর ;] ব্রহ্মেশ্বর, সিদ্ধিমাতা, (বুলানালা) চিত্রঘণ্টা (লক্ষ্মী চৌতারা) ; পরশুরামেশ্বর, পরশুরাম তীর্থ (নন্দন সা মহল্লায়) পশুপতী-শ্বর (নন্দন সাও মহল্লা, পশুপতি গলি) ; চিত্রগুপ্তেশ্বর

(ময়ূর হট্টায়) করণঘাট তীর্থ, লাঙ্গলেশ্বর, পঞ্চপাণ্ডব (খোয়া বাজার), অবিমুক্তেশ্বর, তারকেশ্বর (জ্ঞানবাপীতে গুপ্ত, বিশ্বেশ্বর মন্দিরে নূতন প্রতিষ্ঠিত) অপসরেশ্বর (জ্ঞানবাপীতে গুপ্ত দণ্ডপানি মন্দিরের নিকট নূতন প্রতিষ্ঠিত) ; গঙ্গেশ্বর (জ্ঞানবাপীতে গুপ্ত,) নন্দীকেশ্বর, জ্ঞানেশ্বর, জ্ঞানবাপী, পঞ্চ বিনায়ক, বিশ্বেশ্বর।

কাশীর পশ্চিম দিকে (পশ্চিম মানস যাত্রা)-দশাশ্বমেধ ঘাট, দশাশ্বমেধেশ্বর, শূলটঙ্কেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, প্রয়াগেশ্বর, প্রয়াগ মাধব, নিগড়ভঞ্জন, বরাহেশ্বর, শীতলাদেবী, বন্দীদেবী, পাতালেশ্বর, পুস্পদন্তেশ্বর, গরুড়েশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, অগস্ত্যেশ্বর, লোপমুদ্রা, (অগস্ত্য কুণ্ডে), কশ্যপেশ্বর, আঙ্গিরসেশ্বর, হরিকেশব, বিমলাদিত্য (জঙ্গমবাড়ী), ধ্রুবেশ্বর (মিছির-পোকরা), গোকর্ণেশ্বর (খোদাই চৌকী), সূর্য্যকুণ্ড, সম্বাদিত্য (সূর্য্যকুণ্ডে), লক্ষ্মীকুণ্ড, লক্ষ্মণ দেবী, মহালক্ষ্মী, রামকুণ্ড, রামেশ্বর, লবেশ্বর, কুশেশ্বর, বটুতীর্থ, বটুক ভৈরব, কামাখ্যা দেবী, বিন্দুবাসিনী পতঙ্গা দেবী, বৈদ্যনাথ, শঙ্কুতীর্থ, শঙ্কুকর্ণ, মহাদেব।

কাশীর দক্ষিণ দিকে (দক্ষিণ মানস যাত্রা)-গৌরীকুণ্ড,

কেদার ঘাট, চক্রতীর্থ আদি মণিকর্ণিকা, কেদারেশ্বর, মহাশ্মশান, শ্মশানেশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, চিন্তামণি গণেশ, ছোট হনুমান, বড় হনুমান, লোলার্ক তীর্থ, লোলার্কেশ্বর, লোলার্কাদিত্য, গঙ্গাসাগর, ত্রিবিক্রম, অমরেশ্বর, পরাশরেশ্বর, অর্ক বিনায়ক, অসি সঙ্গম, অসিমাধব, সঙ্গমেশ্বর, জগন্নাথ জীউ, পুষ্কর তীর্থ কুরুক্ষেত্র তীর্থ, পরশুরামেশ্বর, দুর্গাকুণ্ড, দুর্গাবিনায়ক, দুর্গাদেবী, ভদ্রকালী, কুক্কুটেশ্বর, মহামায়া, রেণুকা, তিল ভাণ্ডেশ্বর।

দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে মণিকর্ণিকার মধ্যে ললিতা দেবী, গঙ্গাকেশব, করণেশ্বর, ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, ব্রহ্মদারেশ্বর, কাশীদেবী (ললিতা ঘাটে); বিশালাক্ষী, বিশ্বভুজা ধর্ম্মেশ্বর, ধর্ম্মকূপ, সাক্ষীবিনায়ক, বৃদ্ধাদিত্য, আশা বিনায়ক, মনপ্রকামেশ্বর, জরাসন্ধেশ্বর (গুপ্ত), ত্রিপুরা ভৈরবী (মীরঘাটে); সেতুবন্ধ রামেশ্বর অযোধ্যা তীর্থ, সোমেশ্বর বা সোমনাথ, দালভ্যেশ্বর (মানমন্দির)।

—:*:—

পঞ্চ তীর্থ যাত্রা।

১। অসিসঙ্গম-পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে মাঠ, পূর্ব্বে গঙ্গা

গঙ্গার পূর্ব্বতীরে ব্যাসকাশী, তথায় ব্যাসেশ্বর শিব ও ব্যাসের মূর্ত্তি আছে ; ব্যাসকাশী, কাশী নরেশের রাজধানী রামনগর। অসিতে লাহোর নিবাসী রাজা রণজিত সিংহের পুরোহিত বল্লামেদুরের এক বাড়ী ও বাগান আছে। তুলসীদাসের ঘাট, ঘাটের উপর ছোট মন্দিরে তুলসীদাসের পাদুকা আছে, অসি মাধব, সঙ্গমেশ্বর শিব, জগন্নাথ জীউ এর মন্দির ও মূর্ত্তি, গঙ্গাসাগর, ত্রিবিক্রম, লোলার্ক তীর্থ, লোলার্কেশ্বর লোলার্ক কুণ্ড পরাশরেশ্বর, ভদ্রেশ্বর আছেন (অসি সঙ্গম, ভদাইনি)।

২। দশাশ্বমেধ ঘাট (গোদাবরী সঙ্গম, রুদ্র সরোবর) ছদ্মবেশী ব্রহ্মার প্রার্থনায় কাশীর রাজা দিবোদাস দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ আয়োজন করিয়া সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন এজন্য ইহা দশাশ্বমেধ বলিয়া অভিহিত। দক্ষিণে শূলটঙ্কেশ্বর, পূর্ব্ব গঙ্গার পরপার, উত্তরে সোমেশ্বর পশ্চিম অগস্ত্য কুণ্ড। প্রয়াগ-তীর্থ।

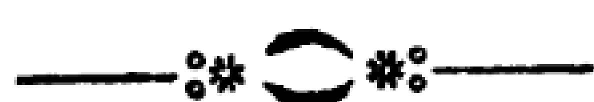
৩। পাদোদক তীর্থ (বরণা সঙ্গম) মন্দার পর্ব্বত হইতে ফিরিয়া বিষ্ণু এই স্থানে পদধৌত করিয়াছিলেন। এখানে পাদোদক তীর্থ, আদিকেশব, শৈলেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, বামন, কেশবাদিত্য, বরুণেশ্বর খর্ব্ব বিনায়ক, বশিষ্ঠেশ্বর, ক্রতীশ্বর

আছেন।

৪। পঞ্চগঙ্গা (ধর্ম্মনদ, পঞ্চনদ, বিন্দুতীর্থ) ছদ্মবেশী ধর্ম্ম বেদশিরা ঋষির কন্যা ধূতপাপাকে গোপনে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করায় ধুতপাপা তাঁহাকে নদ হইবার জন্য এবং ধর্ম্ম ধূতপাপাকে শিলা হইবার জন্য অভিশাপ দিয়াছিলেন। পিতার দয়ায় ধূতপাপা চন্দ্রকান্ত শিলা হইয়া চন্দ্র কিরণে দ্রব হইয়া ধর্ম্মনদে মিলিত হন। সূর্য্যদেব গভস্তীশ্বর ও মঙ্গলা গৌরীর তপস্যা কালে তাপে তাপিত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত হইলে ঘর্ম্ম কিরণনদী হইয়া ধর্ম্মনদে মিলিত হয়। ভগীরথ গঙ্গা দেবীকে আনয়ন করিলে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই স্থানে মিলিত হইয়াছেন। ধূতপাপা, কিরণ, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হইয়া পঞ্চগঙ্গা। এই স্থান কাঞ্চী তীর্থ। গভস্তীশ্বর, মঙ্গলা গৌরী, ময়ূখাদিত্য, বিন্দুমাধব ও অন্যান্য দেব দেবী আছেন; লছমন বাবা ও ত্রৈলঙ্গ স্বামীর স্বহস্ত স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত শিব ত্রৈলঙ্গেশ্বর আছেন।

৫। মণিকর্ণিকা গঙ্গার মধ্য স্থল, হরিশ্চন্দ্রের মণ্ডপ, গঙ্গা কেশব স্বর্গদ্বারের মধ্যস্থিত সমস্ত স্থান মণিকর্ণিকা; স্বর্গদ্বারের পূর্ব্বভাগে ও সুর তরঙ্গিণীর পশ্চিম ভাগে অবস্থিত মণিকর্ণিকা। মুক্তি লক্ষ্মীর মহা পীঠের মণি স্বরূপ ও তাঁহার

চরণের কর্ণিকা স্বরূপ, এজন্য ইহা মণিকর্ণিকা। স্বর্গদ্বার, স্বর্গভূমি ও মণিকর্ণিকাই মোক্ষভূমি, সুতরাং স্বর্গ ও অপবর্গ এই স্থান ভিন্ন নীচে বা উপরে আর কোথাও নাই। মহেশ্বর কাশীতে মণিকর্ণিকায় মৃত ব্যক্তির মুক্তি প্রার্থনা করিয়া রাম চন্দ্রের নিকট হইতে এই ক্ষেত্রের যে কোন স্থানে মৃত জীবের মুক্তি পাইবার বর পাইয়াছিলেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীর সহিত আপনাকে এই স্থানে বিক্রয় করিয়াছিলেন। এই তীর্থ সত্য যুগেও বর্ত্তমান ছিলেন। কাশীতে আসিয়া এই স্থানে প্রথমেই স্নান, পূজা, তর্পনাদি করিতে হয়। ইহা ভদ্রপীঠ।



পঞ্চ-ক্রোশী বা কাশী পরিক্রমা।

পঞ্চক্রোশী কাশীকে পরিক্রম করিলে সকল পাপ খণ্ডন হয়; পরিক্রমে তিল মাত্র স্থান পরিত্যাগ করা উচিত নহে। স্থানে স্থানে পূজা স্নান শ্রাদ্ধ তর্পনাদির বিধি আছে। পঞ্চ ক্রোশী নয়দিনে, সাতদিনে, পাঁচদিনে, ত্রিরাত্রে, দ্বিরাত্রে ও একরাত্রে হইয়া থাকে। যখন ইচ্ছা পঞ্চক্রোশী হয়, অধিকাংশ ব্যক্তিগণ ফাল্গুণের শুক্ল একাদশীতে আরম্ভ করিয়া থাকেন। মাঘাদি চতুর্ম্মাসে পঞ্চ ক্রোশীর ফলাধিক্য। মুক্তি মণ্ডপে পঞ্চ ক্রোশীর সঙ্কল্প করিয়া সকল দেব দেবীগণের মানস পূজা করতঃ সিদ্ধবিনায়ক ও বিশ্বেশ্বরকে পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া

মৌনী হইয়া পঞ্চক্রোশী করিতে হয়। অন্য তীর্থের বা জন্মান্তরের পাপ কাশী দর্শনেই খণ্ডন হয়; কাশীকৃত পাপ পঞ্চক্রোশী দ্বারা বিনষ্ট হয়। পঞ্চক্রোশীতে যে পাপ হয় তাহা নগর ভ্রমণে বিনষ্ট হয়। নগর ভ্রমণের পাপ অন্তর্গ্রহে মুক্ত হয়। অন্তর্গৃহে কৃত পাপ মণিকর্ণিকা স্নানে পরিত্যাগ করে। মণিকর্ণিকায় পাপ করিলে বজ্র তুল্য হয়।

নয় দিবসের পঞ্চক্রোশী—১ম দিবস মণিকর্ণিকায় স্নান তর্পনাদি পরে জ্ঞানবাপীতে আসিয়া ঢুণ্ঢি গনেশ, বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা ও অপরাপর দেব দেবীর পূজা করিয়া পুনরায় মণিকর্ণিকায় স্নান পূজাদি। নৌকারোহণে মধ্য গঙ্গা দিয়া অথবা তীরে তীরে তীরস্থ দেব দেবী গণের পূজা করিতে করিতে অসি সঙ্গম; তথা স্নান ও দুর্গাকুণ্ড তীরে বাস। ২য় দিবস—দুর্গা দেবীর পূজাদি করিয়া কদম্বেশ্বর (কর্দ্দমেশ্বর), তথায় স্থিতি। ৩য় দিবস—কদম্বেশ্বর হইতে লেঙ্গুটিয়া হনুমান তিন ক্রোশ। ৪র্থ দিবস—লেঙ্গুটিয়া হনুমান হইতে ৩ ক্রোশ ভীমচণ্ডী। ৫ম দিবস—ভীমচণ্ডী হইতে ৩ ক্রোশ সিন্ধুসাগর। ৬ষ্ঠ দিবস—সিন্ধুসাগর হইতে ৪ ক্রোশ রামেশ্বর, বরণা ঘাট। ৭ম দিবস—রামেশ্বর হইতে ৩ ক্রোশ শিবপুর। ৮ম দিবস শিবপুর হইতে ৪ ক্রোশ সারঙ্গ তলাও। ৯ম দিবস—সারঙ্গ তলা হইতে কপিলধারা। ১০ম দিবসে—কাশী প্রবেশ।

সাত দিবসে পঞ্চক্রোশী— ১। মণিকর্ণিকা হইতে দুর্গাকুণ্ড ২। কদম্বেশ্বর। ৩—ভীমচণ্ডী। ৪—বরণায় রামেশ্বর। ৫—শিবপুর। ৬—সাগর তলাও। ৭—কপিলধারা। ৮ম দিবসে—কাশী। পাঁচ দিবসে পঞ্চক্রোশী—১—মণিকর্ণিকা হইতে ৩ ক্রোশ কদমেশ্বর। ২—তথা হইতে ৬ ক্রোশ ভীমচণ্ডী। ৩—ভীমচণ্ডী হইতে ৭ ক্রোশ রামেশ্বর। ৪—রামেশ্বর হইতে ৭ ক্রোশ সারঙ্গ তলাও। ৫—তথা হইতে ৬ ক্রোশ কপিল-ধারা। ৬ষ্ঠ দিবসে কাশী প্রবেশ।

পঞ্চক্রোশী পথে দেব দেবী তীর্থ—মণিকর্ণিকায় চক্রতীর্থ মণিকর্ণিকেশ্বর, সিদ্ধিবিনায়ক; ললিতা দেবী, সাক্ষীবিনায়ক, করুণেশ্বর; সেতুবন্ধ, রামেশ্বর (অযোধ্যা তীর্থ), সোমেশ্বর দালভ্যেশ্বর; বিশালাক্ষী, বিশ্বভুজা, ধর্ম্মেশ্বর, জরাসন্ধেশ্বর, প্রয়াগ ঘাটে—প্রয়াগেশ্বর, প্রয়াগ মাধব, বরাহেশ্বর। দশাশ্বমেধ ঘাটে—শূলটঙ্কেশ্বর, দশাশ্বমেধেশ্বর, বন্দীদেবী, শীতলা দেবী। চৌষট্টি ঘাটে—চৌষট্টি যোগিনী। পাঁড়ে ঘাটে—সর্ব্বেশ্বর, নারদ ঘাটে—নারদেশ্বর। গৌরাঙ্গ ঘাটে—চিত্রাঙ্গদেশ্বর। বাঙ্গালী ঘাটায়—কেদারেশ্বর, গৌরী কুণ্ড। হনুমান ঘাটে—হনুমান, হনুমদীশ্বর। ভদইণী–লোলার্ক, অর্কবিনায়ক, অমরেশ্বর, ত্রিবিক্রম, গঙ্গাসাগর। অসি-সঙ্গম—সঙ্গমেশ্বর, অসিমাধব। দুর্গাকুণ্ড, দুর্গা দেবী, নবদুর্গা, দুর্গা বিনায়ক,

কদম্বেশ্বর, কর্দ্দমেশ্বর, কর্দ্দমতীর্থ; সোমনাথ, নীলকণ্ঠ, মোক্ষেশ্বর, বীর ভদ্রেশ্বর চামুণ্ডা, বিকটাক্ষ দুর্গা; গৌরী গ্রামে—যজ্ঞেশ্বর, জ্ঞানেশ্বর, গন্ধর্ব্ব সাগর, ভীমচণ্ডী, চণ্ড বিনায়ক, মহা ভীম; ভূতনাথ, সিন্ধুসাগর পুষ্করিণী; কপর্দ্দীশ্বর রামেশ্বর; বোসাগ্রামে গণেশ্বর; বীরভদ্র, দেহলী বিনায়ক (চৌখণ্ডী) উৎকলেশ্বর (ভূইলী); রামেশ্বর, বরণা ঘাট; শিবপুরে পাশপাণি বিনায়ক, চণ্ড্রীশ্বর, বনদুর্গা; পৃথ্বীশ্বর, সার্ব্বভূমেশ্বর, (খাজুরী); যূপ সরোবর—সারঙ্গ তলাও, দশাবতারের ঝাঁকি অর্থাৎ মনুষ্য দ্বারা নাট বিদ্যাতে সদৃশ মূর্ত্তি করিয়া প্রদর্শনাদি; কপিলেশ্বর, কপিলধারা তীর্থ (শিবগয়া) কপিলধারা হ্রদ, বৃষধ্বজ, ছাগবক্ত্রেশ্বরী (গুপ্ত); জব বিনায়ক (কুটুয়াগ্রামে); বরণা সঙ্গম, পাদোদক তীর্থ, খর্ব্ব বিনায়ক আদিকেশব, সঙ্গমেশ্বর, শৈলেশ্বর (মরিয়া ঘাট); প্রহ্লাদেশ্বর বা নৃসিংহদেব (প্রলাদ ঘাটে); ত্রিলোচন, পিপ্পল তীর্থ (সরস্বতী, যমুনা, নর্ম্মদা, গঙ্গা) (ত্রিলোচন ঘাটে) গোপ্রেক্ষেশ্বর (গায় ঘাটে); কাঞ্চী তীর্থ, বিন্দুমাধব (পঞ্চ গঙ্গা) নাগেশ্বর (ভোসলা ঘাটে); বশিষ্ঠ, বামদেব, পর্ব্বতেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর (সঙ্কটা ঘাটে); মণিকর্ণিকা; তথা হইতে বিশ্বেশ্বর।

পঞ্চক্রোশী কাশীর সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া নাটোর রাণী রাণীভবানী ৪০ মাইল পথ, পথ পার্শ্বে কূপ ও চটি নির্ম্মাণ

করিয়া দিয়াছেন।



ছাপান্ন বিনায়কঃ— } ঢুণ্ডিরাজ গণপতি ৫৬ প্রকার রূপ ও নাম ধারণ করিয়া সাতটী আবরণ দ্বারা কাশী ধামকে রক্ষা করিতেছেনঃ—

১ম। অর্ক (ভদইনি), দুর্গ (দুর্গাকুণ্ড), ভীমচণ্ড (ভীম চণ্ডী), দেহলী (চৌখণ্ডী), উদ্দণ্ড (ভূইলি), পাশপাণি (সদর বাজার), খর্ব্ব (বরণা), সিদ্ধি (মণিকর্ণিকা)

২য়। লম্বোদর (ললিতা ঘাট), কূটদন্ত, শালকটঙ্কট (মড়ুয়াডি), কুষমাণ্ড (ফুলারিয়া), মুণ্ড (ত্রিলোচন ঘাট) বিকটদ্বিজ (নাটি ইমলি), রাজপুত্র (ত্রিলোচন ঘাট), প্রণব।

৩য়। বক্রতুণ্ড, একদন্তক, (পুষ্পদন্তেশ্বর নিকট) ত্রিমুখ (সিকরা), পঞ্চমুখ (পিশাচ মোচন), হেরম্ব (পিশাচ মোচন), বিঘ্নরাজ (নাটি ইমলি), বরদ (প্রহ্লাদ ঘাট), মোদক প্রিয় (ত্রিলোচন)

৪র্থ। অভয়দ (দশাশ্বমেধ ঘাট), সিংহতুণ্ড (দশাশ্বমেধ) কূণিতাক্ষ (লক্ষীকুণ্ড) ক্ষিপ্র প্রসাদন (পিতৃকুণ্ড) চিন্তামণি (ঈশ্বর গঙ্গা) দন্তহস্ত (বড় গণেশ), পিচিণ্ডিল (প্রহ্লাদ ঘাট), উদ্দণ্ডমুণ্ড (ত্রিলোচন)

৫ম। স্থূল দন্ত (মানমন্দির), কলিপ্রিয় (মন প্রকামেশ্বর), চতুর্দ্দন্ত (ধ্রুবেশ্বর), দ্বিমুখ (সূর্য্যকুণ্ড), জ্যেষ্ঠ, (জেষ্ঠেশ্বর) রাজ (রাজদরজা), কাল (রামঘাট), নাগেশ (গোসলা-ঘাট),

৬ষ্ঠ। মণিকর্ণ (মণিকর্ণিকা), আশা (মীরঘাট), সৃষ্টি (কালিকা গলি), যক্ষ (ঢুণ্ঢিরাজের নিকট) গজকর্ণ (কোতাল পুরা) চিত্রঘণ্ট (চক চাদনী), স্থূল জঙ্ঘ (মঙ্গলা), মঙ্গল (বীরেশ্বর)

৭ম। মোদ, প্রমোদ, দুর্ম্মুখ, সুমুখ, গণাধ্যক্ষ (জ্ঞান-বাপী), জ্ঞান, দ্বার, অবিমুক্ত (অবিমুক্তেশ্বরের নিকট)

চৈত্র মাস শুক্লা তৃতীয়ায় সাক্ষিবিনায়কের যাত্রা—মীরঘাট মঙ্গলবার চতুর্থীতে ঢুণ্ঢি বিনায়কের পূজা ইঁহার জন্মদিন; মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে বাৎসরিক যাত্রা।

মাঘ মাসে রবিবারে বক্রতুণ্ড গণপতির যাত্রা—বড় গণেশ মহল্লায়। রবিবারে অর্ক বিনায়কের যাত্রা—হনুমান ঘাটে। জৈষ্ঠ মাসে শুক্লা চতুর্দ্দশীতে জ্যেষ্ঠা গণপতির যাত্রা-কাশীপুরা।

—:*:—

দ্বাদশাদিত্যঃ— (১) কেশবাদিত্য—বুরণা, পাদোদক-তীর্থে মাঘ মাসের রবিবারে মাকরী সপ্তমীতে পূজা।

(২) উত্তরার্ক, অর্ককুণ্ড—আলাইপুরা, কাশীর উত্তরাংশে

পৌষ মাসে রবিবারে যাত্রা।

(৩) অরুণাদিত্য—ত্রিলোচন মন্দিরে

(৪) খখোল্লাদিত্য বা বিনতাদিত্য—কামেশ্বর মন্দিরে

(৫) ময়ূখাদিত্য—পঞ্চগঙ্গায়. রবিবারে।

(৬) যমাদিত্য—সঙ্কটার নিকট

(৭) গঙ্গাদিত্য—ললিতা ঘাটে।

(৮) দ্রৌপদাদিত্য—বিশ্বেশ্বরের নিকটে।

(৯) বৃদ্ধাদিত্য—মীরঘাটে—রবিবারে

(১০) সাম্বাদিত্য (সাম্বকুণ্ড) } সূর্য্যকুণ্ডে মাঘ মাসে রবিবারে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সামকুণ্ডে স্নান; রবিবারে সূর্য্যোদয় পূর্ব্বে স্নান ও পূজা।

(১১) বিমলাদিত্য—জঙ্গমবাড়ী।

(১২) লোলার্ক—ভদইনি, অসি সঙ্গম—ভাদ্রমাসে শুক্লা ষষ্ঠি; অগ্রহায়ণ মাসে রবিবার ষষ্ঠী বা সপ্তমী। মাঘ মাসে শুক্লা সপ্তমী। রবিবার ষষ্ঠী।

নবগৌরী যাত্রা:—[১] জ্যেষ্ঠা গৌরী কাশীপুরা, ভূত ভৈরব—জৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমীতে রাত্রি জাগরণ করিয়া পূজা। [২] মুখনির্ম্মালিকা গোপ্রেক্ষ তীর্থে। [৩] শৃঙ্গার জ্ঞানবাপীতে গুপ্ত [৪] সৌভাগ্য, জ্ঞানবাপীতে গুপ্ত। [৫] বিশালাক্ষী মীরঘাটে, ভাদ্রমাস, কৃষ্ণা তৃতীয়া। [৬]

ললিতা দেবী—ললিতাঘাটে আশ্বিন মাস, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া। [৭] ভবানী দেবী, অন্নপূর্ণা। [৮] মঙ্গলা গৌরী, পঞ্চগঙ্গায় চৈত্র মাস, শুক্লা তৃতীয়া। [৯] মহালক্ষ্মী—লক্ষ্মীকুণ্ড ভাদ্র মাস, কৃষ্ণা অষ্টমী, রাত্রিতে; আশ্বিন মাস মহাষ্টমী।

একাদশ রুদ্রঃ—(১) মদালসেশ্বর (কালিকা গলি) (২) প্রতীকামেশ্বর, (৩) মন প্রকামেশ্বর (সাক্ষী বিনায়কের নিকট, মীরঘাট) (৪) লাঙ্গুলেশ্বর (খোয়া বাজার) (৫) নকুলীশ্বর (অক্ষয় বটের নিকট) (৬) ভার ভূতেশ্বর (রাজা দরজা) (৭) উর্ব্বশীশ্বর (উসন গঞ্জ) (৮) জাগেশ্বর (৯) অগ্নিধ্রে কুণ্ড (ঈশ্বর গঙ্গা) (১০) ত্রিপুরান্তকেশ্বর (সিকরা) বিলপর্ণেশ্বর (দুর্গাকুণ্ড)।

অন্তর্গৃহঃ—বিশ্বেশ্বরের অন্তর্গৃহ ও কেদারেশ্বরের অন্তর্গৃহ এই দুই অন্তর্গৃহের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে যে স্থান তাহা অত্যন্ত ফলদায়ক। পূর্ব্বে মণিকর্ণিকেশ্বর, দক্ষিণে ব্রহ্মেশ্বর (প্রয়াগ ঘাট), পশ্চিমে গোকর্ণেশ্বর (খোদাই চৌকী), উত্তরে ভার ভূতেশ্বর (রাজার দরজা) এই সীমায় বিশ্বেশ্বরের অন্তর্গৃহ। পূর্ব্বে গঙ্গা, দক্ষিণে লোলার্কেশ্বর (ভদইনি), পশ্চিমে বৈদ্যনাথ (কামাখ্যা), উত্তরে শূলটঙ্কেশ্বর—এই সীমায় কেদারেশ্বরের অন্তর্গৃহ।

গঙ্গাতট:—বর্ত্তমানকালে আনন্দকাননের আনন্দের অবশিষ্ট অংশে কাশীর গঙ্গাতট। পূর্ব্ব দক্ষিণ মুখে সমুদ্র যাইবার পথ হইতে উত্তর মুখে ফিরিয়া ঠিক অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে বারাণসীর পাদদেশ ধৌত করিতে করিতে গঙ্গা আপন গন্তব্যাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই আবর্ত্তনের জন্য কাশীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অতুলনীয় ও অনির্ব্বচনীয় অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি গঙ্গার পশ্চিম তীরে উন্নত মন্দির ও সৌধ শ্রেণী এবং উচ্চ তট হইতে গঙ্গাগর্ভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানাবলী সমস্ত সহরটীকে মনোরম প্রতিমার ন্যায় করিয়া রাখিয়াছে। স্নান পূজা নিত্যকর্ম্মাদির জন্য, পারাপার ও ব্যবসায়ীদের জন্য নানা স্থানে ঘাট নির্ম্মিত আছে। এই সকল ঘাট, নির্ম্মাতা বা প্রতিষ্ঠিত দেবতার নামে প্রচলিত হইয়া থাকে। অসি সঙ্গম হইতে বরণা পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ঘাট সকল প্রচলিত হইয়াছে।

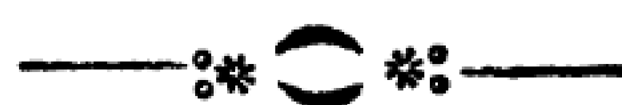
অসি সঙ্গম (পঞ্চ তীর্থের প্রথম)। ভদইনি। লালা ঘাট। রেওয়া মহারাজ। জগন্নাথ—জগন্নাথ জীউর মন্দিরাদি। তুলসী দাস—ঘাটের উপর ছোট মন্দিরে তুলসীদাসের পাদুকা আছে। পরেশনাথ। অক্রুর। বসরাজ মহারাজ। জলের কলের ঘাট। স্মরণা রাণী (বা জানকী) বৈদ্যনাথ। প্রভাদাস। নির্ব্বাণী। রায়সাহেব (বছরাজ)। শিবালয়—রাজা চেৎসিংহ

প্রতিষ্ঠিত। নেপালী। দণ্ডী। হনুমান—হনুমান হনুমদীশ্বর, অর্ক বিনায়ক আছেন। নির্জ্জলী। মিউনিসিপ্যালিটির নূতন ঘাট। হরিশ্চন্দ্র ঘাট (আদি মণিকর্ণিকা)। বিজয় নগর বিজয় নগরের রাজার বাড়ী, পার্শ্বে তাহেরপুর রাজ বাড়ী। বাঙ্গালী ঘাটা (কেদার ঘাট) কেদারেশ্বর। গৌরাঙ্গ (গড়েন) ধোবী ঘাট। চৌকা ঘাট, প্রস্তরের বৃষ ও সর্প। সোমেশ্বর (বা সদানন্দ)। মান সরোবর—মানসিংহ কৃত, পূর্ব্বে নিকটে মান সরোবর কুণ্ড ছিল; রাম লক্ষ্মণ মন্দির ও ইহার চারিদিকে অনেক মঠ আছে। নারদ নারদেশ্বর। পেশোয়া (রাজাঘাট) অমৃতরাও পেশোয়া তৈয়ারী। অন্নপূর্ণা— রাণী ভবাণীর তৈয়ারী, বাবুয়াপাঁড়ে ক্রয় করিয়াছে; রাঙ্গা-মাটিয়ার সত্র আছে। পাঁড়ে ঘাট—বটুক পাঁড়ে ও বাবুয়া-পাঁড়ের নাম অনুসারে। চৌষট্টি—চৌষট্টি যোগিণীর মহিষ মর্দ্দিনী মূর্ত্তি, যোগিনী পীঠ, পূর্ব্বদিকে যশোর রাজ প্রতাপা-দিত্য স্থাপিত কালী মূর্ত্তি; মধুসূদন সরস্বতী মঠ। রাণামহল উদয়পুর রাণার নির্ম্মিত, বার দুয়ারী প্রসাদ। দ্বারভাঙ্গা— শ্রীধর মুন্সী নির্ম্মিত, রাজ দ্বারভাঙ্গা খরিদ করিয়াছেন, বিশু-দ্ধানন্দ স্বামীর মঠ ও অন্ন-সত্র আছে। মুন্সী—শ্রীধর মুন্সী নির্ম্মিত, রাম মন্দির। অহল্যাবাঈ—অন্ন সত্র, মঠ। শীতলা—

শীতলা দেবী। দশাশ্বমেধ পঞ্চ তীর্থের দ্বিতীয় তীর্থ পুঁটিয়ার রাণী ভুবনময়ী গঙ্গার গর্ভ হইতে পাথরের সিঁড়ি দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন; ঘাটের উপর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও শিবলিঙ্গ আছে। প্রয়াগ—রাণী শরৎ কুমারীর প্রতিষ্ঠিত, রাম মন্দির আছে; রাণী ভুবন ময়ীর তৈয়ারী। ঘোড়া। মানমন্দির—মানসিংহের স্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁহার পুত্র রাজা জগৎ সিংহের নির্ম্মিত, কাশীর মানমন্দির আছে। বিশ্বেশ্বর। মীর—বারাণসীর ইজারদার ও বিচার কর্ত্তা মীর রুস্তম আলির নাম অনুসারে।

ললিতা—ললিতা দেবীর মন্দির। শ্মশান ঘাট—রাজা রাজ বল্লভ নির্ম্মিত, ব্রহ্মানল। মণিকর্ণিকা—পঞ্চ তীর্থের ৫ম তীর্থ। সিন্ধিয়া—বাইজী বাঈ তৈয়ারী বৃহৎ অট্টালিকা তৈয়ারী হইয়া পতিত হইয়া আছে। সঙ্কটা—ইন্দোর রাজ নির্ম্মিত। গঙ্গামহল—গোয়ালিয়র রাজ তৈয়ারী, বিষ্ণু মন্দির অন্ন সত্র আছে। গোসলা—নাগপুর রাজ তৈয়ারী, নাগেশ্বর লক্ষ্মী নারায়ণ, সত্র আছে। রামঘাট—রাম নবমীতে মেলা হয়। বাজীরাও,লক্ষ্মণবালা—পেশবা বাজীরাও এর নির্ম্মিত, বালাজী মূর্ত্তি আছে। বিন্দুমাধব—কাঞ্চী তীর্থ, পঞ্চ গঙ্গা, পঞ্চ তীর্থের ৪র্থ তীর্থ। গায়ঘাট—গোপ্রেক্ষেশ্বর, পশুপতি

মূর্ত্তি। ত্রিলোচন—নর্ম্মদা, যমুনা সরস্বতী গঙ্গা সঙ্গমে পিল-পিলা তীর্থ। প্রহ্লাদ—নৃসিংহ দেব মূর্ত্তি। রাজঘাট—রাজা বণারের দুর্গ ছিল ; ইহার নিকটে কাশী ষ্টেশন, ডফরিন ব্রিজ (রেলওয়ে), পণ্টুন সেতু। বরণা সঙ্গম পঞ্চ তীর্থের তৃতীয় তীর্থ।



(৬)

কাশী—দেব দেবী তীর্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

বিশ্বেশ্বর মহল্লার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুই ফটক ও মধ্যে গলি আছে। পশ্চিম ফটকের উত্তর দিকে ঢুণ্ডি বিনায়ক—প্রথমে ইহাঁর দর্শন পূজাদি করিয়া পরে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন। মহাদেব মন্দার পর্ব্বতে গমন করিবার সময়ে ধার্ম্মিক প্রবর মহাত্মা দিবোদাস তাঁহার নিকট হইতে কাশীর রাজ্য ভার পাইয়াছিলেন ; কিন্তু বিশ্বেশ্বর কাশী বিরহে কাতর হইয়া কাশীতে ফিরিবার মানসে কৌশলে পাপযুক্ত করিয়া দিবো-দাসকে রাজ্য হইতে অপসারণ করিবার জন্য একে একে সকল দেবতাকে পাঠাইয়াছিলেন সকলেই অকৃত কার্য্য হইয়া কাশীতে স্থিতি করেন। পরে গণপতি ঢুণ্ডিরাজ দিবোদাসকে রাজ্য ভার পরিত্যাগ করাইতে সমর্থ হন ও কাশীনাথ বিশ্বে-

শ্বরকে কাশীতে লইয়া আসেন। ঢুণ্ডিরাজ ব্যাসদেবকেও ছলনা করিয়াছিলেন। মাঘ মাস শুক্লা চতুর্থী বাৎসরিক যাত্রা ও মঙ্গলবার চতুর্থী ইঁহার জন্ম তিথি পূজা।

নৈমিষ্যারণ্য—বিশ্বনাথ গলি, ঢুণ্ডিরাজের নিকটে, ফাগুন মাস পূর্ণিমা।

অন্নপূর্ণা—মহেশ্বরী ভবানী, কাশীর অন্নপূর্ণা। ব্রহ্মাণ্ডের জীব জন্তু সকলকে অন্ন পরিবেশন করিয়া সকলের জীবন রক্ষা করিতেছেন। ভবাণী অন্ন দাত্রী; ব্যাসদেব উপবাস অনশনে ক্লেশ পাইতেছিলেন, ভবাণী অন্নদান করিয়া করিয়া তাঁহাকে তৃপ্ত করেন। শারদীয় উৎসবে মহা সমারোহ হইয়া থাকে; কালীপূজার পর অন্নকূট—অচিন্তনীয় বৃহৎ ব্যাপার; ইহা দর্শন না করিলে পাঠ করিয়া অনুভব করিতে পারা যায় না। আশ্বিন মাস ও চৈত্র মাসে দেবী পক্ষে মহাষ্টমীতে যাত্রা, ১০৮ বার দেবী প্রদক্ষিণ করিতে হয়।

শনৈশ্চর—বিশ্বনাথ মন্দিরের নিকট গলির দক্ষিণে নব-গ্রহের অন্তর্গত। শনিবারে যাত্রা।

বিশ্বেশ্বর—মহেশ্বর মন্দার পর্ব্বতে গমন কালে স্বয়ং অবিমুক্তেশ্বর নামে নিজ মূর্ত্তিময় শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন; অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ আদি লিঙ্গ। মুসলমান গণ ভারত অধিকার করিয়া কাশীর দেব মন্দিরাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিলে অবিমুক্তেশ্বর

জ্ঞানবাপীতে গুপ্ত হইয়াছিলেন। সে সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ভগবান শঙ্করাচার্য্য হিন্দু ধর্ম্ম-প্রভাব পুনরুদ্দীপিত করেন ও শিবলিঙ্গ বিশ্বেশ্বর প্রতিষ্ঠা করেন, পূর্ণ জ্যোতিঃ রূপে ভগবান বিশ্বনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল। ১৪শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের নারায়ণ ভট্ট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সম্রাট আরঙ্গেব বিশ্বেশ্বর মন্দির ধ্বংস করিয়া মসজিদ ও কবর নির্ম্মাণ করেন (১৬৫৯ খ্রীঃ)। বিশ্বেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির ইন্দোর রাণী হোলকার মহিষী অহল্যাবাঈ নির্ম্মাণ ও লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। চূড়া সমেত মন্দির ৫২ ফিট উচ্চ। বিশ্বেশ্বর কাশীর মূলাধার; অনাদি লিঙ্গ। এই মন্দিরে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

জ্ঞানবাপীঃ—ঈশান দিকের অধিপতি রুদ্র ঈশান অবিমুক্তক্ষেত্রে মহা লিঙ্গ দর্শন করেন ও তাঁহাকে সহস্র ধারায় স্নান করাইতে অভিলাষী হয়েন। তখন পৃথিবীতে অপ্ এর সৃষ্টি হয় নাই। ঈশান ত্রিশূলের দ্বারা মহালিঙ্গের দক্ষিণ ভাগস্থ ভূমি খনন করিয়া এক কুণ্ড প্রস্তুত করেন, সেই কুণ্ডের জলে সহস্রধার কলস পূর্ণ করতঃ ঈশান লিঙ্গকে স্নান করাইলে মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া ঈশানের প্রার্থনানুসারে শিব তীর্থ অর্থাৎ জ্ঞানদ তীর্থ নাম দিয়াছিলেন। জ্ঞানদ তীর্থ মহেশ্বরের অষ্টম মূর্ত্তির অন্যতম জল মূর্ত্তি; ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান

প্রদ। ইহার অপর নাম তারক তীর্থ, মোক্ষ তীর্থ। ইহা সত্য যুগেও বর্ত্তমান ছিল।

পুরাকালে মুকুন্দ ব্রহ্মচারী আপন মুষ্টির আঘাতে মৃত্তিকা খনন করিয়া স্বকীয় যোগবলে ভোগবতীকে পাতালপুরী হইতে উপরে আনয়ন করেন ও তাহার জলে মহালিঙ্গকে স্নান করাইয়াছিলেন মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া ঐ তীর্থের নাম জ্ঞানদ তীর্থ দিয়াছিলেন। জ্ঞানবাপীর উপরে ৪০টী পাথরের থামের উপর এক ছাদ আছে গোয়ালিয়র অধিপতি দৌলতরায় সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নী বৈজবাঈ ইহা নির্ম্মান করিয়া দিয়াছেন।

বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বর মন্দিরের উত্তরে জ্ঞানবাপী, জ্ঞানবাপীর পশ্চিমাংশে মুক্তি মণ্ডপ, পূর্ব্বে তারকেশ্বর, পূর্ব্বদিকে সম্মুখে নেপাল রাজ প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর নির্ম্মিত বৃষ প্রায় ৫ হাত উচ্চ; অক্ষয় বট। জ্ঞানবাপীর উত্তরে বিশ্বেশ্বরের আদি মন্দির—উহা আরঙ্গেব কর্ত্তৃক মসজিদে পরিণত।

জ্ঞানবাপীর ঈশান দিকে গঙ্গা দেবী ও গঙ্গেশ্বর, তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর, দণ্ডপাণি, মোক্ষেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, মহেশ্বর, বীরভদ্রেশ্বর অপ্সরেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর—এই সকল প্রাচীন লিঙ্গ জ্ঞানবাপীতে গুপ্ত হইয়াছেন।

কাশী করোট বা কাশী কর্কট কূপ—আদি বিশ্বেশ্বরের নিকট। ইহার নিকটে মরীচীশ্বর ও মরীচী-কূপ।

হিমালয় প্রদেশে দেবপ্রয়াগ ও রুদ্রপ্রয়াগের নিকটে গুপ্ত কাশী, গঙ্গা ও যমুনা গুপ্ত পথে আসিয়া এই স্থানে গঙ্গার ধারা উত্তর দিকে ও যমুনার ধারা পশ্চিমদিকে প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে এক মন্দিরে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা শোভা পাইতেছেন। মন্দিরের সম্মুখে এক কুণ্ড আছে; সেই কুণ্ডে গঙ্গার জল গোমুখ দিয়া ও যমুনার জল সিংহ মুখ দিয়া পতিত হইতেছে।

কেদারেশ্বর:—হিমালয় প্রদেশে ভীমগড়া নামক স্থান হইতে ৪ ক্রোশ দূরে কেদারনাথ পাহাড় আছে; পাহাড় ৪ ক্রোশ উচ্চ ও বরফাবৃত, ইহার নিকটে অলকানন্দ, মন্দাকিণী, দুধগঙ্গা, ক্ষীর গঙ্গা ও মধু বা মৌ গঙ্গা পঞ্চ গঙ্গা সঙ্গম ও হংসতীর্থ আছে; কেদারনাথের তেহারা মন্দির ও মহিষ আকৃতি। এই কেদারনাথের সহিত কেদারেশ্বরের এক যোগ, কেদারের বৃহৎ বাড়ীর মধ্য স্থলে পিণ্ডাকৃতি মূর্ত্তি; ভিতরে চিহ্ন ও সুড়ঙ্গ আছে; বশিষ্ঠ নামে একজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ বহুবার গৌরী কেদার যাইবার পরেও পুনরায় যাইবার অভিলাষী হইয়াছিলেন কিন্তু উদ্যম সত্বেও জরাভার বশতঃ যাইতে অপারক হওয়ায় ভক্তের আকাঙ্খা পূরণ জন্য হিমালয় হইতে কাশীতে আবির্ভাব; ইহা অনাদি লিঙ্গ।

হিমালয় গৌরী কেদারে হরপাপ হ্রদ আছে তাহা হংস তীর্থ, গৌরী কুণ্ড ও মনস্তীর্থ নামেও খ্যাত। এখানে গৌরী কুণ্ড বা হংস তীর্থ ও গঙ্গা আছেন। কেদার ঘাটের জল পান করিবারও বিশেষ বিধি আছে। কেদার ঘাট পূর্ব্বে বাঙ্গালী ঘাটা বলিয়া কথিত হইত। কেদারের অন্তর্গৃহে মৃত্যু হইলে ভৈরবী যাতনা ভোগ করিতে হয় না। কেদার মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে অন্নপূর্ণা, কার্ত্তিক, গণেশ, পার্ব্বতী, দক্ষিণ দিকে নারায়ণ; পশ্চিম দিকে লক্ষ্মী নারায়ণ ও কালী মূর্ত্তি, দক্ষিণ পার্শ্বে নারায়ণী। ঘাটের দক্ষিণাংশে নীলকণ্ঠেশ্বর, উত্তরে (গৌরাঙ্গ ঘাটে) চিত্রাঙ্গদেশ্বর, ক্ষেমেশ্বর, বায়ুকোণে—অম্বরিষেশ্বর, ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর, কালঞ্জরেশ্বর।

শ্রাবণ মাস, সোমবার কেদারের জন্ম। প্রতি সোমবারে কেদারের যাত্রা।

কেদার কাশীধামের জমিদার স্বরূপ। মন্দিরের বৃহৎ ঘণ্টা নেপাল রাজ প্রদত্ত; ইহার শব্দ ১ মাইলের অধিক শোনা যায়।

শ্মশানেশ্বর:—কেদার ঘাটের দক্ষিণে মহা শ্মশান-বাসী শিব। শিব অত্যন্ত উগ্র; মঞ্চের উপর ইহাঁর অবস্থিতি, মন্দির নাই, যদি কেহ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাহা স্থায়ী হয় না। এই স্থানে যোগাসনে বসিয়া কেহ স্থির থাকিতে

পারেন নাই কেহ যেন তাঁহাকে উঠাইয়া ফেলিয়া দিয়াছেন।

জগন্নাথ জীউঃ—অসি সঙ্গমে জগন্নাথ দেবের মন্দির। জগন্নাথ দেবের বাড়ী চারিভাগে বিভক্ত। বাড়ীর ভিতর পূর্ব্বদিকে রাধা কৃষ্ণ মূর্ত্তি, দক্ষিণদিকে নরসিংহ দেব পশ্চিমদিকে রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও জানকী পঞ্চ মূর্ত্তি। মধ্য স্থলে অসি সঙ্গম। ঘাটের উপর জগন্নাথ বলরাম, সুভদ্রা জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রা, স্নান যাত্রা ও ঝুলনে মহোৎসব হয়।

পুষ্কর ভাস্কর তীর্থ—জগন্নাথ দেবের পশ্চিমে; এই স্থানে রাণী ভবাণীর পুষ্করিণী।

লোলার্ক তীর্থ—ভদইনি, অসিঘাটী এই কুণ্ডের জল সময় সময় পরিবর্ত্তন হয়; ছয় ঋতুতে ছয় বর্ণ দেখা যায়। ভাদ্র মাসে শুক্লা ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণ মাসে ষষ্ঠী বা সপ্তমী যুক্ত রবিবারে এবং মাঘ মাসে শুক্লা সপ্তমী লোলার্ক যাত্রা।

সঙ্কটমোচন—হনুমান মন্দির। এই স্থানে তুলসীদাস রামায়ণ রচনা করেন।

দুর্গাবাড়ী, দুর্গাকুণ্ড—পুষ্করিণী। পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে দুর্গা বিনায়ক, দক্ষিণে—দুর্গা দেবীর বাড়ী, ইহাতে দশ ভূজার মূর্ত্তি। মন্দিরের পশ্চিম দিকে দক্ষিণ দ্বারে কালী মূর্ত্তি। রাজা ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন কর্ত্তৃক স্থাপিত। পুণ্যশীলা রাণী ভবাণী ১০১ চূড়া বিশিষ্ট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

শারদীয়া ও বাসন্তী পূজায় নবরাত্রি যাত্রা—দেবী পক্ষে শুক্লা প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত ; অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে মঙ্গলবারে পূজা।

[নবদুর্গা—শৈলপুত্রী (মড়িয়া ঘাট, বরণা), ব্রহ্মচারিণী (নন্দন সাহুর গলি), চিত্রঘণ্টা (লক্ষ্মী চৌতরা, গলির ভিতর), কুষ্মাণ্ডাখ্য—(দুর্গাকুণ্ডের কাছে), স্কন্দ মাতা (বাগেশ্বরী), কাত্যায়নী (সঙ্কটার নিকটে), কালরাত্রি (কালিকা গলি, বিশ্বনাথ মহল্লার নিকটে), মহা গৌরী (সঙ্কটা দেবী), সিদ্ধিমাতা (বুলানালা, সিদ্ধিমাতা গলি ; শারদীয়া ও বাসন্তী পূজায় দেবী পক্ষে শুক্লা প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত নবরাত্রি এক এক তিথিতে ক্রমান্বয়ে এক এক দেবীর যাত্রা] দুর্গাকুণ্ডের নিকটে "কুরুক্ষেত্র তলাও" রাণী ভবাণী নির্ম্মিত। শ্রাবণের প্রতি মঙ্গলবারে দুর্গা বাড়ীতে মেলা হয়। পূর্ব্বে দোল যাত্রার পরের মঙ্গল বারের রাত্রি ও বুধবার গঙ্গার উপর নৌকায় মেলা হইত। এই উৎসবকে এখন "বুড়োমঙ্গল" বলে।

কাশীতে কোথাও প্রাণী-বলির নিয়ম নাই ; কেবল দুর্গাবাড়ীতে ইহা প্রচলিত আছে।

দুর্গাবাড়ীর বৃহৎ ঘণ্টা নেপাল রাজ প্রদত্ত।

ভূকৈলাস,—মহারাজ জয় নারায়ণ ঘোষাল কর্ত্তৃক স্থাপিত

দেবালয়, ভেলুপুরা থানার নিকটে। এই স্থানে ১২টী মন্দির বেষ্টিত একটী মন্দির মধ্যে শ্বেত প্রস্তর ও কষ্ঠি প্রস্তর নির্ম্মিত যুগল মূর্ত্তি—গুরু শিষ্যের জীবন্ত প্রতিমা। এই স্থানের নাম গুরুধাম। তাঁহার স্থাপিত "করুণা নিধান" নামে রামকৃষ্ণ বিগ্রহ।

ভাস্করানন্দঃ—স্বামিজীর সমাধি স্থল। সাদা পাথরের মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি আছে। দুর্গাবাড়ীর নিকটে।

তিলভাণ্ডেশ্বরঃ—তিলভাণ্ড নামে পুরাকালে এক দণ্ডী ছিলেন; তিনি সর্ব্বদা মদমত্ত নামক শুঁড়ীর বাড়ী যাইতেন। মদমত্তের স্ত্রীর সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মে। এক দিন মদমত্তের অবর্ত্তমানে তিলভাণ্ড তাহার বাড়ীতে অবস্থান করিবার কালে মদমত্ত বাড়ী ফিরিয়া আসে ও তাহার স্ত্রী তিলভাণ্ডকে এক জালার মধ্যে লুকাইয়া রাখে। মদমত্ত সেই জালায় মদ ঢালিয়া আগুণে জাল দিতে থাকে তিলভাণ্ড এই মহা বিপদে পড়িয়া বিশ্বনাথকে স্মরণ করেন। মহেশ্বর ভ্রমর রূপে আসিয়া জালা মধ্যে তিলভাণ্ডকে শিবলিঙ্গ হইবার বর দিয়াছিলেন—অব্দে অব্দে এক তিল করিয়া লিঙ্গ উচ্চ হইবে। দণ্ডী তখন প্রকাণ্ড মূর্ত্তিতে শিবলিঙ্গ হইয়া উঠেন। এই মূর্ত্তি উচ্চে ৫ হাত প্রস্থে ১৩ হাত।

মানেশ্বর—তিলভাণ্ডেশ্বর পূর্ব্বে, মান সরোবরের নিকট;

মানসিংহ স্থাপিত। ইহার নিকটে রাম লক্ষ্মণের মন্দির।

শঙ্করাচার্য্য—বটুক ভৈরবের নিকট, মঠ ও প্রতিমূর্ত্তি।

কামাখ্যা দেবী—কামাখ্যায়; শ্রাবণ মাসে মঙ্গলবারে যাত্রা।

মহালক্ষ্মী—লক্ষ্মীকুণ্ডে, ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাষ্টমী, আশ্বিন মাসে মহাষ্টমীতে যাত্রা।

পিশাচ মোচন—প্রাচীন তীর্থ। ঘাটের কিয়দংশ মীরা বাঈ ও কিয়দংশ গোপাল দাস সাহুর তৈয়ারী। রাণী ভবাণীর পুষ্করিণী আছে।

দেহলী বিনায়ক—চৌখণ্ডিতে। অবিমুক্ত ক্ষেত্রের পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করিতেছেন।

পাশপাণি বিনায়ক—শিবপুরায়।

চণ্ডী, বনদুর্গা—শিবপুরা, পাশপাণির নিকটে, অষ্টমী ও নবমীতে যাত্রা।

বৃষভধ্বজ, ছাগবক্ত্রেশ্বরী (গুপ্ত) কপিলধারা, আশ্বিন মহাষ্টমীতে যাত্রা।

পাদোদক তীর্থ—
আদিকেশব— } বরণা সঙ্গমে। মন্দার পর্ব্বত হইতে ফিরিয়া বিষ্ণু এই স্থানে পদধৌত করিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসে, বামন দ্বাদশীতে যাত্রা।

রাণী ভবাণী আদিকেশবের ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠেশ্বর জ্যেষ্ঠা গৌরী—কাশীপুরা ; জৈষ্ঠ মাসে শুক্লা ষ্টমীতে যাত্রা। জৈগীষব্য গুহা—কাশীপুরা জৈষ্ঠ মাস শুক্লা চতুর্দ্দশীতে যাত্রা।

মৎস্যোদরী তীর্থঃ—মৎস্যোদরী অন্তর্ব্বাহী হইয়া গঙ্গায় ও গঙ্গা অন্তর্ব্বাহী হইয়া মৎস্যোদরীতে মিলিত হয়। যখন গঙ্গার জল বাড়িয়া মৎস্যোদরীর সহিত এক হইয়া যায় তখন কাশীধাম মৎস্যের মত দেখায়, এই জন্য ইহার নাম মৎস্যোদরী। মৎস্যোদরী, গঙ্গা ও বরণা মিলিত হয় ও কপিলধারায় কপিলেশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। মৎস্যোদরী তীর্থের নিকট তারতীর্থ আছে।

প্রণবেশ্বরঃ—ব্রহ্মার তপস্যা কালে এক পরম জ্যোতিঃর আবির্ভাব হইয়াছিল উহা পঞ্চায়তন অকার, উকার মকার নাদ ও বিন্দু সংজ্ঞক প্রণব স্বরূপ, নিত্য প্রকাশমান। অনাদি লিঙ্গ। মৎস্যোদরী তীর্থের নিকট। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মন্দিরাদি সম্পূর্ণ ধ্বংস পাইয়াছে।

কৃত্তিবাসেশ্বরঃ—মহিষাসুরের পুত্র গজাসুরের প্রার্থনায় মহাদেব তাহাকে বধ করিয়া তাহার কৃত্তি অর্থাৎ চর্ম্ম পরিধান করিয়া আছেন ; গজাসুর লিঙ্গরূপে পরিণত হইয়া কৃত্তিবাসেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছেন, ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

লিঙ্গ এই লিঙ্গের নিকটে **হংস তীর্থ**।

এই স্থানের নিকট মালতীশ্বর, জনকেশ্বর, শুষ্কোদরী দেবী অগ্নি জিহ্বা বেতাল, অসিতাঙ্গ ভৈরব আছেন। রত্নেশ্বর মন্দির আছে। রত্নেশ্বরের পূর্ব্বে দাক্ষায়ণীশ্বর।

কৃত্তিবাসেশ্বর সমস্ত লিঙ্গের মস্তক স্থানীয়, প্রণবেশ্বর (ওঙ্কারেশ্বর) শিখা স্বরূপ; ত্রিলোচন লোচনত্রয়; গোকর্ণেশ্বর ও ভার ভূতেশ্বর কর্ণদ্বয়; বিশ্বেশ্বর ও অবিমুক্তেশ্বর—দক্ষিণ হস্তদ্বয়; ধর্ম্মেশ্বর ও মণিকর্ণিকেশ্বর—বাম হস্তদ্বয়; কালেশ্বর ও কপর্দ্দীশ্বর— চরণ দ্বয়; জ্যেষ্ঠেশ্বর— নিতম্ব; মধ্যমেশ্বর—নাভি; মহাদেব কপর্দ্দ, শ্রুতীশ্বর—শিরোভূষা; চন্দ্রেশ্বর—হৃদয়; বীরেশ্বর—আত্মা; কেদারেশ্বর—লিঙ্গ; শুক্রেশ্বর—শুক্র। অন্যান্য লিঙ্গ নখ, লোম, শরীরের ভূষা স্বরূপ। আরংজেব ১৬৫৯ খ্রীঃ মন্দির চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।

ত্রিলোচন (ত্রিবিষ্টপেশ্বর)ঃ—কাশীতে বিরজা মহাপীঠ এইস্থানে। এইস্থানে মহাদেব সমাধিতে থাকা কালে পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতাল হইতে লিঙ্গের আবির্ভাব হয়। সেই লিঙ্গে থাকিয়া মহেশ্বর পার্ব্বতীকে তৃতীয় নেত্র প্রদান করেন এই জন্য এই লিঙ্গ ত্রিলোচন বলিয়া খ্যাত। ইহা অনাদি লিঙ্গ। নর্ম্মদা, সরস্বতী ও যমুনা এই লিঙ্গকে স্নান করাইতেছে; গঙ্গা তাহাদের সহিত মিলিত হওয়ায়

পিলপিলা নামে বিখ্যাত তীর্থ হইয়াছে। ত্রিলোচন মন্দিরের সীমায় কোটী লিঙ্গেশ্বর—২ হাত উচ্চ ; এরূপ গঠন যেন শত শত লিঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। এই স্থানে নর্ম্মদেশ্বর, সরস্বতীশ্বর, যমুনেশ্বর, দ্রোণেশ্বর বালখিল্যেশ্বর, অশ্বত্থামেশ্বর, পাদোদক কূপ।

ত্রিলোচন মন্দির পুণার নাথু বালা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বারাণসী দেবী—ত্রিলোচনের নিকট, রাজা বণার স্থাপিত।

বৃদ্ধ কালেশ্বর, কালোদক কূপঃ—কৃত্তিবাসেশ্বরের উত্তরে। নন্দীবর্দ্ধনের অধিপতি রাজা বৃদ্ধকাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, অনাদি সিদ্ধ লিঙ্গ। রাজা বৃদ্ধকাল তাঁহার পূর্ব্ব জন্মে শিব শর্ম্মা নামে মথুর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তীর্থ ভ্রমণে আসিয়া হরিদ্বারে প্রাণত্যাগ করেন। মন্দিরমধ্যে দক্ষেশ্বর লিঙ্গ আছে।

কাল ভৈরব, কপাল মোচনঃ—কাল ভৈরব কালরাজ, ভৈরব, আমর্দ্দক ও পাপভক্ষণ নামে খ্যাত। কাশীর উত্তরাংশে। কাশীক্ষেত্রে পাপকারীকে শাসন করিয়া থাকেন। অন্য ক্ষেত্রের পাপ কাশী দর্শনে বিনষ্ট হয় ; কাশীতে পাপ করিলে ভৈরব পাপকারীকে জাঁতাতে পেষণ করেন; পরে জ্ঞান প্রাপ্তে তাহার মুক্তির সম্ভাবনা থাকে। পুরাকালে

ব্রহ্মা অহঙ্কার বশতঃ মহেশ্বরকে অবজ্ঞা করিলে মহেশ্বরের ক্রোধ রুদ্র রূপে আবির্ভূত হয়েন; মহাদেবের আদেশে রুদ্র ব্রহ্মার পঞ্চমমুখ নখাঘাতে ছিন্ন করেন। ইহাতে ব্রহ্ম হত্যা পাপে লিপ্ত হওয়ায় তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য রুদ্র জগৎ পরিভ্রমণ করেন পরে কাশীতে আসিলে মুণ্ড তাঁহার হস্ত হইতে পতিত হয় ও রুদ্র ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পান। যে স্থানে মুণ্ড পতিত হয় সেই স্থান **কপাল মোচন তীর্থ।** মহেশ্বরের বরে রুদ্র তদবধি কাল ভৈরব রূপে কাশীক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া পাপ কারীকে শাস্তি বিধান করিতেছেন; মনুষ্য বুদ্ধিতে যে সমস্ত অশুভ কর্ম্ম সম্পাদিত হয় ভৈরব দর্শনে সে সকল বিনাশ পায়। সত্য যুগেও ভৈরব বর্ত্তমান ছিলেন। ভৈরব মূর্ত্তি ঘননীল, পশ্চাতে তাঁহার বাহন কুকুর মূর্ত্তি। প্রত্যেক অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী এবং মঙ্গলবারে, অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ভৈরবের পূজা। ১৮১২ খ্রীঃ পেশওয়া বাজীরাও কর্ত্তৃক ভৈরব মন্দির তৈয়ারী হইয়াছে।

ভৈরব মন্দিরে—মহাদেব, গণেশ, সূর্য্যনারায়ণ মূর্ত্তি আছে।

ভৈরবের জাঁতা—ভৈরবের জাঁতা লইয়া হিন্দু মুসলমানে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। মুসলমান গণ কোনরূপে জাঁতা নষ্ট করিতে না পারিয়া তাহাতে গোরক্ত প্রদান করিলে জাঁতা চূর্ণ হইয়া যায়। এই ক্রোধে হিন্দুগণ মুসলমানদিকে

বারাণসী বা কাশী

বেনারস ও কাশী—ঐতিহাসিক

কাশী হিন্দুদিগের প্রধান ও পবিত্র তীর্থস্থান ; বেদের সময় হইতে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত হইতেছে। ভারতবর্ষের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাশীর সহিত পরিচিত কিন্তু অনেকেই কাশীর স্বরূপ বা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন, কিম্বদন্তী ও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। বেদ পুরাণাদিতে কাশীব যাবতীয় বিবরণ আছে, কিন্তু তাহা পাঠ করা সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে অথচ একমাত্র মোক্ষপুরী কাশীর প্রকৃত পরিচয় সকলেরই যথা সম্ভব জানিয়া রাখা আবশ্যক ও কর্ত্তব্য।

কশী বহু পুরাতন স্থান। ইহা যে কত প্রাচীন ও কতদিন হইতে বিরাজমান তাহা নির্ণয় করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। মহাভারত, রামায়ণ, সংহিতা, পুরাণ, উপনিষদ, বেদান্ত ব্রাহ্মণ ও বেদ সমস্ত প্রাচীন।গ্রন্থ মধ্যেই কাশীর উল্লেখ আছে। মানব পৃথিবীর কোনরূপ ইতিহাস জানিবার পূর্ব্ব হইতে জগৎ ও বস্তু স্মৃষ্টির প্রারম্ভের পূর্ব্ব হইতে কাশী বিদ্যমান ছিল। বিশ্বেশ্বর, ভৈরব, ঢুণ্ডি বিনায়ক, দণ্ডপাণি, প্রভৃতি দেবতা; মনি কর্ণিকা, জ্ঞানবাপী, দশাশ্বমেধ প্রভৃতি তীর্থ সত্যযুগেও বর্ত্তমান

ছিলেন। ঐ সকল গ্রন্থে কাশী রাজগণের ইতিহাস নানা প্রকারে বিবৃত হইয়াছে। অতি পুরাকালে শিব ভক্ত কাশীর রাজা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই যুদ্ধে মহেশ্বর কাশীরাজ পক্ষ অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণ কাশীরাজকে নিহত করিয়া বারাণসীপুরী সুদর্শন চক্রদ্বারা ধ্বংস করেন ও মহেশ্বরকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে লইয়া যান; মহেশ্বরের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বারাণসীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন। সিন্ধুনদ তীরাস্থ আর্য্যগণের রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন কাশীজাতি এই অঞ্চলে বসবাস করিতে থাকে। চন্দ্র বংশীয় কাশ প্রথম রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্র কাশীরাজ রাজা হইলে তাঁহার নাম অনুসারে কাশী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। কাশীরাজের অধস্তন রাজা কেতুমান (বা হর্য্যশ্ব) এর সময়ে বারাণসী নগরী স্থাপিত হয়। যদুবংশীয় হৈহয়গণ ইহাদের পরম শত্রু; হৈহয়গণ হর্য্যশ্বকে ও পরে তাঁহার পুত্র সুদেবকে নিহত করিলে সুদেব পুত্র দিবোদাস কাশীর রাজা হইয়াছিলেন। হৈহয়গণের বারংবার আক্রমণে ও অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া রাজা দিবোদাস গঙ্গা ও গোমতীর সঙ্গমস্থলে রাজওয়ার নামক স্থানে রাজধানীকে স্থানান্তরিত করিয়া তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ ও বিখ্যাত মার্কণ্ডের শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,

রাজওয়ারী কাশী হইতে ১৮ মাইল উত্তরে। দিবোদাসের পরে তাঁহার বংশে আরও ১২ জন রাজা হইয়াছিলেন এবং রাজা স্নিকের রাজত্ব কালে ৯২৫ পূঃ খ্রীঃ কাশীরাজ্য মগধ সম্রাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। মগধের প্রদ্যোত বংশ রাজগণ বহুদিন কাশীর সিংহাসন নিজ অধিকারে রাখিয়াছিলেন। ৭৫২ পূঃ খ্রীঃ রাজা শিশুনাগ প্রদ্যোত বংশ ধ্বংস করিয়া মগধ অধিকার করেন এবং স্বীয় পুত্র কাক বর্ণকে (বা যশ) কাশীর রাজা করেন। তৎপরে অশ্বসেন কাশীর রাজা হইয়াছিলেন ও অশ্বসেনের পুত্র পরেশনাথ জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জিন বা তীর্থ-ঙ্কর হয়েন, পরে কাশীরাজ্য কোশল রাজের সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। প্রায় ৫৩৪ পূঃ খ্রীঃ শাক্যসিংহ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার কল্পে ধামেক বা মৃগদারে (বর্ত্তমান সারনাথে) প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন; তাৎকালীন মগধরাজ বিম্বিসার ও কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রসেনজিতের ভগ্নীর সহিত বিম্বিসারএর বিবাহ হয় ও তাহাতে যৌতুক স্বরূপে কাশীরাজ্য বিম্বিসার পাইয়াছিলেন। বিম্বিসারের পুত্র অজাত শত্রু পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া নানা-রূপ অত্যাচার করায় প্রসেনজিৎ তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কাশীরাজ্য অধিকার করিয়া লয়েন কিন্তু পুনরায় তাহা ফিরা

ইয়া দেন। মৌর্য্য বংশীয়, গুপ্ত বংশীয় ও পাল বংশীয় ভোজ রাজাগণ মগধে রাজত্ব করিবার সময়ে কাশীরাজ্য তাঁহাদের অধিকারে ছিল। পাল বংশীয় মহীপাল কাশীতে রাজত্ব করিতেন। পরাক্রান্ত কর্ণ-পালের রাজত্ব কালে (১০১৮ ১০৪৮ খ্রীঃ) কর্ণ-মেরু মন্দির ও কর্ণবতী নগর তৈয়ারী হইয়াছিল। ১০৪৯ খৃঃ চন্দেলরাজ যশোবর্ম্মা কর্ণ-পালকে পরাজিত করিয়া কাশী অধিকার করেন ও প্রায় ৫১ বৎসর রাজত্ব করেন।. পরে কাণ্য কুব্জ-রাজা কাশীরাজ্য হস্তগত করিয়াছিলেন; গড়বাল চন্দ্রদেবের বংশধর জয়চাঁদ কণোজের রাজা ছিলেন সে সময়ে যৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজ দিল্লীতে রাজত্ব করিতেন; পৃথীরাজ ও জয়চাদের বিগ্রহ উপস্থিত হইলে কুক্ষণে জয়চাঁদ সাহাবুদ্দিন ঘোরকে (মহম্মদ ঘোরিকে) দিল্লী আক্রমণের জন্য আহ্বান করেন; ফলে দিল্লী ও কাশী রাজ্য সহিত কণোজরাজ্য ১১৯৪ খ্রীঃ মহম্মদ ঘোরীর হস্তগত হয় ও ঘোরীর সেনাপতি কুতুবুদ্দিন কর্ত্তৃক জয়চাঁদ নিহত হয়েন; এই সময় জয়চাঁদের বংশধরগণ কাশীর রাজা থাকিলে ও প্রকৃত পক্ষে কাশী মুসলমান দিগের অধিকারে থাকে। জয়চাঁদের পরে তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র ৭।৮ বৎসর রাজত্ব করেন। হরিশ্চন্দ্রের পরে উল্লেখ যোগ্য রাজগণের মধ্যে রাজা বণার

(যবনারি) ও তিনি কাশীর কাশীর রাজঘাটের নিকট দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া যবননাশের সঙ্কল্প লইয়া বাস করেন ; তাঁহার নাম অনুসারে কাশীর নাম বেনারস হইয়াছে। বণার গৌতম বংশীয় সিদ্ধ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ মিত্রের শিষ্য হইয়াছিলেন। মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধে রাজা বণার গাজী মিঞা কর্ত্তৃক নিহত হয়েন ও তদবধি প্রায় ৪৫০ বৎসর কাশী মুসলমান দিগের অধিকারে থাকে তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের প্রপৌত্র মনসারামের পুত্র বলবন্ত সিংহ কাশীর রাজা হইয়াছিলেন। বলবন্ত সিংহের পূর্ব্বের রাজাগণের পাটলীপুত্রে রাজধানী ছিল ও রাজা হর্ষবর্দ্ধন পাটলীপুত্র হইতে কাণ্যকুব্জে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন তাঁহারা রাজধানীতে থাকিয়া রাজত্ব করিতেন, বিভিন্ন প্রদেশ গুলির রাজস্ব পাইলে সন্তুষ্ট থাকিতেন তাঁহারা কাশীতে অবস্থিতি করিয়া প্রজাপালন রাজ্য শাসন করিতেন না। বলবন্ত সিংহ মুসলমানদের কবল হইতে কাশীকে মুক্ত করেন, সারা জীবনব্যাপী অধ্যবসায় উদ্যম ও সংগ্রাম করিয়া কাশীর পুনরুদ্ধার তিনিই করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বের সময়ের কাশীর সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্যময় মন্দিরাদির অল্প চিহ্নই অদ্যাপি বর্ত্তমান। স্বকীয় কার্য্য দক্ষতায় বলবন্ত সিংহ দিল্লির বাদশাহ মহম্মদ শাহের নিকট "রাজা" উপাধি

ইত্যাদির জন্য জমি দিয়াছেন। ১৯১০ খ্রীঃ ভারতের গভর্ণর জেনারাল লর্ড মিণ্টোর সময়ে কাশীরাজ স্বাধীন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। ইনি মহারাজা লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্ণেল স্যার প্রভুনারায়ণ সিংহ, জি. সি, এস. আই, এল, এল, ডি। ইঁহার এক পুত্র কুমার আদিত্যনারায়ণ সিংহ। মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী অধিকারের পর হইতে কাশীর উপর ক্রমাগত অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলিয়া আসিতেছিল। মুসলমানগণ শতসহস্রবার কাশী আক্রমণ করিয়া, নগর লুণ্ঠন, দেবমন্দির চূর্ণ করিয়া ধন রত্ন অপহরণ করিয়াছিল—এইরূপে বারংবার আক্রান্ত হওয়ায় কাশী ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার স্বাধীন স্বভাব-সৌন্দর্য্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল। ১৪৯৪ খ্রীঃ সেকেন্দর লোদী নগর লুণ্ঠন ও মন্দির ও দেবদেবী মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া স্থানে স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, রাজসাহী জেলার বীরজাওল গ্রামের সুব্রাহ্মণ ভাদুড়ীবংশের কালাচাঁদ রায় নিজ ব্রাহ্মণত্ব হানির প্রতিশোধ লইবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দুবিদ্বেষী রাজমহলের পাঠান নবাবের কন্যাকে বিবাহ করেন ও বাংলার রাজা সুলেমান কররাণীর সেনাপতি হইয়াছিলেন, তিনি কাশী ও অন্যান্য স্থানের দেবদেবী মন্দির ও মূর্ত্তি চূর্ণ

করিয়া দিয়া কালাপাহাড় নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। কুতুবুদ্দীন, বার্‌বাক শাহ, সফদরজঙ্গ, গাজীমিএগ, ইব্রাহিম, সম্রাট আরংজেব প্রভৃতি অনেক ক্ষমতাশালী মুসলমান কাশীকে ধ্বংস করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। আরংজেব কাশীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া মহম্মদনগর রাখিয়াছিলেন বিশ্বেশ্বর-মন্দির চূর্ণ করিয়া মসজিদ ও কবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বিখ্যাত পবিত্র বিন্দুমাধব বিষ্ণুমন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া মিনারস্তম্ভ তৈয়ারী করিয়াছিলেন, কৃত্তিবাসেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বর আদিকেশব প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি ও মন্দির চূর্ণ করিয়া তাহাদের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিয়াছেন। রাজা বলবন্ত সিংহ জীবনব্যাপী কঠোর উদ্যম ও সংগ্রাম করিয়া কাশীকে বিদেশীয়দিগের কবল হইতে মুক্ত করেন। কুক্ষণে কান্যকুব্জের রাঠোর-রাজ জয়চাঁদ মহম্মদঘোরীকে আহ্বান করিয়া যে পাপ করিয়াছিলেন, প্রায় ৬০০ বৎসর কঠোর ফল ভোগান্তে রাজা বলবন্ত সিংহ তাহার যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কাশীকে তাহা হইতে মুক্ত করেন। রাজা বলবন্তের সময় হইতে ভারতের হিন্দুরাজগণ কাশীর উন্নতিসাধন করিয়া আসিতেছেন। ১৭৭০ খৃঃ ইন্দোর রাণী অহল্যাবাঈ দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত নারায়ণ ভট্টের সাহায্যে বর্ত্ত-

মান বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, মণিকর্ণিকা, দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট অহল্যাবাঈ ঘাট ও ব্রহ্মপুরী নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়ে আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা নাটোর রাজকুল লক্ষ্মী রাজারাম কান্তের মহিষী অর্দ্ধ, বঙ্গেশ্বরী রাণী ভবাণী পঞ্চক্রোশী কাশীর সীমা নির্দ্ধারণ মতে ৪০ মাইল পথ, পথপার্শ্বে কূপ ও চটি তৈয়ারী করেন; ভবাণী-পতীশ্বর শিবলিঙ্গ, কালী, দুর্গা, গোপাল, ইত্যাদি দেব দেবী প্রতিষ্ঠা ও তাঁহাদের সেবাদি জন্য স্থানে স্থানে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি দেন; ৩৬৫ খানি বাড়ী ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ত্রিপুরাভৈরবী মহল্লায় ব্রহ্মপুরী স্থাপিত করেন। মহারাষ্ট্রের পেশবা, ট্রাভাঙ্কোর, নেপাল, কুচবিহার, বঙ্গদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধিয়া প্রভৃতি সকল স্থানের রাজা মহারাজা জমিদার প্রভৃতি দেব দেবী ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুর ধর্ম্ম-প্রভাব এক বিশ্ব-জনীন মহান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; যে জ্ঞান সর্ব্বত্র, সর্ব্ব সময়ে সত্য, সেই জ্ঞান হিন্দু ধর্ম্মের হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তি. এই ভিত্তি কখন নষ্ট হইবার নহে, লোপ পাইবার নহে। কত গজনী ঘোরী কত পাঠান মোগল কত ভিন্ন ভিন্ন জাতি হিন্দুর দেশ আক্রমণ করিয়া, অত্যাচার ও পীড়ন করিয়া হিন্দুজাতি ও হিন্দু ধর্ম্ম লোপ করিবার

প্রয়াস পাইয়াছে, তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে কিন্তু তাহা আবার নূতন গঠনে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে; কত যুগ যুগান্তর হইতে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, হিন্দু ধর্ম্ম অটল ভূধরের ন্যায় স্থির আছে। এই ধর্ম্মপ্রভাবে কাশী শতবার বিধ্বস্ত হইয়াও স্বীয় মাহাত্ম্য ও গরিমায় প্রতিষ্ঠিত আছে। কাশী বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র। সমস্ত বিদ্যার পীঠ স্থান। কাশী স্বতঃসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ, একমাত্র মুক্তি-ক্ষেত্র। সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এরূপ স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

সর্ব্বশাস্ত্রে যে সকল দেবদেবী, তীর্থ, সিদ্ধ, যোগী ইত্যাদির বিবরণ আছে, সে সমুদয় কাশীতে বিদ্যমান। কেবলমাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর না করিয়া কাশীর প্রকৃত তত্ত্ব, উৎপত্তি, মাহাত্ম্য, কীর্ত্তিমালা সকলের জানা আবশ্যক।

(২)

কাশী ও বারাণসী—পৌরাণিক।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ—বেদ; ইহার রচনাকাল ও কর্ত্তার নির্ণয় হয় নাই। বেদ অপৌরুষেয়—মানব প্রণীত নহে। সেই প্রাচীনতম গ্রন্থে কাশীর উল্লেখ আছে, সুতরাং বেদের পূর্ব্ব হইতে কাশী বিদ্যমান ছিল। বেদ হইতে বেদান্ত উপনিষদাদি শাস্ত্রে কাশীর উৎপত্তি ও প্রকাশ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে। তাহার কথঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লিখিত হইল।

সূর্য্য ও চন্দ্র কিরণে যতদূর প্রকাশিত হয় সেই সমুদয় জল-স্থল-শূন্য লইয়া পৃথিবী। ভূমি হইতে লক্ষযোজন উপরে সূর্য্য, সূর্য্য হইতে লক্ষযোজন উপরে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে লক্ষযোজন উপরে নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দুই লক্ষ যোজন উপরে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি হইতে দুই লক্ষ যোজন উপরে শনৈশ্চর, শনি হইতে লক্ষযোজন উপরে সপ্তর্ষি মণ্ডল, সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে লক্ষযোজন উপরে ধ্রুব, অবস্থিত। ধরণী ভূলোক; ভূলোক হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত ভূবর্লোক; সূর্য্য হইতে ধ্রুব পর্য্যন্ত স্বর্লোক। ক্ষিতি হইতে ১ কোটী

যোজন ঊর্দ্ধে মহর্লোক; ভূলোক হইতে ২ কোটী যোজন ঊর্দ্ধে জনলোক; ভূলোক হইতে ৪ কোটী যোজন ঊর্দ্ধে তপলোক, ৮ কোটী যোজন ঊর্দ্ধে সত্যলোক, ১৬ কোটী যোজন ঊর্দ্ধে সত্যলোকের উপরিভাগে বৈকুণ্ঠ লোক, সেখানে সকল লোকের অভয়দাতা ভগবান শ্রীপতি বিরাজমান। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে পৃথিবী হইতে সূর্য্য ৯১ লক্ষ মাইল, সূর্য্য হইতে মঙ্গল ১ কোটী ৩৯ লক্ষ মাইল, বৃহস্পতি ৪ কোটী ৭৬ লক্ষ মাইল, শনি ৮ কোটী ৭২ মাইল, শুক্র ৬৬ লক্ষ মাইল, বুধ ৩৫ লক্ষ মাইল, নেপচুন ২ অযুত ৭ কোটী ৪৬ লক্ষ মাইল, ইউরেন্স ১ অযুত ৭ কোটী ৫৩ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। হিমালয় প্রদেশে বদরী-নারায়ণ পাহাড় বৈকুণ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই পাহাড়ে বদরীনারায়ণের মন্দির, মন্দির মধ্যে পরশপাথর নির্ম্মিত দ্বিভুজ নরনারায়ণের মূর্ত্তি আছে; এখানে স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী রাঁধুনী, পাকস্থলীতে এককালীন সকল রন্ধনের দ্রব্য দিয়া উপর উপর করিয়া পাকস্থালী রাখিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করা হয় ও তাহাতে উত্তম পাক হয়; লক্ষ্মীর হস্তে পাক হয় ব্রাহ্মণগণ উপলক্ষমাত্র। যাঁহারা পাকশালে থাকেন তাঁহাদের কথা কহিবার ক্ষমতা নাই,

মুখ বন্ধ থাকে। বৈকুণ্ঠের ১৬ যোজন উর্দ্ধে শিবলোক কৈলাস অবস্থিত। কৈলাসে পার্ব্বতীর সহ মহাদেব গণেশ, কার্ত্তিকেয় ও নন্দী প্রভৃতি পারিষদগণ বেষ্টিত হইয়া বিরাজমান; সেই ভগবান বিশ্বেশ্বরের স্থিতি-প্রযুক্ত কৈলাসই সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত।

মহাপ্রলয়ের সময় সকল পদার্থ লুপ্ত হইয়া যায় সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ কিছুই থাকে না; প্রকৃতি ব্যক্ত ভাব পরিহার করিয়া অব্যক্ত প্রকৃতিতে পরিণত হয়, আকাশ অব্যক্ত প্রকৃতিতে লয় পায়, ঘন তিমির সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার সমস্ত আচ্ছন্ন করিলে, সেই অপ্রমেয় অনন্ত সর্ব্বব্যাপী, নির্ব্বিকার নিরাকার জ্ঞান স্বরূপ, জ্যোতিঃ রূপ, একমাত্র কারণ আত্ম স্বরূপ পরম ব্রহ্মের দ্বিতীয় ইচ্ছা শক্তি উৎপন্ন হইল; সনাতন ব্রহ্ম নিজলীলা প্রভাবে স্বকীয় একটী দ্বিতীয় মূর্ত্তির কল্পনা করিলেন এবং শুদ্ধ স্বরূপা ঈশ্বরী মূর্ত্তির উদ্ভাবনা করিয়া সেই সর্ব্বগত অব্যয় পরম ব্রহ্ম অন্তর্দ্ধান করিলেন; সেই অমূর্ত্ত পরম ব্রহ্মের দ্বিতীয় ঈশ্বরী মূর্ত্তি,—মহেশ্বর, নবীন ও প্রাচীন ব্রহ্ম। অদ্বিতীয় স্বরূপ মহেশ্বর বিহার করিবার অভিপ্রায়ে নিজের শরীর হইতে স্বীয় শরীরের অব্যাঘাতে প্রকৃতিকে সৃজন করিলেন

সেই প্রকৃতিকে প্রধান, মায়া, পরা, গুণবতী নাম নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি পুরুষ যখন তপস্যার স্থান সন্ধান করিয়া পান নাই, তখন নির্গুণ শিব সেই জলরাশি বেষ্টিত এই পঞ্চক্রোশ-ব্যাপী কাশীকে ত্রিশূলাগ্রে ধারণ করিয়াছিলেন। কালস্বরূপ আদি পুরুষ মহেশ্বর সেই প্রকৃতির (শক্তির) সমকালে এই পবিত্র ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এই ক্ষেত্র আনন্দময়ী বলিয়া পুরাকালে ইহার নাম আনন্দ কানন হইয়াছিল। মহেশ্বর কাশী হইতে কুশদ্বীপে মন্দার পর্ব্বতে যাইবার কালে ক্ষেত্রকে রক্ষা করিবার জন্য সাধকদিগের সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধিপ্রদ ও মৃত জীবগণের মুক্তিপ্রদ নিজ মূর্ত্তিময় এক শিবলিঙ্গ সকলের অজ্ঞাত-সারে প্রতিষ্ঠা করিয়া যান; স্বয়ং মন্দার পর্ব্বতে গমন করিয়াও কাশীক্ষেত্রে লিঙ্গ রূপে অবস্থিত থাকিয়া সেই ক্ষেত্রকে আপনার সংসর্গ হইতে বিমুক্ত করেন নাই, এই জন্য এই ক্ষেত্রের নাম অবিমুক্ত ক্ষেত্র হইয়াছে। প্রকৃতি ও আদিপুরুষ পরম আনন্দ স্বরূপ কাশীক্ষেত্রে নিজ লীলায় বিচরণ করিয়া থাকেন; আদিপুরুষ ভগবান মহেশ্বর স্বয়ং জ্যোতিঃ-স্বরূপ ও সনাতন এবং আনন্দ-রূপিনী শিবা (প্রকৃতি) তাঁহারই শক্তি, ইনি মহেশ্বর হইতে অতিরিক্ত

কোন আগন্তুক শক্তি নহেন, আত্ম হইতে অতিরিক্ত কোন আগন্তুক শক্তির সহ লীলারূপী ভগবান মহেশ্বর কখন লীলা করেন না। পঞ্চক্রোশ পরিমিত কাশীক্ষেত্র সেই প্রকৃতি পুরুষের পদতল হইতে নির্ম্মিত, প্রলয়কালেও এই ক্ষেত্রকে তাঁহারা পরিত্যাগ করেন না, এই কারণে ক্ষেত্রের নাম অবিমুক্ত ক্ষেত্র হইয়াছে।

পরে ভগবান মহেশ্বর ও ভগবতী মহামায়া সৃষ্টির অভিলাষী হইলে মহেশ্বর স্বকীয় বাম অঙ্গের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ও সেই অঙ্গ হইতে মনোরম শান্ত আকৃতি সুন্দর পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। মহাদেব তাঁহাকে বলিলেন, তুমি মহাবিষ্ণু, চারিবেদ তোমার নিশ্বাস হইতে আবির্ভূত হইবে, বেদ হইতে তুমি সকল বিষয় জানিতে পারিবে ও বেদ প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া তুমি যথোচিত বিধান করিবে। তাঁহার উপর সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে মহেশ্বর ও মহেশ্বরী আনন্দকাননে প্রবেশ করিলেন। মহাবিষ্ণু স্বীয় চক্রের দ্বারা এক পুষ্করিণী খনন করিয়া নিজ শরীরের ঘর্ম্ম দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই পুষ্করিণীর তীরে বিষ্ণু অতি কঠোর তপস্যা করেন। বিষ্ণুর তপে ভগবান মহেশ্বর অত্যন্ত

সন্তুষ্ট হইয়া মহামায়ার সহিত বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইলেন ও বলিলেন তুমি বেদোক্ত প্রকারে যথাবিধানে জগতের সৃষ্টি কর, ধর্ম্ম অনুসারে সর্ব্বভূতের পালন কর যাহারা ধর্ম্মের বিদ্বেষী হইবে তাহাদিগকে বিনাশ করিবে. যাহারা অধর্ম্মপথে যাইবে তাহারা নিজ কর্ম্মফলেই মৃত হইবে, তুমি তাহাদের সংহারের কেবল নিমিত্ত মাত্র হইবে; আর এই পঞ্চক্রোশ পরিমিত আনন্দকানন আমার প্রিয় ক্ষেত্র, এই স্থলে আমারই আজ্ঞা কেবল কার্য্যকারিণী হইবে, অন্য কাহারও এস্থলে অধিকার বা আধিপত্য থাকিবে না। তুমি স্বীয় চক্রে এই পুষ্করিণী খনন করিয়াছ বলিয়া ইহা মঙ্গলপ্রদ চক্রতীর্থ পুষ্করিণী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, এক্ষণে আমার কর্ণের অলঙ্কার মণি-কর্ণিকা এই পুষ্করিণীতে পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য ইহা মণিকর্ণিকা নামে বিখ্যাত হইল। অনাখ্যের জ্যোতিঃ-স্বরূপ ঈশ্বর এই ক্ষেত্রে মুক্তির প্রকাশস্বরূপে শোভা পাইতেছেন বলিয়া ইহার নাম কাশী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। ভবানীপতি মহেশ্বর নিখিল জগৎকে ভগবান বিষ্ণুর অধীন করিয়া নিজ ইচ্ছামত লীলা করিতেছেন; অনাখ্যের স্বরূপ মহাবিষ্ণু এই অখিল চরাচরকে মহাদেবের অধীন

করিয়া রাখিয়াছেন; শিব যেমন বিষ্ণুও সেইরূপ, যিনি শিব তিনিই বিষ্ণু, শিব ও বিষ্ণুতে তিলমাত্র প্রভেদ নাই।

সৃষ্টির পরে যখন সকলেই মুক্তিলাভের জন্য অবিমুক্ত ক্ষেত্রে আসিতে উৎসুক হইয়াছিলেন তখন যম ইন্দ্রাদি দেবগণ অবিমুক্তক্ষেত্রকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হন, তাঁহারা পাপীগণের অসম্মতির খণ্ডন কারিণী ও দুষ্টগণের প্রবেশ প্রতিরোধিনী মহাসিরূপিনী অসিনদীকে ঐ ক্ষেত্রের দক্ষিণভাগে নির্ম্মাণ করেন এবং ক্ষেত্রের বিঘ্ন নিবারিণী ও অতি পাপীগণের অনায়াসে মুক্তিপ্রাপ্তির প্রতিরোধকারিণী বরণা নদীকে উত্তরভাগে নির্ম্মাণ করেন, যে দিন হইতে কাশী রক্ষাহেতু অসি ও বরণা নির্ম্মিত হইয়া কাশী তাহাদের সঙ্গ লাভ করিয়াছে সে দিন হইতে কাশী বারাণসী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অসি নদী ইড়া নাড়ী, বরণা পিঙ্গলা নাড়ী, দুই নাড়ীর মধ্যভাগে অবিমুক্ত ক্ষেত্র সুষুম্না নাড়ী; ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয়কে বারাণসী বলা যায়। অবিমুক্তক্ষেত্র বরণা ও অসি নাম্নী নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত; সকল ইন্দ্রিয়কৃত দোষ বারণ করে বলিয়া উহার নাম বরণা ও সর্ব্ব ইন্দ্রিয়কৃত পাপ

নাশ করে বলিয়া উহার নাম অসি। প্রয়াগ নামে যে পুণ্যক্ষেত্র আছে তথায় ভগবানের অংশসম্ভূত এক অব্যক্ত পুরুষ সর্ব্বদা যোগশায়ী আছেন, তাঁহার দক্ষিণ চরণ হইতে সর্ব্বপাপহরা শুভকরী এক নদী বহির্গত হইয়াছে, ঐ নদীর নাম বরণা আর তাঁহার বামপদ হইতে অসি নাম্নী নদী প্রবাহিত হইয়াছে। সেই দুই নদীর মধ্যস্থলে যে ক্ষেত্র আছে সেই সর্ব্বপাপ নাশকারী ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রে ভগবান যোগশায়ী আছেন—এই তীর্থের সন্নিকটে পুণ্যদায়িনী বারাণসীনগরী অবস্থিত।

কাশীতে জীবগণ জীবিতাবস্থায় রুদ্রদেহ ধারণ করতঃ অন্তকালে মহাদেবের কৃপায় মহাদেবের সাযুজ্যলক্ষণ লাভ করিতে সমর্থ হয়; কাশীতে জীবগণ রুদ্ররূপে বাস করেন, তাঁহারা অন্যান্য স্থানের যাবতীয় প্রকার রুদ্রগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এজন্য আনন্দকানন রুদ্রাবাস বলিয়া কথিত হয়। মহাপ্রলয়ের সময় মহাভূতগণ শবরূপে এই কাশীতে শয়ান করিয়া থাকেন, এই কারণে কাশীর নাম মহাশ্মশান।

নিজ লীলাবলে নানারূপ মূর্ত্তিধারী অদ্বিতীয় স্বরূপ মহেশ্বরের লীলার জন্য এই জগৎ সৃষ্ট এবং ইহা পরমব্রহ্ম বিশ্বেশ্বর

মহেশ্বরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে; তিনি সকলের শাসক, তাঁহার শাসক কেহ নাই; তাঁহার প্রবর্ত্তক কেহ নাই, নিবর্ত্তকও কেহ নাই; তিনি অদ্বিতীয় ও সর্ব্বজ্ঞ; তিনি সাক্ষাৎ অমূর্ত্ত পরমব্রহ্ম, আবার তিনিই সগুণ সমূর্ত্ত ব্রহ্ম; তিনি সর্ব্বব্যাপী. নিত্য সত্য, তিনি সকল কারণ হইতে পরাৎপর,—আনন্দই তাঁহার সাক্ষাৎ স্বরূপ। তিনি সৃজন করিতেছেন. পালন করিতেছেন, আবার প্রলয়কালে বিনাশ করিতেছেন। বেদচষ্টয়, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, তাঁহার বাস্তবিকতত্ত্ব অবগত নহেন। তিনি বাক্য ও মনের অগোচর, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, জ্যোতিঃস্বপ সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেম; তাঁহার কোন নাম নাই, কেবল প্রমাণ মাত্র গোচর তাঁহার, কোন রূপ নাই অথচ নানারূপ, সর্ব্বগত কিন্তু ইন্দ্রিয়গোচর নহেন, অনন্ত অথচ কামরূপী, সকল বিষয়ের বেত্তা, সর্ব্বক্রিয়া শূন্য,—তিনিই যথার্থ-তত্ত্ব। রুদ্রে সমস্ত ভূতগণ অবস্থান করিতেছে, রুদ্র হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, রুদ্রই একমাত্র পর ও যথার্থ তত্ত্ব (ঋগ্বেদ); এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মহেশ্বর দ্বারা ভ্রাম্যমান—মহেশ্বরের দীপ্তি দ্বারা চরাচর প্রকাশিত হইতেছে—সেই মহেশ্বরই একমাত্র যথার্থতত্ত্ব (সামবেদ); মহেশ্বর সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা পূজিত

হইতেছেন, তাঁহার দ্বারা বেদ প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে—তিনিই একমাত্র যথার্থ তত্ত্ব (যজুর্ব্বেদ); একমাত্র কৈবল্যরূপী শঙ্করই একমাত্র যথার্থ তত্ত্ব (অথর্ব্ববেদ)। সর্ব্বব্যাপী পরাৎপর নিরাকার পরমতত্ত্বের মূর্ত্তস্বরূপও সমস্ত শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে :—মস্তকে জটাজুট, মন্দাকিনী সেই জটাজুট সর্ব্বদা ধৌত করিতেছেন; ললাট-দেশে তৃতীয় নেত্র ও অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে, পঞ্চবদন. গলদেশ নীলবর্ণ, হস্তে অজগর ধনু, কামদেবের দেহভস্মরাশিতে সমস্তশরীর সর্ব্বদা ধূসরিত, বামার্দ্ধ শরীর স্ত্রীমূর্ত্তি শোভিত, গাত্রে সর্প অলঙ্কার, বসনে গজচর্ম্ম, বাহন বৃষভরাজ, মহামৃত্যু ও গণসমূহ দ্বারা সর্ব্বদা বেষ্টিত,—তিনি শরণাগতকে ত্রাণ করিতেছেন, ভক্তগণকে নির্ব্বাণমুক্তি দিতেছেন, সকল সময়ে জীবসমুদয়কে মঙ্গলবর দিতেছেন।

প্রকৃতপক্ষে মহেশ্বর নিরাকার কিন্তু মায়াবশে সাকার-মূর্ত্তি, জীবগণের ভোগ অথবা মুক্তির একমাত্র কারণ।

(৩)

কাশীর মহিমা।

পবিত্র আশ্রম অবিমুক্তক্ষেত্রে পরমতত্ত্ব শঙ্কর বিশ্বেশ্বর স্বয়ং সাক্ষাৎ বিরাজমান। সংসারের প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে এই অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রথমে ভূমি জলমধ্যে, জলরাশি তেজসমূহে, তেজোরাশি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারতত্ত্বে, ষোড়শবিকারযুক্ত অহঙ্কারতত্ত্ব পরমাত্মার প্রতিবিম্বরূপী বুদ্ধিতত্ত্বে, বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতিতে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি নির্গুণ পুরুষে বিলীন হইয়া বর্ত্তমান থাকে; এই পুরুষ পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব—জীব ও দেহী। ইহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলা যায়; এ সময়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব কেহই থাকেন না। কাল-মূর্ত্তি পরম ব্রহ্ম সেই জীবকেও আত্মরূপে তিরোহিত করেন, তিনি আদি ও অন্ত বর্জ্জিত, তিনি মহাদেব, ভবানী পতি, আবার মহাবিষ্ণু, শ্রীপতি। কলিকালে মহেশ্বর কাল স্বরূপ ধারণ করতঃ তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে সহায় করিয়া পরিদৃশ্যমান চরাচর বিশ্বকে গ্রাস করিয়া থাকেন, কলি কাল অন্ত হইলে তৎকালীন সংসারের প্রলয়কে দৈনন্দিন প্রলয় বলা যায়; দৈনন্দিন প্রলয়কালে প্রলয়কালীন বিনষ্ট

বহু জীবের অস্থি-নিকর-রূপ অলঙ্কারধারী ভগবান্ মহেশ্বর কাশীকে সর্ব্বপ্রকার যত্নে রক্ষা করেন। কাশীর প্রলয় সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এখানে কলিকালের প্রভাব নাই। এই ক্ষেত্র ভূমিতে অবস্থিত নহে, মহাদেবের ত্রিশূলাগ্রভাগে শূন্যে অবস্থান করিতেছে; ব্রহ্মাণ্ড গোলোক মধ্যে অবস্থিত হইলেও ইহা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য নহে। এই ক্ষেত্রে গ্রহগণের উদয় বা অস্ত জন্য কোন প্রকার দোষ উপস্থিত হয় না; এখানে সর্ব্বদা উত্তরায়ণকাল উদয় হইয়া থাকে। যম ত্রৈলোক্যের উপর আধিপত্য পাইয়াছেন, বারাণসীতে তাঁহার কোন আধিপত্য নাই, এখানে যমদূতের প্রবেশের অধিকার নাই। মহাদেবের অনুচরগণ বারাণসী-পুরী রক্ষা করিতেছে। কাশীপুরীতে যাহারা দেহত্যাগ করে, স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তাহাদের জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন; কাশীতে যাহারা পাপ করে, প্রাণান্ত হইলে স্বয়ং কাল-ভৈরব তাহাদের শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন, পাপীগণ দারুণ রুদ্রযন্ত্রণা ভোগ করে। রুদ্রপিশাচত্ব নরকযন্ত্রণা হইতেও দুঃসহ।

অন্যান্য নগরীর ন্যায় কাশী একটি সাধারণ নগরী নহে ইহা অনির্ব্বচনীয়রূপা ও সর্ব্বপ্রকারে অলৌকিক। সৃষ্টির

প্রারম্ভ হইতে, যখন জগতে বস্তু সৃষ্ট হয় নাই তখনও কাশী ছিল। ইহা পরম সুখপ্রদ আনন্দকানন, তাহাতে চক্রপুষ্করিণী-মণিকর্ণিকা যুক্ত হইয়াছে,—দিলীপনন্দন ভগীরথ পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য ত্রিলোকের মঙ্গলকারিণী সুরতরঙ্গিনীকে ভূতলে আনয়ন করিয়া প্রথমে বিশ্বেশ্বরের আনন্দকাননে হরির চক্রপুষ্করিণী-মণিকর্ণিকায় যুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার উপর এই স্থান সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বরের নিকেতন—সুতরাং এখানে মুক্তির সমস্ত কারণও বর্ত্তমান। বারাণসী সকল প্রকারে জীবগণের পক্ষে দুর্লভ; বিশ্বনাথের কৃপা ব্যতিরেকে কেহই কাশীলাভ করিতে পারে না। তুলনায় বৈকুণ্ঠাদি যাবতীয় প্রধান প্রধান স্থান কাশী অপেক্ষা অনেক লঘু। কাশীপুরী ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের একমাত্র কারণ। প্রলয়কালেও স্থির বিশ্রামভূমি ও অমল মোক্ষ প্রদান করিতে কাশীই সমর্থ। জাগতিক সমস্ত পদার্থকে পাপময় ও অনিত্য জানিয়া মানবগণের সংসার-ভয়নাশন অবিমুক্তক্ষেত্র আশ্রয় করা উচিত। কাশীপুরী কেবল মুক্তির জন্য; সর্ব্বপ্রকার যত্নপূর্ব্বক এখানে শ্রেয়ের অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয় সেই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। প্রাণী একাকী জন্মগ্রহণ করে

ও অন্তে একাকী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জীব স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল একাকী ভোগ করে, অপরে শত চেষ্টাতেও তাহার সাহায্য করিতে পারে না; এই সংসারে ধর্ম্মই জীবগণের একমাত্র সহায়; যম ও নিয়ম এই দুইটি ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বপ্রধান দ্বার, সুতরাং ধর্ম্মেচ্ছুগণ যম ও নিয়মে সতত যত্নশীল হইবে। দেহ জীবশূন্য হইলে আত্মীয় বন্ধুগণ মৃতদেহ পরিত্যাগ করে, কেবল ধর্ম্মই একমাত্র সহায় থাকে। ধর্ম্ম হইতে অর্থ উপায় হয় সুতরাং অর্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্মোপায় করা আবশ্যক; ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম, কাম হইতে সকল প্রকার সুখের কল্পনা ও উৎপত্তি। ধর্ম্ম পূর্ণরূপে আচরণ করিলে স্বর্গও পাওয়া যায় কিন্তু সেইরূপেও কাশী দুষ্প্রাপ্য। বিশ্বেশ্বর সমস্ত শাস্ত্রার্থ বিচার করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন যে পাশুপাত যোগ, প্রয়াগ ও অনায়াসে মুক্তিপ্রদ অবিমুক্ত ক্ষেত্র এই সাধনত্রয় নির্ব্বাণমুক্তির কারণ। বিষ্ণু আরাধনা, অন্যান্য তীর্থ পর্ব্বত দেবস্থান, যাগ যজ্ঞ, তত্ত্বযোগ, ক্রিয়া কলাপাদি মুক্তির প্রতি-কারণ, তৎসমুদয় কাশী প্রাপ্তির উপায় মাত্র, ঐ সকল দ্বারা কাশীপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ হয়। অর্থার্থী ও কামার্থীর কাশীবাস করা উচিত নহে।

কাশীতে কোন প্রকারেরই পাপকার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। কাশীর বাহিরে বিপুল পৃথিবী পড়িয়া রহিয়াছে, পাপ করিবার যদি সঙ্কল্প হইয়া থাকে তাহা হইলে কাশী ছাড়িয়া অন্যস্থানে তাহা করাই উচিত।

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে স্বর্গলোক মনোরম, স্বর্গলোক হইতে পাতালপুরী রমণীয়; পাতালপুরী অপেক্ষা সুমেরুপর্ব্বতের চতুর্দ্দিকাশ্রিত ইলাবৃতবর্ষ আরও সুন্দর, তাহা অপেক্ষাও ভারতবর্ষ মনোহর ও শ্রেষ্ঠ। সমুদ্রে যে সকল দ্বীপ আছে তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর; এই জম্বুদ্বীপে ৯ টি বর্ষ আছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ, কারণ ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি, কর্ম্ম অনুসারে স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া দেবগণও কর্ম্মভূমির অভিলাষী। কিম্পুরুষ প্রভৃতি অন্যান্য বর্ষ ভোগভূমি, দেবগণ স্বর্গ হইতে আগমন করিয়া তথায় নানাপ্রকার ক্রীড়া উপভোগ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ নয় সহস্র যোজন বিস্তৃত; হিমালয় ও বিন্ধ্য-পর্ব্বতের মধ্যভাগে অবস্থিত ভূখণ্ড পরমপুণ্যপ্রদ, তাহার মধ্যে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থ স্থান পরমোৎকৃষ্ট, সেই ভূভাগকে অন্তর্ব্বেদী বলা যায়। কুরুক্ষেত্র, শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা নৈমিষারণ্য উৎকৃষ্ট সাধনক্ষেত্র, তাহা

হইতে প্রয়াগ শ্রেষ্ঠ, প্রয়াগকে তীর্থরাজ বলা যায়। তীর্থরাজ প্রয়াগ ও অন্যান্য যে সকল তীর্থ আছে তৎসমুদয় অপেক্ষা বারাণসী অনায়াসে মুক্তিদায়িনী বলিয়া, এই তীর্থই সর্ব্বোত্তম। অন্যান্য তীর্থ পাপ বিনাশ করিতে পারে ও সে সকল স্থানে দেহত্যাগ ঘটিলে দেবাদি পদবী, স্বর্গলাভ পর্য্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু বারাণসী একেবারে শুভাশুভ কর্ম্মের মূল-কারণ দেহকে বিনাশ করিয়া পুনর্জ্জন্ম রহিত মোক্ষ পদবী ও পরম কৈবল্য পদবী প্রদান করিয়া থাকে। অযোধ্যা, অবন্তী (উজ্জয়িনী), মথুরা, দ্বারাবতী, কাঞ্চী ও মায়াপুরীতে (হরিদ্বারে) যাহাদের মৃত্যু হয় তাহারা অতিশয় পাতকী হইলেও স্বর্গাদি ভোগ করিয়া পুনরায় কাশীতে আগমন করিয়া মুক্তিলাভ করে।

কাশী বিধাতার সৃষ্টি হইতে অতিরিক্ত, স্বয়ং ঈশ্বর ইহার গুণ বর্ণনা করিতে পারেন নাই। কাশীপুরী মহাদেবের শরীর, ইহা অনির্ব্বচনীয়া ও পরমানন্দরূপা। সুধা অপেক্ষা কাশীর জলের মাহাত্ম্য অধিক, কারণ ইহা পান করিলে আর জননীর স্তন পান করিতে হয়না। বারাণসী বাসী সকল জীব মহাদেবের ভৃত্য, এই কারণে তাহারা তাঁহার প্রভাবে কপালে তৃতীয় নেত্র, ও গলদেশে গরল ধারণ করে, এবং তাহাদের

বাম অঙ্গ গৌরী মূর্ত্তি দ্বারা ভূষিত, এইরূপে তাহারা ইহলোকে মহাদেবের ন্যায় বিচরণ করে ও দেহান্তে বিদেহ-কৈবল্য পাইয়া থাকে। কাশী সংসার সমুদ্রের পারের স্বরূপ ও জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-লক্ষণ বিনাশকারী। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে অবস্থিত ভগবান বিশ্বেশ্বর কাশীর লোক সকলকে পরম পুরুষার্থসিদ্ধি নিজ অভিলাষ অনুসারে বিতরণ করিয়া থাকেন: জীব যদি যাবজ্জীবন "কাশী ও বারাণসী" এই মহামন্ত্র জপ করে তাহা হইলে তাহার আর জন্ম হয় না; যে ব্যক্তি অন্যত্র থাকিয়াও মৃত্যুকালে অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে স্মরণ করিয়া মৃত হয় তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না; আনন্দকাননে মৃত প্রাণীগণের শরীর অমৃতত্ব লাভ করে, তাহাদিগকে আর সংসারে আসিতে হয় না। যে ব্যক্তি নিয়ত মানসে রুদ্রাবাসে বাস করে সে মহৎপাপ আচরণ করিলেও কালে মুক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি মহাশ্মশানে গমন করত মৃত হয় তাহাকে আর শ্মশানে শয়ন করিতে হয় না; মহাশ্মশানে যাহারা মহানিদ্রা প্রাপ্ত হয় তাহারা আর কখনও গর্ভশয্যায় শয়ন করে না। ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই ত্রিমূর্ত্তিরূপ বারাণসীতে জীবগণের দেহত্যাগকালে ভগবান মহেশ্বর দক্ষিণকর্ণে তারকব্রহ্ম নাম উপদেশ করেন,

তাহাতে জীবগণ আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। বারাণসীক্ষেত্রে কোন স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে জীব শরীর দেহ পরিত্যাগ করিবামাত্র [illegible] সম্যক্‌রূপে মুক্তিমার্গে মহাদেব মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। বারাণসীতে যে জীব দেহত্যাগ করে তাহার কর্মবীজসকল মহাদেবের জ্বলিত অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়।

জ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না; যোগ ব্যতীত জ্ঞান হয় না; যথার্থতত্ত্ব অনুশীলনের দ্বারা যোগ-বিষয়ে সম্যক্‌জ্ঞান জন্মে। সমস্ত আত্মসম্বন্ধীয়ই "আত্মা" বিজ্ঞাত, জ্ঞাতব্য, দ্রষ্টব্য ও মন্তব্য। বেদ শাস্ত্রাদিতে যাহা কিছু আছে সেই সমস্তের বিজ্ঞান, ব্রহ্মচর্য্য, দম, শ্রদ্ধা, উপবাস ইত্যাদি ইহারা আত্মজ্ঞানের প্রাপ্তি-কারণ। আত্মার সহিত মনের সংযোগই যোগ; যে ব্যক্তি মানসিক বৃত্তিসমূহকে নিরোধ করিয়া আত্মাকে কেবলই পরমাত্মার সহিত নিযুক্ত করেন তিনিই যোগী। যাঁহাদের ইন্দ্রিয়সকল [illegible] বহির্মুখী তাহাদিগকে অন্তর্মুখী করিয়া, করিয়া [illegible] লীন করিবে, মনকে জীবাত্মাতে লীন করিবে, আবার সেই জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন করিবে— ইহারই নাম যোগ। [illegible]

করিবার জন্য প্রাণবায়ুকে নিরোধ করা আবশ্যক এবং ইহার জন্য যোগ অভ্যাস করিতে হয়। আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধ্যান, ধারণা সমাধি— এই ছয়টী যোগের অঙ্গ; বহুবিধ মুদ্রা ও বন্ধ অভ্যাস করিতে হয়। ষড়াঙ্গ যোগের বলে যোগী পরমব্রহ্মে লীন হইতে পারে, কিন্তু ইহা আদৌ সহজসাধ্য নহে, সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ পাইয়া তাঁহার উপদেশমত যোগ অভ্যাস করিতে হয়, যোগ-সিদ্ধ হইলে জ্ঞানলাভ হইবে এই প্রকারে জ্ঞানলাভ করিয়া কেহই একজন্মে মোক্ষ পাইতে পারে না। যোগ, তপস্যা প্রভৃতি বহু ক্লেশসাধ্য ও তাহাতে নানা বিঘ্ন আছে; যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইলে পুনরায় গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এই জন্য জীবগণের মুক্তিপ্রদরূপে বিশ্বেশ্বর কাশীতে অবস্থান করেন; কাশীতে দেহ সংযোগেই সম্পূর্ণ যোগসিদ্ধ হয়,—বিশ্বেশ্বর, বিশালাক্ষী, উত্তরবাহিনী গঙ্গা, কালভৈরব, ঢুণ্ডিরাজ ও দণ্ডপাণি—ইহাই যোগের ছয়টি অঙ্গ; প্রণবেশ্বর, কৃত্তিবাসেশ্বর, কেদারেশ্বর, ত্রিলোচন, বীরেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর,—এই ছয়টী যোগের অন্যবিধ অঙ্গ; অসিসঙ্গম, বরণাসঙ্গম, জ্ঞানবাপী, মণিকর্ণিকা, ব্রহ্মহ্রদ ও ধর্ম্মকূপ—এই ছয়টী সেই যোগের অন্যবিধ অঙ্গ। গঙ্গাতে

স্নান—মহামুদ্রা। কলিকালে যোগ তপস্যা, ব্রত, তপ, দেবপূজা ইত্যাদি কিছুই সিদ্ধ হয় না ; এই কালে বিশ্বেশ্বর একমাত্র দেবতা, বারাণসী একমাত্র মোক্ষপুরী, গঙ্গা পুণ্য-সরিৎ ও দান সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। বারাণসীর উত্তরবাহিনী গঙ্গা ও বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ এই দুইটী একমাত্র মুক্তির কারণ। কাশীতে শরীর ত্যাগরূপ যোগে একমাত্র জন্মেই জীব ব্রহ্মলাভ করিতে সমর্থ হয়।
ষড়াঙ্গযোগ অপেক্ষা উত্তম। কলি, কাল ও কৃতকর্ম্ম, এই তিনটী কণ্টক, কিন্তু আনন্দকাননবাসী জীবগণের উপর ইহাদের প্রভুত্ব নাই। সুতরাং সদাচারে ও নিয়তচিত্তে কাশীতে বাস করিলে যোগের সম্পূর্ণ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

মহেশ্বরী ভবানী



(৺কাশীর অন্নপূর্ণা)

(৪)

কাশী-পরিচয়।

কাশী শিবের রাজ্য। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি বিশ্বনাথ কাশীর রাজা—রাজ্যমধ্যে কাশীনাথের একাধিপত্য, অন্য কাহারও, এমন কি স্বয়ং যমরাজেরও এখানে কোন অধিকার নাই। এই রাজ্যের রাজধানী পঞ্চক্রোশী কাশী। রাজধানী মধ্যে বারাণসীতে রাজার বাড়ী ও মন্দির আছে। রাজবাড়ী, প্রাচীর বেষ্টিত—দক্ষিণদিকের প্রাচীরে প্রবেশের দরজা—দরজা, গলির উপরে—বাড়ীর দক্ষিণে নহবৎ। দরজার সম্মুখে বাড়ীর প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনে দরজার পশ্চিমদিকে—আশাপুরী দেবী ও লক্ষ্মীনারায়ণ; পশ্চিমদিকের প্রাচীরে এক দ্বার আছে ও দ্বারের বাহিরে—ভৈরবনাথ; উত্তরদিকে পশ্চিমধারে পার্ব্বতী, পূর্ব্বধারে অন্নপূর্ণা; পূর্ব্বদিকে কিছুই নাই; দক্ষিণদিকে পূর্ব্বধারে অবিমুক্তেশ্বর ও একাদশ রুদ্র—অবস্থিত। প্রাঙ্গণের মধ্যে—মন্দির; মন্দিরের চারি দ্বার, পশ্চিম দ্বারের সম্মুখে নাট মন্দির, নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে হরিশ্চন্দ্র স্থাপিত শিব—বৈকুণ্ঠেশ্বর, পশ্চিমে—

দণ্ডপাণীশ্বর। মন্দিরে ভিতর চক্রবেদীর মধ্যস্থলে—কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর।

রাজবাড়ীর ও রাজমন্দিরের অবারিত দ্বার। দলে দলে ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর, বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকল বয়সের স্ত্রী পুরুষ কেহ কমণ্ডলু পূর্ণ গঙ্গাজল লইয়া, কেহ ফুল বিল্বদল লইয়া কেহ মনোরম ফুলমালা লইয়া রাজদর্শন করিতে—রাজার পূজা করিয়া রাজাকে স্পর্শ করিয়া প্রাণে তৃপ্তি হৃদয়ে সন্তোষ লাভ করিতে চলিয়াছে; এই যাতায়াতে বিরাম নাই। কোন পর্ব্ব পূজায়, কোন কোন বিশেষ তিথিতে, যোগে, যে জনতা হয় সেরূপ কোথাও হয় কিনা সন্দেহ; তখন অল্প পরিসরের প্রবেশ দরজায়, প্রাঙ্গণে, মন্দির দ্বারে, মন্দির ভিতরে লোকের ঠেলাঠেলি, স্ত্রী পুরুষ মেশামেশি, ঠেসাঠেসি—কাহারও কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই—কি এক বিমল পবিত্র আকাঙ্ক্ষার আবেশে তখন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া থাকে, হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব প্রেরণা জাগিয়া উঠে যাহাতে লোকে তখন পুত্তলিকার ন্যায় ঘুরিতে ফিরিতে থাকে; অথচ বাদ বিসম্বাদ উদ্ধতভাবের কোন চিহ্নই থাকে না।

বর্ত্তমান বাড়ী ও মন্দির ১৭১০ খ্রীঃ মালব দেশের পাথরাড গ্রামবাসী আনন্দরাও সিন্ধিয়ার কন্যা, ইন্দোরের মহলাররাও হোলকার বাহাদুরের পুত্রবধূ খণ্ডেরাও হোলকারের পত্নী ইন্দোর রাণী অহল্যাবাঈ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। পঞ্জাবের মহারাজ রণজিৎ সিংহ মন্দিরের উপরিভাগ স্বর্ণ মণ্ডিত করিয়াছেন। পরে নিম্নাংশ রৌপ্য মণ্ডিত হইয়াছে। দক্ষিণাত্যের নাটকূট পক্ষ হইতে নিত্য ভোগ ও আরতির সুন্দর বন্দোবস্ত করা আছে। দ্বিপ্রহরে ভোগ আরতি, বিশ্বনাথ চন্দন পুষ্পমালায় সজ্জিত হয়েন ধূপ কর্পূর অগুরু গন্ধে মন্দির আমোদিত হয়, ডম্বুরু, শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টা এক তালে বাজিতে থাকে, একজন ব্রাহ্মণ বাজন করিতে থাকেন নয়জন ব্রাহ্মণ সমস্বরে বেদ গান করিতে থাকেন ও আরতি দীপ লইয়া আরতি করেন। ভোগের সময় মন্দির দ্বার রুদ্ধ থাকে। সন্ধ্যায় আরতি, প্রথমে দুগ্ধ অভিষেক একটী ঘটি তে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, সেই ঘটিতে দুগ্ধ রাখা হয় ও সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা বিশ্বেশ্বরের মস্তকে দুগ্ধ ধারা পড়ে; ঐরূপ গঙ্গা জলে অভিষেক করা হয়; ঘৃত ও চিনি মর্দ্দন করিয়া ধান দেওয়া হয়। তাহার পরে চন্দন লেপিয়া সর্ব্বাঙ্গে সর্পাকৃতি করা হয়; মস্তকে রক্ত-চন্দন আতপচাল, দুর্ব্বা বিল্বদলের

অর্ঘ্য দিয়া আরতি আরম্ভ হয়। শিঙ্গা ডম্বুরু বাজিতে থাকে ঘণ্টা ঘড়ি কাঁশর সমস্ত একতালে বাজিতে থাকে; পাঁচজন ব্রাহ্মণ একবারে পাঁচ পঞ্চপ্রদীপ লইয়া "শম্ভু শম্ভু শম্ভু" শব্দে প্রথমে আরতি আরম্ভ করেন; স্তুতি পাঠ করিতে করিতে আরতি হইতে থাকে।

•:০:•

বিশ্বনাথ বাড়ীর পশ্চিমদিকে ও গলির দক্ষিণে মহেশ্বরী ভবানীর বাড়ী ও মন্দির—কাশীর অন্নপূর্ণা। বাড়ী প্রস্তর নির্ম্মিত, উত্তরদিকে গলির উপর প্রবেশ দ্বার। বাড়ীর বায়ু কোনে পরশুরামেশ্বর, ঈশান কোণে কুবেরেশ্বর, অগ্নিকোণে সপ্ত অশ্ব বাহনযুক্ত সূর্য্য নারায়ণ, নৈঋত কোণে গণেশজী, পশ্চিম দিকে চতুর্ভুজ নারায়ণ। বাড়ীর মধ্যস্থলে মন্দির, মন্দিরের পূর্ব্বদিগের দেয়াল মধ্যে অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি ও উত্তর পশ্চিম দক্ষিণদিকে তিনটী দ্বার। মন্দিরের উপরতলায় "বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা" মূর্ত্তি হিরণ্ময়ী অন্নপূর্ণার এক পার্শ্বে স্বর্ণময়ী পৃথিবী ও অপর পার্শ্বে লক্ষ্মী—; সম্মুখে রৌপ্যময় মহাদেব ভিখারী, অন্নপূর্ণা ভিক্ষা দিতেছেন। অন্নকুটের সময় ৩ দিন এই মূর্ত্তি সাধারণকে দেখান হয়।

অন্নপূর্ণা মন্দির মহা রাষ্ট্রীয় শেঠ বিষ্ণু মহাদেব কর্ত্তৃক স্থাপিত। বিশ্বনাথ মহল্যার পশ্চিম ফাটকের উপর (ঢুণ্ডি রাজের পূর্ব্বদিকে) নহবৎ ও দক্ষিণে অন্নপূর্ণার বাড়ী। ভবাণী অন্নদাত্রী ; উপবাসী ব্যাসদেবকে অন্নদানে তৃপ্ত করিয়াছিলেন কাশীবাসীর মৃত্যু শয্যায় মরণক্লেশ দূর করিবার জন্য নিজ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া ব্যজন করিয়া শরীরের গ্লানি নিবারণ করেন। কাশীরাজ ভগবান মহেশ্বর স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ ইচ্ছায় স্বীয় অভিলাষমত লীলা করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি নিত্য নূতন, উত্থান পতনের মধ্য দিয়া জন্ম বা উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, লয়ের চক্রে নানারূপে নানা পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে এবং সৃষ্টির প্রক্রিয়া অবিরাম অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া যাইতেছে। মুক্তির মহাণ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া মায়ার জটিল আবরণে সম্মোহিত থাকিয়া সৃষ্টি সেই লীলাময় মহেশ্বরের ইচ্ছাকেই দেদীপ্যমান রাখিয়াছে। মানব মোহ আবরণের অন্তরালে থাকিয়া যখন মঙ্গলময়ের ইচ্ছাকে ভুলিয়া আপন গন্তব্য একমাত্র মোক্ষ দ্বারকে ভুলিয়া যায় তখন ভগবান কৃপাবশে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। এই কাশীধামে সেইরূপে ভগবান নিজলীলা প্রকটিত করিয়া-

ছিলেন। ভারতের নানাস্থানে মহাপুরুষ রূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার নিজ রাজ্যে রাজধানীতে আসিয়া নিত্যলীলা দেখাইয়াছেন। তৎকারণে গৌতম বারাণসী হইতে ১৫০ মাইল উত্তরে কপিলাবস্তু নগরে শাক্য নামক ক্ষত্রিয় বংশে ৫৫০ খ্রীঃ পূঃ জন্ম গ্রহণ করেন এবং গয়ায় নিরঞ্জনা নদীতীরে সিদ্ধি বা জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ নামে অভিহিত হইলেন। পরে বারাণসী নিকটে ইসিপতন (মৃগদাব বা ঋষি পতন) নামক স্থানে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। ৫৮৮ পূঃ খ্রীঃ ইসিপতনে আসিয়া, অরণ্যবাসের সময় ভিক্ষুগণের নিকট তিনি ঋণী থাকায়, প্রথমে তাঁহাদিগকে নূতন ধর্ম্মে দীক্ষা দিলেন, কাশীর ধনী শ্রেষ্ঠ যশ তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ক্রমশঃ কাশীরাজ্য কোশল মগধ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি সমুদয় রাজ্য নূতন ধর্ম্মে অনুপ্রাণীত হইয়া উঠিল; চীন জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে বহুলোক এই তীর্থে সমবেত হইতে লাগিয়াছিল ইসিপতন বৌদ্ধ জগতের কেন্দ্র হইল। বারাণসী জগতের আদি হইতে বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র আলোচনার শ্রেষ্ঠ স্থান থাকিয়া বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মহাপীঠ ছিল; কিন্তু কাল চক্রের আবর্ত্তনে, বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিকৃত ব্যাখা হইতে থাকে, কর্ম্ম কাণ্ডের উপর লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি

পায়, যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াদি প্রাণহীন আড়ম্বরে পরিণত হয় এবং বিধি, নিয়মাদির পালন অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি হওয়ায় লোক উৎপীড়িত হইয়া পড়ে ও সমাজে বিশৃঙ্খলতা আসিয়া পড়ে। এই সময়ে গৌতমের আবির্ভাব হয়। গৌতম বুদ্ধ তাঁহার মত প্রচার করিলেন হিন্দুর দর্শন বিশেষতঃ সাংখ্য দর্শনের উপর তাঁহার মূল ভিত্তি স্থাপিত হইল। তিনি বেদ মানিলেন না, ব্রাহ্মণ বা কোন বর্ণের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন না; অহিংসা পরমধর্ম্ম এবং বাসনা ক্ষয়ই প্রধান সাধনা, সকল মানব সমান। খ্রীঃ পূঃ ৫৮৮ খ্রীঃ হইতে খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রভাবান্বিত ছিল। তখন গুপ্তরাজগণ গৌড়াধিপ থাকিয়া সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে রাজত্ব করিতেন। কালক্রমে তাহার অধঃপতন হইল। রাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল, বিদেশীয়গণ আর্য্যাবর্ত্ত বারংবার আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারা বৈদিকধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অবনতি পাইতে লাগিল। তখন ৭৮৮ খ্রীঃ (২৬৩১ যুধিষ্ঠিরাব্দে) শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে মালাবার প্রদেশে

অবতীর্ণ হইলেন; তিনি হিন্দুধর্ম্ম সংস্কার মতে বৌদ্ধধর্ম্ম খণ্ডন করিয়া বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিলেন। আচার্য্যের অদ্বৈতবাদ ভারতের পক্ষে নূতন ছিল না, তিনি দেখাইলেন উপনিষদে অদ্বৈতবাদই নিহিত রহিয়াছে। বৌদ্ধগণের অবাস্তব শূন্যবাদ ছিল—এই শূন্যবাদে তাঁহারা ঈশ্বরকে রাখেন নাই, জগৎ শূন্য ও শূন্যে প্রতিষ্ঠিত। আচার্য্য প্রমাণ করিয়া দিলেন জগতের জননী মায়া ও জগৎ ভ্রম-মাত্র, জগতের মূলতত্ত্ব এক নিত্য বস্তু; জীবই সেই নিত্য বস্তু, পরম সত্য ব্রহ্ম; জগৎ অনিত্য ভ্রান্তিমাত্র ও মিথ্যা এবং ব্রহ্ম সারাৎসার নিত্য। আচার্য্য সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া এই ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন হিন্দু-ধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হইল। তিনি পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ, দ্বারাবতীতে সারদা মঠ, বদরিনাথে জোষী মঠ, এবং মহীশূরে শৃঙ্গগিরি মঠ স্থাপন করেন। তিনি শৈব ছিলেন, যখন যে স্থানে গিয়াছিলেন ও যেখানে যেখানে বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল সে স্থানে শিবমন্দির স্থাপিত করেন। তাঁহার শিষ্যগণ ১০ সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকায় "দশনামী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্ম প্রচারকল্পে কাশীতে আসিয়া কেন্দ্র স্থাপন করেন। এখানে তাঁহার সম্প্রদায়ের মঠ আছে।

বৌদ্ধকেন্দ্র ঋষি পত্তনে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় শারঙ্গনাথ তাহার নাম অনুসারে ঋষিপত্তন সারনাথ নামে অভিহিত হয় এবং সারঙ্গ তলাও পুষ্করিণী আছে। পরিব্রাজক অবতার শঙ্করাচার্য্য ৮২০ খ্রীঃ (২৬৬৩ যুধিষ্ঠিরাব্দে) তিরোহিত হন। বৈদিক জ্ঞানপথের পরে বৌদ্ধ যুগের কর্ম্মাশ্রিত পথ, এই সময় হইতে উভয় ধর্ম্মেই ভক্তি প্রবেশ করিয়াছিল। জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি যোগে হিন্দু-ধর্ম্ম সর্ব্ব প্রাধান্য লাভ করে। প্রেম ভক্তির অবতার স্বরূপ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল হইতে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে ফিরিবার সময়ে ১৫১১।১২ খ্রীঃ কাশীতে আসেন, সনাতনকে দীক্ষিত করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার শিষ্য ভট্টমারী নিবাসী গোপাল ভট্ট তখন কাশীতে দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতীর আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী বৈদিক জ্ঞানমার্গাবলম্বী ছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তিনি অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়া পরাস্ত হন। শ্রীচৈতন্য দেবের পাণ্ডিত্যে ও ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়েন ও "চৈতন্যচন্দ্রামৃত" গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব অনেক শাক্ত ও বৌদ্ধকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৫ খ্রীঃ (১৪০৭ শকে)

নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫৩৩ খ্রীঃ (১৪৫৫ শকে) নীলাচলে তিরোহিত হন। এইরূপে নবধর্ম্ম প্রচারকগণ যথাযথ সময়ে কাশীতে আসিয়া নব নব যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

প্রায় সকল সাধক, সিদ্ধপুরুষ, সাধু, পণ্ডিতগণও কাশীকে অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন এবং অনেকে কাশীবাস করিয়া গিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ভক্ত **তুলসীদাস** ১৫৫৬ খ্রীঃ কাশীতে বাস করেন—তিনি সঙ্কটমোচনে রামায়ণ ও গোয়ালদাস সাহু মহল্লায় গোপাল মন্দিরের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে "বিনয়-পত্রিকা" প্রভৃতি রচনা করেন। **কুল্লুকভট্ট** বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া কাশীবাস করেন ও কাশীতে মনুসংহিতার টিকা করেন। রাজসাহীর নিসিন্দাবাসী **উদয়ন আচার্য্য** মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন এবং কাশীতে আসিয়া বৌদ্ধাচার্য্য জিষ্ণাণিকে পরাস্ত করেন; কুলুকভট্ট ও উদয়নাচার্য্য ১৪শ শতাব্দীতে কাশীতে ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের কোটালিপাড়া নিবাসী পুরন্দর আচার্য্যের পুত্র **মধুসূদন সরস্বতী** কাশীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন—চৌষট্টিযোগিনী মন্দির

সম্মুখে তাঁহার আশ্রম ছিল ও মঠ আছে। সাধক কবি রামপ্রসাদের পুত্র রামদুলাল কাশীবাসী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কন্যা আনন্দময়ী কাশীতে টোল করিয়া, সভায় ন্যায় শাস্ত্রের বিচার করিতেন, তিনি "হটী বিদ্যালঙ্কার" বলিয়া খ্যাত ছিলেন। মহাভারত রচয়িতা কাশীরামদাস, রাজা রামমোহন রায়, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কাশীতে বাস করিয়াছিলেন। কাণপুরের কণোজব্রাহ্মণ সন্তান বংশীধর কাশীতে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি বিশুদ্ধানন্দ স্বামী বলিয়া পরিচিত। রামানন্দ, পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, সোহংস্বামী (শ্যামাকান্ত বন্দ্যাপাধ্যায়), সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, জয়পুররাজ দ্বিতীয় জয়সিংহের সভা পণ্ডিত দিগ্বিজয়ী কৃষ্ণ দেবভট্ট, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি সাধু মাহাত্মা পণ্ডিতগণ এই কাশীধামে বাস করিয়া গিয়াছিলেন। সম্রাট আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সময় হইতে হিন্দুরাজা মহারাজগণ বিধ্বস্ত কাশীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতেছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গলার সহিত কাশীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ বহু পরিশ্রমে কাশীর লুপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত তীর্থ ও দেবদেবী মূর্ত্তির পুনরুদ্ধার

করিয়াছেন। বাংলা দেশের কারিকরগণ অনেক মন্দির ও বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। বঙ্গের অনেক রাজা মহারাজ জমিদার প্রভৃতি কাশীতে শিব প্রতিষ্ঠা অন্নসত্র, পথ, ঘাট, মন্দিরাদি স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন।

কাশীর বিধি—ভগবান মহেশ্বর কাশী পুরীর পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করিবার জন্য দেহলী বিনায়ককে স্থাপিত করিয়াছিলেন। কাশীধামে আসিতে হইলে প্রথমে চৌখণ্ডীতে দেহলী-বিনায়কের পূজা করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রবেশ করিতে হয়; পরে মণিকর্ণিকায় স্নান তর্পনাদি করিয়া বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া গৃহে যাইতে হয়।

যাত্রা—কাশীতে অবস্থিতি কালে নিত্য যাত্রা করা আবশ্যক। যাত্রা অর্থে দেবদেবী দর্শন পূজন গঙ্গাস্নান তীর্থাদিতে স্নান তর্পনাদি। যাবতীয় প্রবৃত্তিকে মন হইতে বিদূরিত করিয়া. মৌন হইয়া যাত্রা করা বিধি। বহুবিধ যাত্রা প্রচলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ছাপান্ন বিনায়ক যাত্রা, নব গৌরী যাত্রা, নব দুর্গা যাত্রা, দ্বাদশ আদিত্য যাত্রা, একদশ রুদ্র যাত্রা, পঞ্চতীর্থ যাত্রা, অন্ত গৃহী যাত্রা, পঞ্চক্রোশী যাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও আবশ্যকীয়।

বার্ষিক যাত্রা:—

বৈশাখ—শুক্লা তৃতীয়া—ত্রিলোচনেশ্বর, ত্রিলোচন ঘাটে স্নান।
পরশুরাম তীর্থ (নন্দন সা মহল্লা)
শুক্লা চতুর্দ্দশী—মৎস্যোদরী তীর্থস্নান ; প্রণবেশ্বর।
নৃসিংহ (দুর্গাঘাট)।

জ্যৈষ্ঠ—শুক্লা প্রতিপদ হইতে দশমী রুদ্র সরোবর, দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান।
শুক্লা অষ্টমী—জ্যেষ্ঠাবাপী (ভূতভৈরব)
শুক্লা দশমী—গঙ্গেশ্বর (জ্ঞানবাপী)।
শুক্লা চতুর্দ্দশী—জ্যেষ্ঠ বিনায়ক (ভূতভৈরব) ; জ্যেষ্ঠেশ্বর (ভূতভৈরব)
পূর্ণিমা—অসি সঙ্গমে, গঙ্গা-সাগর, অসিমাধব, ত্রিবিক্রম।

আষাঢ়—পূর্ণিমা—আষাঢ়ীশ্বর (কাশীপুরা) ; ঘণ্টাকর্ণ তীর্থ (করণ ঘণ্টা)।

শ্রাবণ—শুক্লা পঞ্চমী—বাসুকীশ্বর, বাসুকী তীর্থ (সঙ্কটার নিকট, নাগকূয়া)।
শুক্ল চতুর্দ্দশী—আদি মহাদেব (ত্রিলোচন)
শুক্ল সোমবার

ও প্রতি সোমবার—কেদারেশ্বর, কেদারের জন্ম-
দিন

শুক্ল মঙ্গলবার—কামাখ্যা।

ভাদ্র—কৃষ্ণা তৃতীয়া—বিশালাক্ষী (মীরঘাট)

অমাবস্যা—পঞ্চপুষ্করিণী (লাটভৈরব)

শুক্লা দ্বাদশী—পাদোদকতীর্থ, বামন, আদিকেশব
(বরুণা)

আশ্বিন—কৃষ্ণা দ্বিতীয়া—ললিতা দেবী (ললিতা ঘাট)

পিতৃপক্ষ—পিতৃকুণ্ড।

শুক্লা প্রতিপদ হইতে

নবমী—নবদুর্গা যাত্রা; বিশ্বভুজা (মীরঘাট);
চৌষট্টিযোগিণী।

কার্ত্তিক—কৃষ্ণপক্ষ—পঞ্চগঙ্গা, বিন্দুমাধব।

শুক্লা অষ্টমী—ধর্ম্মেশ্বর, ধর্ম্মকূপ (মীরঘাট)

শুক্লা চতুর্দ্দশী—মণিকর্ণিকা।

অগ্রহায়ণ—কৃষ্ণা অষ্টমী—কালভৈরব।

শুক্লা একাদশী—কালমাধব (ভৈরব বাজার)

শুক্লা চতুর্দ্দশী—পিশাচমোচন।

রবিবার—লোলার্ক।

পৌষ—রবিবার—উত্তরার্ক (আলাইপুরা)

মাঘ—প্রয়াগতীর্থ (দশাশ্বমেধ ঘাট)

কৃষ্ণা চতুর্থী—বক্রতুণ্ড বিনায়ক (বড়গণেশ)

শুক্লা চতুর্থী—ঢুণ্ডিরাজ।

শুক্লা সপ্তমী—কেশবাদিত্য (বরুণা)

ফাল্গুন—কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী—রত্নেশ্বর ; কৃত্তিবাসেশ্বর, হংসতীর্থ।

চৈত্র—কৃষ্ণপ্রতিপদ—চৌষট্টিযোগিনী।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী—কেদারেশ্বর

শুক্লা প্রতিপদ হইতে নবমী—নবদুর্গা যাত্রা।

শুক্লা অষ্টমী—মধ্যমেশ্বর।

শুক্লা নবমী—রামতীর্থ (রামঘাট)।

শুক্লা ত্রয়োদশী—কামেশ্বর (ত্রিলোচন)।

শুক্লা চতুর্দ্দশী—পশুপতীশ্বর।

পূর্ণিমা—কেদারেশ্বর ; কৃত্তিবাসেশ্বর, হংসতীর্থ।

সাধারণ দৈনন্দিন যাত্রা—

প্রতিমাসে—অমাবস্যা—চন্দ্রেশ্বর।

রবিবারে—লোলার্ক ; অর্কবিনায়ক (ভদইনি)।

সোমবারে—কেদারেশ্বর ; করুণেশ্বর
মঙ্গলবারে—অঙ্গারকেশ্বর।
বুধবারে—বুধেশ্বর।
বৃহস্পতিবারে—বৃহস্পতীশ্বর।
শুক্রবারে—শুক্রেশ্বর।
শনিবারে—শনৈশ্চরেশ্বর।

-:*:-

(৫)

কাশী—তীর্থ।

কাশীধাম পঞ্চক্রোশ ব্যাপী। ইহার পূর্ব্বে উত্তর বাহিণী গঙ্গা ও কর্ম্মনাশা, উত্তর গোমতী হইতে এলাহাবাদ, পশ্চিম "টন" হইতে "বিলহারী," দক্ষিণ "বিলহারী" হইতে শোনহাটা। কাশী ক্ষেত্র পূর্ব্ব পশ্চিমে "দ্বি যোজন" ও উত্তর দক্ষিণে "অর্দ্ধ যোজন"। কাশীর দৈর্ঘ্য ৩ মাইল ও প্রস্থ ১ মাইল এবং পরিধি প্রায় ৬৫০ মাইল। পঞ্চক্রোশ ব্যাপী সনাতন জ্যোতিঃ লিঙ্গ, তন্মধ্যে হর গৌরী, এই জ্যোতিঃ লিঙ্গ বেষ্টিত করিয়া ছাপান্ন বিনায়ক, দ্বাদশ আদিত্য, নবগৌরী,

একাদশ রুদ্র, দশদিক পাল, নবগ্রহ, দশ অবতার, রামকৃষ্ণ, পঞ্চ প্রকৃতি, গৌরী আদি ষোড়শ মাতৃকা,-আর তীর্থাদি আছেন। কাশী গৌরী পীঠ—৫১ পীঠ মধ্যে পরিগণিত, সতীর দেহ বিষ্ণুর চক্রে খণ্ডিত হইলে অক্ষি এই স্থানে পতিত হয়, তজ্জন্য দেবী বিশালাক্ষী রূপে ও বিশ্বেশ্বর ভৈরব রূপে অবস্থান করেন। সমস্ত দেব, দেবী, সিদ্ধ যোগী স্ব স্ব নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পুরাকালে কেহ কাহারও লিঙ্গ স্থাপন করিতেন না; লিঙ্গের আকৃতি কিরূপ তাহাও কেহ জানিতেন না; অবিমুক্তেশ্বর সকলের আদি লিঙ্গ। সমস্ত জগৎ বিশ্বেশ্বরের পূজা করিয়া থাকে, বিশ্বকর্ত্তা সেই বিশ্বেশ্বর স্বয়ং মুক্তি প্রদায়ক অবিমুক্তেশ্বরের লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন।

পূর্ব্বে বারাণসী সহরের মধ্যস্থলে ১০০ ফিট উচ্চ মহেশ্বরের একটি তাম্র মূর্ত্তি শোভা পাইত, সে মূর্ত্তি জীবন্ত বলিয়া বোধ হইত। পরিব্রাজক হুয়েনসাং চীন দেশ হইতে ৬৩০ খ্রীঃ ভারতবর্ষে আসিয়া ১৫ বৎসর ছিলেন। তিনি ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া ছিলেন। ইহা কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল ও কিরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল তাহা জানা যায় না।

কাশীতে সমস্ত দেব দেবী নানা স্থানে অবস্থান করিতেছেন ও তীর্থাদি বিদ্যমান রহিয়াছে; সে সমস্ত দর্শন করা ও তাঁহাদের বিধিমত পূজাদি এবং তর্পনাদি করা বিধেয়। মণি-কর্ণিকা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিকে (উত্তর মানস যাত্রা) মণিকর্ণিকা, চক্রতীর্থ, মণিকর্ণিকেশ্বর, জ্যোতিঃ রূপেশ্বর, অমৃতেশ্বর, তারকেশ্বর, গৌতমেশ্বর, অহল্যোঙ্কারেশ্বর, মহেশ্বর, মহাশ্মশান, ব্রহ্মানল, ব্রহ্মানলেশ্বর, স্বর্গদ্বারেশ্বর, পুলহেশ্বর, পুলস্তেশ্বর, পিতামহেশ্বর (শীতলা গলি), ব্রহ্মেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর (২য় খোদাই চৌকীতে), ভার ভূতেশ্বর (২য় কাশীপুরায়) মার্কণ্ডেয়েশ্বর, দত্তাত্রেয়; সিদ্ধি বিনায়ক; সঙ্কটা দেবী, বীরেশ্বর অঙ্গারকেশ্বর, অঙ্গারক কূপ, অগ্নীশ্বর, বাসুকীশ্বর, পর্ব্বতেশ্বর, বিঘ্নেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, চন্দ্রকূপ, যমেশ্বর, যমাদিত্য, যমতীর্থ, কালেশ্বর, বুধেশ্বর (২য় বিশ্বেশ্বর মন্দিরে), বৃহস্পতীশ্বর, সিদ্ধ যোগেশ্বরী পীঠ, কদমেশ্বর, হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, সীমা বিনায়ক, সোম বিনায়ক, বশিষ্ঠ, বামদেব, উপশান্ত শিব, উপশান কূপ, নাগেশ্বর (ঘোষলা ঘাটে); পঞ্চ গঙ্গেশ্বর, কাঞ্চীতীর্থ, গভস্তী-শ্বর, মঙ্গলা গৌরী, ময়ূখাদিত্য, ভগীরথেশ্বর, বিন্দুমাধব, ত্রৈলঙ্গেশ্বর, লছমন বাবা; গোপ্রেক্ষেশ্বর, গোপ্রেক্ষ কূপ;

পিপ্পলেশ্বর, পিপ্পলতীর্থ, কাম কূপ, কামেশ্বর (বা দুর্ব্বাসেশ্বর) ত্রিলোচন (ত্রিবিষ্টব), বারাণসী দেবী, পার্ব্বতীশ্বর, হিরণ্যেশ্বর, মহাদেব; প্রণবেশ্বর, মৎস্যোদরী তীর্থ; পাপ ভক্ষেশ্বর, কাল ভৈরব, কপাল মোচন তীর্থ, কাল মাধব, নবগ্রহেশ্বর, দণ্ডপাণি, মহাকালেশ্বর; বৃদ্ধ কালেশ্বর, কালোদক কূপ, অবন্তী তীর্থ (দ্বারা নগর); কৃত্তিবাসেশ্বর, রত্নেশ্বর, সতীশ্বর, অগ্নিজিহ্বা, কালেশ্বর হংস তীর্থ; [অমৃত কুণ্ড; ধন্বন্তরী কূপ, ঋণ মোচন, পাপ মোচন, তরণী বা হত্যা হরণী, বৈতরণী (পঞ্চ পুষ্করিণী), কুলস্তম্ভ, লাট ভৈরব, লাট ভৈরবে; গুহ, গঙ্গা, যাগেশ্বর (উসন গঞ্জ); গণেশ, মন্দাকিণী, স্কন্দ মাতা, বাগীশ্বরী (নাগ কূয়ার কিছুদূরে অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত); ভূত ভৈরব, কাশীদেবী (২য় ললিতা ঘাটে), জ্যেষ্ঠা গৌরী, জ্যেষ্ঠেশ্বর, পঞ্চচূড়া হ্রদ, জৈগীষব্যেশ্বর, জৈগীষব্য গুহা, আষাঢ়ীশ্বর, নিবাসেশ্বর, ঘণ্টকর্ণা, ব্যাস কূপ, সপ্ত সাগর তীর্থ জ্যেষ্ঠগণ পতি, ব্যাঘ্রেশ্বর,-কাশীপুরা; কন্দুকেশ্বর;] ব্রহ্মেশ্বর, সিদ্ধিমাতা, (বুলানালা) চিত্রঘণ্টা (লক্ষ্মী চৌতারা); পরশুরামেশ্বর, পরশুরাম তীর্থ (নন্দন সা মহল্লায়) পশুপতীশ্বর (নন্দন সাও মহল্লা, পশুপতি গলি): চিত্রগুপ্তেশ্বর

(ময়ূর হট্টায়) করণঘাট তীর্থ, লাঙ্গলেশ্বর, পঞ্চপাণ্ডব (খোয়া বাজার), অবিমুক্তেশ্বর, তারকেশ্বর (জ্ঞানবাপীতে গুপ্ত, বিশ্বেশ্বর মন্দিরে নূতন প্রতিষ্ঠিত) অপসরেশ্বর (জ্ঞানবাপীতে গুপ্ত দণ্ডপানি মন্দিরের নিকট নূতন প্রতিষ্ঠিত) ; গঙ্গেশ্বর (জ্ঞানবাপীতে গুপ্ত,) নন্দীকেশ্বর, জ্ঞানেশ্বর, জ্ঞানবাপী, পঞ্চ বিনায়ক, বিশ্বেশ্বর।

কাশীর পশ্চিম দিকে (পশ্চিম মানস যাত্রা)-দশাশ্বমেধ ঘাট, দশাশ্বমেধেশ্বর, শূলটঙ্কেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, প্রয়াগেশ্বর, প্রয়াগ মাধব, নিগড়ভঞ্জন, বরাহেশ্বর, শীতলাদেবী, বন্দীদেবী, পাতালেশ্বর, পুষ্পদন্তেশ্বর, গরুড়েশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, অগস্ত্যেশ্বর, লোপমুদ্রা, (অগস্ত্য কুণ্ডে), কশ্যপেশ্বর, আঙ্গিরসেশ্বর, হরিকেশব, বিমলাদিত্য (জঙ্গমবাড়ী), ধ্রুবেশ্বর (মিছির-পোকরা), গোকর্ণেশ্বর (খোদাই চৌকী), সূর্য্যকুণ্ড, সম্বাদিত্য (সূর্য্যকুণ্ডে), লক্ষ্মীকুণ্ড, লক্ষ্মণ দেবী, মহালক্ষ্মী, রামকুণ্ড, রামেশ্বর, লবেশ্বর, কুশেশ্বর, বটুতীর্থ, বটুক ভৈরব, কামাখ্যা দেবী, বিন্দুবাসিনী পতঙ্গা দেবী, বৈদ্যনাথ, শঙ্কুতীর্থ, শঙ্কুকর্ণ, মহাদেব।

কাশীর দক্ষিণ দিকে (দক্ষিণ মানস যাত্রা)-গৌরীকুণ্ড,

কেদার ঘাট, চক্রতীর্থ আদি মণিকর্ণিকা, কেদারেশ্বর, মহাশ্মশান, শ্মশানেশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, চিন্তামণি গণেশ, ছোট হনুমান, বড় হনুমান, লোলার্ক তীর্থ, লোলার্কেশ্বর, লোলার্কাদিত্য, গঙ্গাসাগর, ত্রিবিক্রম, অমরেশ্বর, পরাশরেশ্বর, অর্ক বিনায়ক, অসি-সঙ্গম, অসিমাধব, সঙ্গমেশ্বর, জগন্নাথ জীউ, পুষ্কর তীর্থ কুরুক্ষেত্র তীর্থ, পরশুরামেশ্বর, দুর্গাকুণ্ড, দুর্গাবিনায়ক, দুর্গাদেবী, ভদ্রকালী, কুক্কুটেশ্বর, মহামায়া, রেণুকা, তিল ভাণ্ডেশ্বর।

দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে মণিকর্ণিকার মধ্যে ললিতা দেবী, গঙ্গাকেশব, করণেশ্বর, ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, ব্রহ্মদারেশ্বর, কাশীদেবী (ললিতা ঘাটে); বিশালাক্ষী, বিশ্বভুজা ধর্মেশ্বর, ধর্মকূপ, সাক্ষীবিনায়ক, বৃদ্ধাদিত্য, আশা বিনায়ক, মনপ্রকামেশ্বর, জরাসন্ধেশ্বর (গুপ্ত), ত্রিপুরা ভৈরবী (মীরঘাটে); সেতুবন্ধ রামেশ্বর অযোধ্যা তীর্থ, সোমেশ্বর বা সোমনাথ, দালভ্যেশ্বর (মানমন্দির)।

---:*:---

পঞ্চ তীর্থ যাত্রা।

১। অসিসঙ্গম-পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে মাঠ, পূর্ব্বে গঙ্গা

গঙ্গার পূর্ব্বতীরে ব্যাসকাশী, তথায় ব্যাসেশ্বর শিব ও ব্যাসের মূর্ত্তি আছে; ব্যাসকাশী, কাশী নরেশের রাজধানী রামনগর। অসিতে লাহোর নিবাসী রাজা রণজিত সিংহের পুরোহিত বল্লামেছুরের এক বাড়ী ও বাগান আছে। তুলসীদাসের ঘাট, ঘাটের উপর ছোট মন্দিরে তুলসীদাসের পাদুকা আছে, অসি মাধব, সঙ্গমেশ্বর শিব, জগন্নাথ জীউ এর মন্দির ও মূর্ত্তি, গঙ্গাসাগর, ত্রিবিক্রম, লোলার্ক তীর্থ, লোলার্কেশ্বর লোলার্ক কুণ্ড পরাশরেশ্বর, ভদ্রেশ্বর আছেন (অসি সঙ্গম, ভদাইনি)।

২। দশাশ্বমেধ ঘাট (গোদাবরী সঙ্গম, রুদ্র সরোবর) ছদ্মবেশী ব্রহ্মার প্রার্থনায় কাশীর রাজা দিবোদাস দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ আয়োজন করিয়া সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন এজন্য ইহা দশাশ্বমেধ বলিয়া অভিহিত। দক্ষিণে শূলটঙ্কেশ্বর, পূর্ব্ব গঙ্গার পরপার, উত্তরে সোমেশ্বর পশ্চিম অগস্ত্য কুণ্ড। প্রয়াগ-তীর্থ।

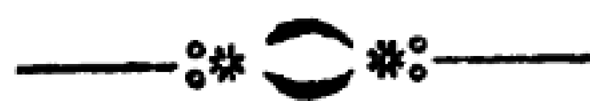
৩। পাদোদক তীর্থ (বরণা সঙ্গম) মন্দার পর্ব্বত হইতে ফিরিয়া বিষ্ণু এই স্থানে পদধৌত করিয়াছিলেন। এখানে পাদোদক তীর্থ, আদিকেশব, শৈলেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, বামন, কেশবাদিত্য, বরুণেশ্বর খর্ব্ব বিনায়ক, বশিষ্ঠেশ্বর, ক্রেতীশ্বর

আছেন।

৪। পঞ্চগঙ্গা (ধৰ্ম্মনদ, পঞ্চনদ, বিন্দুতীর্থ) ছদ্মবেশী ধৰ্ম্ম বেদশিরা ঋষির কন্যা ধূতপাপাকে গোপনে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করায় ধুতপাপা তাঁহাকে নদ হইবার জন্য এবং ধৰ্ম্ম ধূতপাপাকে শিলা হইবার জন্য অভিশাপ দিয়াছিলেন। পিতার দয়ায় ধূতপাপা চন্দ্রকান্ত শিলা হইয়া চন্দ্র কিরণে দ্রব হইয়া ধৰ্ম্মনদে মিলিত হন। সূর্য্যদেব গভস্তীশ্বর ও মঙ্গলা গৌরীর তপস্যা কালে তাপে তাপিত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত হইলে ঘৰ্ম্ম কিরণনদী হইয়া ধৰ্ম্মনদে মিলিত হয়। ভগীরথ গঙ্গা দেবীকে আনয়ন করিলে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই স্থানে মিলিত হইয়াছেন। ধূতপাপা, কিরণ, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হইয়া পঞ্চগঙ্গা। এই স্থান কাঞ্চী তীর্থ। গভস্তীশ্বর, মঙ্গলা গৌরী, ময়ূখাদিত্য, বিন্দুমাধব ও অনান্য দেব দেবী আছেন; লছমন বাবা ও ত্রৈলঙ্গ স্বামীর স্বহস্ত স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত শিব ত্রৈলঙ্গেশ্বর আছেন।

৫। মণিকর্ণিকা গঙ্গার মধ্য স্থল, হরিশ্চন্দ্রের মণ্ডপ, গঙ্গা কেশব স্বর্গদ্বারের মধ্যস্থিত সমস্ত স্থান মণিকর্ণিকা; স্বর্গদ্বারের পূর্ব্বভাগে ও সুর তরঙ্গিণীর পশ্চিম ভাগে অবস্থিত মণিকর্ণিকা। মুক্তি লক্ষ্মীর মহা পীঠের মণি স্বরূপ ও তাঁহার

চরণের কর্ণিকা স্বরূপ, এজন্য ইহা মণিকর্ণিকা। স্বর্গদ্বার, স্বর্গভূমি ও মণিকর্ণিকাই মোক্ষভূমি, সুতরাং স্বর্গ ও অপবর্গ এই স্থান ভিন্ন নীচে বা উপরে আর কোথাও নাই। মহেশ্বর কাশীতে মণিকর্ণিকায় মৃত ব্যক্তির মুক্তি প্রার্থনা করিয়া রাম চন্দ্রের নিকট হইতে এই ক্ষেত্রের যে কোন স্থানে মৃত জীবের মুক্তি পাইবার বর পাইয়াছিলেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীর সহিত আপনাকে এই স্থানে বিক্রয় করিয়াছিলেন। এই তীর্থ সত্য যুগেও বর্ত্তমান ছিলেন। কাশীতে আসিয়া এই স্থানে প্রথমেই স্নান, পূজা, তর্পনাদি করিতে হয়। ইহা ভদ্রপীঠ।



পঞ্চ-ক্রোশী বা কাশী পরিক্রমা।

পঞ্চক্রোশী কাশীকে পরিক্রম করিলে সকল পাপ খণ্ডন হয়; পরিক্রমে তিল মাত্র স্থান পরিত্যাগ করা উচিত নহে। স্থানে স্থানে পূজা স্নান শ্রাদ্ধ তর্পনাদির বিধি আছে। পঞ্চ ক্রোশী নয়দিনে, সাতদিনে, পাঁচদিনে, ত্রিরাত্রে, দ্বিরাত্রে ও একরাত্রে হইয়া থাকে। যখন ইচ্ছা পঞ্চক্রোশী হয়, অধিকাংশ ব্যক্তিগণ ফাল্গুণের শুক্ল একাদশীতে আরম্ভ করিয়া থাকেন। মাঘাদি চতুর্মাসে পঞ্চ ক্রোশীর ফলাধিক্য। মুক্তি মণ্ডপে পঞ্চ ক্রোশীর সঙ্কল্প করিয়া সকল দেব দেবীগণের মানস পূজা করতঃ সিদ্ধবিনায়ক ও বিশ্বেশ্বরকে পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া

মৌনী হইয়া পঞ্চক্রোশী করিতে হয়। অন্য তীর্থের বা জন্মান্তরের পাপ কাশী দর্শনেই খণ্ডন হয়; কাশীকৃত পাপ পঞ্চক্রোশী দ্বারা বিনষ্ট হয়। পঞ্চক্রোশীতে যে পাপ হয় তাহা নগর ভ্রমণে বিনষ্ট হয়। নগর ভ্রমণের পাপ অন্তর্গ্রহে মুক্ত হয়। অন্তর্গৃহে কৃত পাপ মণিকর্ণিকা স্নানে পরিত্যাগ করে। মণিকর্ণিকায় পাপ করিলে বজ্র তুল্য হয়।

নয় দিবসের পঞ্চক্রোশী—১ম দিবস মণিকর্ণিকায় স্নান তর্পনাদি পরে জ্ঞানবাপীতে আসিয়া ঢুণ্ঢি গনেশ, বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা ও অপরাপর দেব দেবীর পূজা করিয়া পুনরায় মণিকর্ণিকায় স্নান পূজাদি। নৌকারোহণে মধ্য গঙ্গা দিয়া অথবা তীরে তীরে তীরস্থ দেব দেবী গণের পূজা করিতে করিতে অসি সঙ্গম; তথা স্নান ও দুর্গাকুণ্ড তীরে বাস। ২য় দিবস—দুর্গা দেবীর পূজাদি করিয়া কদম্বেশ্বর (কৰ্দ্দমেশ্বর), তথায় স্থিতি। ৩য় দিবস—কদম্বেশ্বর হইতে লেঙ্গুটিয়া হনুমান তিন ক্রোশ। ৪র্থ দিবস—লেঙ্গুটিয়া হনুমান হইতে ৩ ক্রোশ ভীমচণ্ডী। ৫ম দিবস—ভীমচণ্ডী হইতে ৩ ক্রোশ সিন্ধুসাগর। ৬ষ্ঠ দিবস—সিন্ধুসাগর হইতে ৪ ক্রোশ রামেশ্বর, বরণা ঘাট। ৭ম দিবস—রামেশ্বর হইতে ৩ ক্রোশ শিবপুর। ৮ম দিবস শিবপুর হইতে ৪ ক্রোশ সারঙ্গ তলাও। ৯ম দিবস—সারঙ্গ তলা হইতে কপিলধারা। ১০ম দিবসে—কাশী প্রবেশ।

সাত দিবসে পঞ্চক্রোশী— ১। মণিকর্ণিকা হইতে দুর্গাকুণ্ড ২। কদম্বেশ্বর। ৩—ভীমচণ্ডী। ৪—বরণায় রামেশ্বর। ৫—শিবপুর। ৬—সাগর তলাও। ৭—কপিলধারা। ৮ম দিবসে—কাশী। পাঁচ দিবসে পঞ্চক্রোশী—১—মণিকর্ণিকা হইতে ৩ ক্রোশ কদমেশ্বর। ২—তথা হইতে ৬ ক্রোশ ভীমচণ্ডী। ৩—ভীমচণ্ডী হইতে ৭ ক্রোশ রামেশ্বর। ৪—রামেশ্বর হইতে ৭ ক্রোশ সারঙ্গ তলাও। ৫—তথা হইতে ৬ ক্রোশ কপিল-ধারা। ৬ষ্ঠ দিবসে কাশী প্রবেশ।

পঞ্চক্রোশী পথে দেব দেবী তীর্থ—মণিকর্ণিকায় চক্রতীর্থ মণিকর্ণিকেশ্বর, সিদ্ধিবিনায়ক; ললিতা দেবী, সাক্ষীবিনায়ক, করুণেশ্বর; সেতুবন্ধ, রামেশ্বর (অযোধ্যা তীর্থ), সোমেশ্বর দালভ্যেশ্বর; বিশালাক্ষী, বিশ্বভুজা, ধর্ম্মেশ্বর, জরাসন্ধেশ্বর, প্রয়াগ ঘাটে—প্রয়াগেশ্বর, প্রয়াগ মাধব, বরাহেশ্বর। দশাশ্বমেধ ঘাটে—শূলটঙ্কেশ্বর, দশাশ্বমেধেশ্বর, বন্দীদেবী, শীতলা দেবী। চৌষট্টি ঘাটে—চৌষট্টি যোগিনী। পাঁড়ে ঘাটে—সর্ব্বেশ্বর, নারদ ঘাটে—নারদেশ্বর। গৌরাঙ্গ ঘাটে—চিত্রাঙ্গদেশ্বর। বাঙ্গালী ঘাটায়—কেদারেশ্বর, গৌরী কুণ্ড। হনুমান ঘাটে—হনুমান, হনুমদীশ্বর। ভদইনী—লোলার্ক, অর্কবিনায়ক, অমরেশ্বর, ত্রিবিক্রম, গঙ্গাসাগর। অসি-সঙ্গম—সঙ্গমেশ্বর, অসিমাধব। দুর্গাকুণ্ড, দুর্গা দেবী, নবদুর্গা, দুর্গা বিনায়ক,

কদম্বেশ্বর, কর্দ্দমেশ্বর, কর্দ্দম তীর্থ; সোমনাথ, নীলকণ্ঠ, মোক্ষেশ্বর, বীর ভদ্রেশ্বর চামুণ্ডা, বিকটাক্ষ দুর্গা; গৌরী গ্রামে—যজ্ঞেশ্বর, জ্ঞানেশ্বর, গন্ধর্ব্ব সাগর, ভীমচণ্ডী, চণ্ডী বিনায়ক, মহা ভীম; ভূতনাথ, সিন্ধুসাগর পুষ্করিণী; কপর্দ্দীশ্বর রামেশ্বর; বোসা গ্রামে গণেশ্বর; বীরভদ্র, দেহলী বিনায়ক (চৌখণ্ডী) উৎকলেশ্বর (ভূইলী); রামেশ্বর, বরণা ঘাট; শিবপুরে পাশপাণি বিনায়ক, চণ্ডীশ্বর, বনদুর্গা; পৃথ্বীশ্বর, সার্ব্বভূমেশ্বর, (খাজুরী); যূপ সরোবর—সারঙ্গ তলাও, দশাবতারের ঝাঁকি অর্থাৎ মনুষ্য দ্বারা নাট বিদ্যাতে সদৃশ মূর্ত্তি করিয়া প্রদর্শনাদি; কপিলেশ্বর, কপিলধারা তীর্থ (শিব গয়া) কপিলধারা হ্রদ, বৃষধ্বজ, ছাগ বক্ত্রেশ্বরী (গুপ্ত); জব বিনায়ক (কুটুয়াগ্রামে); বরণা সঙ্গম, পাদোদক তীর্থ, খর্ব্ব বিনায়ক আদিকেশব, সঙ্গমেশ্বর, শৈলেশ্বর (মরিয়া ঘাট); প্রহ্লাদেশ্বর বা নৃসিংহদেব (প্রলাদ ঘাটে); ত্রিলোচন, পিপ্পল তীর্থ (সরস্বতী, যমুনা, নর্ম্মদা, গঙ্গা) (ত্রিলোচন ঘাটে) গোপ্রেক্ষেশ্বর (গায় ঘাটে); কাঞ্চী তীর্থ, বিন্দুমাধব (পঞ্চ গঙ্গা) নাগেশ্বর (ভোসলা ঘাটে); বশিষ্ঠ, বামদেব, পর্ব্বতেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর (সঙ্কটা ঘাটে); মণিকর্ণিকা; তথা হইতে বিশ্বেশ্বর।

পঞ্চক্রোশী কাশীর সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া নাটোর রাণী রাণী ভবানী ৪০ মাইল পথ, পথ পার্শ্বে কূপ ও চটি নির্ম্মাণ

করিয়া দিয়াছেন।



ছাপান্ন বিনায়কঃ— } ঢুণ্ডিরাজ গণপতি ৫৬ প্রকার রূপ ও নাম ধারণ করিয়া সাতটী আবরণ দ্বারা কাশী ধামকে রক্ষা করিতেছেনঃ—

১ম। অর্ক (ভদইনি), দুর্গ (দুর্গাকুণ্ড), ভীমচণ্ড (ভীম চণ্ডী), দেহলী (চৌখণ্ডী), উদ্দণ্ড (ভূইলি), পাশ-পাণি (সদর বাজার), খর্ব্ব (বরণা), সিদ্ধি (মণিকর্ণিকা)

২য়। লম্বোদর (ললিতা ঘাট), কূটদন্ত, শালকটঙ্কট (মড়ুয়াডি), কুষমাণ্ড (ফুলারিয়া), মুণ্ড (ত্রিলোচন ঘাট) বিকটদ্বিজ (নাটি ইমলি), রাজপুত্র (ত্রিলোচন ঘাট), প্রণব।

৩য়। বক্রতুণ্ড, একদন্তক, (পুষ্পাদন্তেশ্বর নিকট) ত্রিমুখ (সিকরা), পঞ্চমুখ (পিশাচ মোচন), হেরম্ব (পিশাচ মোচন), বিঘ্নরাজ (নাটি ইমলি), বরদ (প্রহ্লাদ ঘাট), মোদক প্রিয় (ত্রিলোচন)

৪র্থ। অভয়দ (দশাশ্বমেধ ঘাট), সিংহতুণ্ড (দশাশ্বমেধ) কূণিতাক্ষ (লক্ষীকুণ্ড) ক্ষিপ্র প্রসাদন (পিতৃকুণ্ড) চিন্তা-মণি (ঈশ্বর গঙ্গা) দন্তহস্ত (বড় গণেশ), পিচিণ্ডিল (প্রহ্লাদ ঘাট), উদ্দণ্ডমুণ্ড (ত্রিলোচন)

৫ম। স্থূল দন্ত (মানমন্দির), কলিপ্রিয় (মন প্রকামেশ্বর), চতুর্দ্দন্ত (ধ্রুবেশ্বর), দ্বিমুখ (সূর্য্যকুণ্ড), জ্যেষ্ঠ, (জেষ্ঠেশ্বর) রাজ (রাজদরজা), কাল (রামঘাট), নাগেশ (গোসলা-ঘাট),

৬ষ্ঠ। মণিকর্ণ (মণিকর্ণিকা), আশা (মীরঘাট), সৃষ্টি (কালিকা গলি), যক্ষ (ঢুণ্ঢিরাজের নিকট) গজকর্ণ (কোতাল পুরা) চিত্র ঘণ্ট (চক চাদনী), স্থূল জঙ্ঘ (মঙ্গলা), মঙ্গল (বীরেশ্বর)

৭ম। মোদ, প্রমোদ, দুর্ম্মুখ, সুমুখ, গণাধ্যক্ষ (জ্ঞান-বাপী), জ্ঞান, দ্বার, অবিমুক্ত (অবিমুক্তেশ্বরের নিকট)

চৈত্র মাস শুক্লা তৃতীয়ায় সাক্ষিবিনায়কের যাত্রা—মীরঘাট মঙ্গলবার চতুর্থীতে ঢুণ্ডি বিনায়কের পূজা ইঁহার জন্মদিন; মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে বাৎসরিক যাত্রা।

মাঘ মাসে রবিবারে বক্রতুণ্ড গণপতির যাত্রা—বড় গণেশ মহল্লায়। রবিবারে অর্ক বিনায়কের যাত্রা—হনুমান ঘাটে। জৈষ্ঠ মাসে শুক্লা চতুর্দ্দশীতে জ্যেষ্ঠা গণপতির যাত্রা-কাশীপুরা।

—:*:—

দ্বাদশাদিত্যঃ— (১) কেশবাদিত্য—বুরণা, পাদোদক-তীর্থে মাঘ মাসের রবিবারে মাকরী সপ্তমীতে পূজা।

(২) উত্তরার্ক, অর্ককুণ্ড—আলাইপুরা, কাশীর উত্তরাংশে

পৌষ মাসে রবিবারে যাত্রা।

(৩) অরুণাদিত্য—ত্রিলোচন মন্দিরে

(৪) খখোল্লাদিত্য বা বিনতাদিত্য—কামেশ্বর মন্দিরে

(৫) ময়ূখাদিত্য—পঞ্চগঙ্গায়, রবিবারে।

(৬) যমাদিত্য—সঙ্কটার নিকট

(৭) গঙ্গাদিত্য—ললিতা ঘাটে।

(৮) দ্রৌপদাদিত্য—বিশ্বেশ্বরের নিকটে।

(৯) বৃদ্ধাদিত্য—মীরঘাটে—রবিবারে

(১০) সাম্বাদিত্য (সাম্বকুণ্ড) } সূর্য্যকুণ্ডে মাঘ মাসে রবিবারে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সামকুণ্ডে স্নান; রবিবারে সূর্য্যোদয় পূর্ব্বে স্নান ও পূজা।

(১১) বিমলাদিত্য—জঙ্গমবাড়ী।

(১২) লোলার্ক—ভদইনি, অসি সঙ্গম—ভাদ্রমাসে শুক্লা ষষ্ঠি; অগ্রহায়ণ মাসে রবিবার ষষ্ঠী বা সপ্তমী। মাঘ মাসে শুক্লা সপ্তমী। রবিবার ষষ্ঠী।

নবগৌরী যাত্রা:—[১] জ্যেষ্ঠা গৌরী কাশীপুরা, ভূত ভৈরব—জৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমীতে রাত্রি জাগরণ করিয়া পূজা। [২] মুখনির্ম্মালিকা গোপ্রেক্ষ তীর্থে। [৩] শৃঙ্গার জ্ঞানবাপীতে গুপ্ত [৪] সৌভাগ্য, জ্ঞানবাপীতে গুপ্ত। [৫] বিশালক্ষী মীরঘাটে, ভাদ্রমাস, কৃষ্ণা তৃতীয়া। [৬]

ললিতা দেবী—ললিতা ঘাটে আশ্বিন মাস, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া। [৭] ভবানী দেবী, অন্নপূর্ণা। [৮] মঙ্গলা গৌরী, পঞ্চগঙ্গায় চৈত্র মাস, শুক্লা তৃতীয়া। [৯] মহালক্ষ্মী—লক্ষ্মীকুণ্ড ভাদ্র মাস, কৃষ্ণা অষ্টমী, রাত্রিতে; আশ্বিন মাস মহাষ্টমী।

একাদশ রুদ্রঃ—(১) মদালসেশ্বর (কালিকা গলি) (২) প্রতীকামেশ্বর, (৩) মন প্রকামেশ্বর (সাক্ষী বিনায়কের নিকট, মীর ঘাট) (৪) লাঙ্গুলেশ্বর (খোয়া বাজার) (৫) নকুলীশ্বর (অক্ষয় বটের নিকট) (৬) ভার ভূতেশ্বর (রাজা দরজা) (৭) উর্ব্বশীশ্বর (উসন গঞ্জ) (৮) জাগেশ্বর (৯) অগ্নিধ্রে কুণ্ড (ঈশ্বর গঙ্গা) (১০) ত্রিপুরান্তকেশ্বর (সিকরা) বিলপর্ণেশ্বর (দুর্গাকুণ্ড)।

অন্তর্গৃহঃ—বিশ্বেশ্বরের অন্তর্গৃহ ও কেদারেশ্বরের অন্তর্গৃহ এই দুই অন্তর্গৃহের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে যে স্থান তাহা অত্যন্ত ফলদায়ক। পূর্ব্বে মণিকর্ণিকেশ্বর, দক্ষিণে ব্রহ্মেশ্বর (প্রয়াগ ঘাট), পশ্চিমে গোকর্ণেশ্বর (খোদাই চৌকী), উত্তরে ভার ভূতেশ্বর (রাজার দরজা) এই সীমায় বিশ্বেশ্বরের অন্তর্গৃহ। পূর্ব্বে গঙ্গা, দক্ষিণে লোলার্কেশ্বর (ভদইনি), পশ্চিমে বৈদ্যনাথ (কামাখ্যা), উত্তরে শূলটঙ্কেশ্বর—এই সীমায় কেদারেশ্বরের অন্তর্গৃহ।

গঙ্গাতট:—বর্ত্তমানকালে আনন্দকাননের আনন্দের অবশিষ্ট অংশে কাশীর গঙ্গাতট। পূর্ব্ব দক্ষিণ মুখে সমুদ্র যাইবার পথ হইতে উত্তর মুখে ফিরিয়া ঠিক অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে বারাণসীর পাদদেশ ধৌত করিতে করিতে গঙ্গা আপন গন্তব্যাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই আবর্ত্তনের জন্য কাশীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অতুলনীয় ও অনির্ব্বচনীয় অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি গঙ্গার পশ্চিম তীরে উন্নত মন্দির ও সৌধ শ্রেণী এবং উচ্চ তট হইতে গঙ্গাগর্ভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানাবলী সমস্ত সহরটীকে মনোরম প্রতিমার ন্যায় করিয়া রাখিয়াছে। স্নান পূজা নিত্যকর্ম্মাদির জন্য, পারাপার ও ব্যবসায়ীদের জন্য নানা স্থানে ঘাট নির্ম্মিত আছে। এই সকল ঘাট, নির্ম্মাতা বা প্রতিষ্ঠিত দেবতার নামে প্রচলিত হইয়া থাকে। অসি সঙ্গম হইতে বরণা পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ঘাট সকল প্রচলিত হইয়াছে।

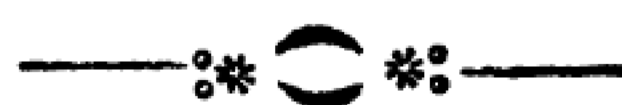
অসি সঙ্গম (পঞ্চ তীর্থের প্রথম)। ভদইনি। লালা ঘাট। রেওয়া মহারাজ। জগন্নাথ—জগন্নাথ জীউর মন্দিরাদি। তুলসী দাস—ঘাটের উপর ছোট মন্দিরে তুলসীদাসের পাদুকা আছে। পরেশনাথ। অক্রূর। বসরাজ মহারাজ। জলের কলের ঘাট। স্মরণা রাণী (বা জানকী) বৈদ্যনাথ। প্রভাদাস। নির্ব্বাণী। রায়সাহেব (বছরাজ)। শিবালয়—রাজা চেৎসিংহ

প্রতিষ্ঠিত। নেপালী। দণ্ডী। হনুমান—হনুমান হনুমদীশ্বর, অর্ক বিনায়ক আছেন। নির্জ্জলী। মিউনিসিপ্যালিটির নূতন ঘাট। হরিশ্চন্দ্র ঘাট (আদি মণিকর্ণিকা)। বিজয় নগর বিজয় নগরের রাজার বাড়ী, পার্শ্বে তাহেরপুর রাজ বাড়ী। বাঙ্গালী ঘাটা (কেদার ঘাট) কেদারেশ্বর। গৌরাঙ্গ (গড়েন) ধোবী ঘাট। চৌকা ঘাট, প্রস্তরের বৃষ ও সর্প। সোমেশ্বর (বা সদানন্দ)। মান সরোবর—মানসিংহ কৃত, পূর্ব্বে নিকটে মান সরোবর কুণ্ড ছিল; রাম লক্ষ্মণ মন্দির ও ইহার চারিদিকে অনেক মঠ আছে। নারদ নারদেশ্বর। পেশোয়া (রাজাঘাট) অমৃত রাও পেশোয়া তৈয়ারী। অন্নপূর্ণা—রাণী ভবাণীর তৈয়ারী, বাবুয়াপাঁড়ে ক্রয় করিয়াছে; রাঙ্গামাটিয়ার সত্র আছে। পাঁড়ে ঘাট—বটুক পাঁড়ে ও বাবুয়াপাঁড়ের নাম অনুসারে। চৌষট্টি—চৌষট্টি যোগিণীর মহিষ মর্দ্দিনী মূর্ত্তি, যোগিনী পীঠ, পূর্ব্বদিকে যশোর রাজ প্রতাপাদিত্য স্থাপিত কালী মূর্ত্তি; মধুসূদন সরস্বতী মঠ। রাণামহল উদয়পুর রাণার নির্ম্মিত, বার দুয়ারী প্রসাদ। দ্বারভাঙ্গা—শ্রীধর মুন্সী নির্ম্মিত, রাজ দ্বারভাঙ্গা খরিদ করিয়াছেন, বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর মঠ ও অন্ন-সত্র আছে। মুন্সী—শ্রীধর মুন্সী নির্ম্মিত, রাম মন্দির। অহল্যাবাঈ—অন্ন সত্র, মঠ। শীতলা—

শীতলা দেবী। দশাশ্বমেধ পঞ্চ তীর্থের দ্বিতীয় তীর্থ পুঁটিয়ার রাণী ভুবনময়ী গঙ্গার গর্ভ হইতে পাথরের সিঁড়ি দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন ; ঘাটের উপর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও শিবলিঙ্গ আছে। প্রয়াগ—রাণী শরৎ কুমারীর প্রতিষ্ঠিত, রাম মন্দির আছে ; রাণী ভুবন ময়ীর তৈয়ারী। ঘোড়া। মানমন্দির—মানসিংহের স্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁহার পুত্র রাজা জগৎ সিংহের নির্ম্মিত, কাশীর মানমন্দির আছে। বিশ্বেশ্বর। মীর—বারাণসীর ইজারদার ও বিচার কর্ত্তা মীর রুস্তম আলির নাম অনুসারে।

ললিতা—ললিতা দেবীর মন্দির। শ্মশান ঘাট—রাজা রাজ বল্লভ নির্ম্মিত, ব্রহ্মানল। মণিকর্ণিকা—পঞ্চ তীর্থের ৫ম তীর্থ। সিন্ধিয়া—বাইজী বাঈ তৈয়ারী বৃহৎ অট্টালিকা তৈয়ারী হইয়া পতিত হইয়া আছে। সঙ্কটা—ইন্দোর রাজ নির্ম্মিত। গঙ্গামহল—গোয়ালিয়র রাজ তৈয়ারী, বিষ্ণু মন্দির অন্ন সত্র আছে। গোসলা—নাগপুর রাজ তৈয়ারী, নাগেশ্বর লক্ষ্মী নারায়ণ, সত্র আছে। রামঘাট—রাম নবমীতে মেলা হয়। বাজীরাও লক্ষ্মণবালা—পেশবা বাজীরাও এর নির্ম্মিত, বালাজী মূর্ত্তি আছে। বিন্দুমাধব—কাঞ্চী তীর্থ, পঞ্চ গঙ্গা, পঞ্চ তীর্থের ৪র্থ তীর্থ। গায়ঘাট—গোপ্রেক্ষেশ্বর, পশুপতি

মূর্ত্তি। ত্রিলোচন—নর্ম্মদা, যমুনা সরস্বতী গঙ্গা সঙ্গমে পিল-পিলা তীর্থ। প্রহ্লাদ—নৃসিংহ দেব মূর্ত্তি। রাজঘাট—রাজা বণারের দুর্গ ছিল ; ইহার নিকটে কাশী ষ্টেশন, ডফরিন ব্রিজ (রেলওয়ে), পণ্টুন সেতু। বরণা সঙ্গম পঞ্চ তীর্থের তৃতীয় তীর্থ।



(৬)

কাশী—দেব দেবী তীর্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

বিশ্বেশ্বর মহল্লার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুই ফটক ও মধ্যে গলি আছে। পশ্চিম ফটকের উত্তর দিকে ঢুণ্ডি বিনায়ক—প্রথমে ইহাঁর দর্শন পূজাদি করিয়া পরে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন। মহাদেব মন্দার পর্ব্বতে গমন করিবার সময়ে ধার্ম্মিক প্রবর মহাত্মা দিবোদাস তাঁহার নিকট হইতে কাশীর রাজ্য ভার পাইয়াছিলেন ; কিন্তু বিশ্বেশ্বর কাশী বিরহে কাতর হইয়া কাশীতে ফিরিবার মানসে কৌশলে পাপযুক্ত করিয়া দিবো-দাসকে রাজ্য হইতে অপসারণ করিবার জন্য একে একে সকল দেবতাকে পাঠাইয়াছিলেন সকলেই অকৃত কার্য্য হইয়া কাশীতে স্থিতি করেন। পরে গণপতি ঢুণ্ডিরাজ দিবোদাসকে রাজ্য ভার পরিত্যাগ করাইতে সমর্থ হন ও কাশীনাথ বিশ্বে-

শ্বরকে কাশীতে লইয়া আসেন। ঢুণ্ডিরাজ ব্যাসদেবকেও ছলনা করিয়াছিলেন। মাঘ মাস শুক্লা চতুর্থী বাৎসরিক যাত্রা ও মঙ্গলবার চতুর্থী ইঁহার জন্ম তিথি পূজা।

নৈমিষ্যারণ্য—বিশ্বনাথ গলি, ঢুণ্ডিরাজের নিকটে, ফাগুন মাস পূর্ণিমা।

অন্নপূর্ণা—মহেশ্বরী ভবানী, কাশীর অন্নপূর্ণা। ব্রহ্মাণ্ডের জীব জন্তু সকলকে অন্ন পরিবেশন করিয়া সকলের জীবন রক্ষা করিতেছেন। ভবাণী অন্ন দাত্রী; ব্যাসদেব উপবাস অনশনে ক্লেশ পাইতেছিলেন, ভবাণী অন্নদান করিয়া করিয়া তাঁহাকে তৃপ্ত করেন। শারদীয় উৎসবে মহা সমারোহ হইয়া থাকে; কালীপূজার পর অন্নকূট—অচিন্তনীয় বৃহৎ ব্যাপার; ইহা দর্শন না করিলে পাঠ করিয়া অনুভব করিতে পারা যায় না। আশ্বিন মাস ও চৈত্র মাসে দেবী পক্ষে মহাষ্টমীতে যাত্রা, ১০৮ বার দেবী প্রদক্ষিণ করিতে হয়।

শনৈশ্চর—বিশ্বনাথ মন্দিরের নিকট গলির দক্ষিণে নবগ্রহের অন্তর্গত। শনিবারে যাত্রা।

বিশ্বেশ্বর—মহেশ্বর মন্দার পর্ব্বতে গমন কালে স্বয়ং অবিমুক্তেশ্বর নামে নিজ মূর্ত্তিময় শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন; অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ আদি লিঙ্গ। মুসলমান গণ ভারত অধিকার করিয়া কাশীর দেব মন্দিরাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিলে অবিমুক্তেশ্বর

জ্ঞানবাপীতে গুপ্ত হইয়াছিলেন। সে সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ভগবান শঙ্করাচার্য্য হিন্দু ধর্ম্ম-প্রভাব পুনরুদ্দীপিত করেন ও শিবলিঙ্গ বিশ্বেশ্বর প্রতিষ্ঠা করেন, পূর্ণ জ্যোতিঃ রূপে ভগবান বিশ্বনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল। ১৪শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের নারায়ণ ভট্ট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সম্রাট আরঙ্গেব বিশ্বেশ্বর মন্দির ধ্বংস করিয়া মসজিদ ও কবর নির্ম্মাণ করেন (১৬৫৯ খ্রীঃ)। বিশ্বেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির ইন্দোর রাণী হোলকার মহিষী অহল্যাবাঈ নির্ম্মাণ ও লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। চূড়া সমেত মন্দির ৫২ ফিট উচ্চ। বিশ্বেশ্বর কাশীর মূলাধার; অনাদি লিঙ্গ। এই মন্দিরে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

জ্ঞানবাপীঃ—ঈশান দিকের অধিপতি রুদ্র ঈশান অবিমুক্তক্ষেত্রে মহা লিঙ্গ দর্শন করেন ও তাঁহাকে সহস্র ধারায় স্নান করাইতে অভিলাষী হয়েন। তখন পৃথিবীতে অপ্ এর সৃষ্টি হয় নাই। ঈশান ত্রিশূলের দ্বারা মহালিঙ্গের দক্ষিণ ভাগস্থ ভূমি খনন করিয়া এক কুণ্ড প্রস্তুত করেন, সেই কুণ্ডের জলে সহস্রধার কলস পূর্ণ করতঃ ঈশান লিঙ্গকে স্নান করাইলে মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া ঈশানের প্রার্থনানুসারে শিব তীর্থ অর্থৎ জ্ঞানদ তীর্থ নাম দিয়াছিলেন। জ্ঞানদ তীর্থ মহেশ্বরের অষ্টম মূর্ত্তির অন্যতম জল মূর্ত্তি; ইহা প্রতক্ষ জ্ঞান

প্রদ। ইহার অপর নাম তারক তীর্থ, মোক্ষ তীর্থ। ইহা সত্য যুগেও বর্ত্তমান ছিল।

পুরাকালে মুকুন্দ ব্রহ্মচারী আপন মুষ্টির আঘাতে মৃত্তিকা খনন করিয়া স্বকীয় যোগবলে ভোগবতীকে পাতালপুরী হইতে উপরে আনয়ন করেন ও তাহার জলে মহালিঙ্গকে স্নান করাইয়াছিলেন মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া ঐ তীর্থের নাম জ্ঞানদ তীর্থ দিয়াছিলেন। জ্ঞানবাপীর উপরে ৪০টী পাথরের থামের উপর এক ছাদ আছে গোয়ালিয়র অধিপতি দৌলতরায় সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নী বৈজবাঈ ইহা নির্ম্মান করিয়া দিয়াছেন।

বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বর মন্দিরের উত্তরে জ্ঞানবাপী, জ্ঞানবাপীর পশ্চিমাংশে মুক্তি মণ্ডপ, পূর্ব্বে তারকেশ্বর, পূর্ব্বদিকে সম্মুখে নেপাল রাজ প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর নির্ম্মিত বৃষ প্রায় ৫ হাত উচ্চ; অক্ষয় বট। জ্ঞানবাপীর উত্তরে বিশ্বেশ্বরের আদি মন্দির—উহা আরঙ্গেব কর্ত্তৃক মসজিদে পরিণত।

জ্ঞানবাপীর ঈশান দিকে গঙ্গা দেবী ও গঙ্গেশ্বর, তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর, দণ্ডপাণি, মোক্ষেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, মহেশ্বর, বীরভদ্রেশ্বর অপ্সরেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর—এই সকল প্রাচীন লিঙ্গ জ্ঞানবাপীতে গুপ্ত হইয়াছেন।

কাশী করোট বা কাশী কর্কট কূপ—আদি বিশ্বেশ্বরের নিকট। ইহার নিকটে মরীচীশ্বর ও মরীচী-কূপ।

হিমালয় প্রদেশে দেব প্রয়াগ ও রুদ্র প্রয়াগের নিকটে গুপ্ত কাশী, গঙ্গা ও যমুনা গুপ্ত পথে আসিয়া এই স্থানে গঙ্গার ধারা উত্তর দিকে ও যমুনার ধারা পশ্চিমদিকে প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে এক মন্দিরে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা শোভা পাইতেছেন। মন্দিরের সম্মুখে এক কুণ্ড আছে; সেই কুণ্ডে গঙ্গার জল গোমুখ দিয়া ও যমুনার জল সিংহ মুখ দিয়া পতিত হইতেছে।

কেদারেশ্বর:—হিমালয় প্রদেশে ভীমগড়া নামক স্থান হইতে ৪ ক্রোশ দূরে কেদার নাথ পাহাড় আছে; পাহাড় ৪ ক্রোশ উচ্চ ও বরফাবৃত, ইহার নিকটে অলকানন্দ, মন্দাকিণী, দুধ গঙ্গা, ক্ষীর গঙ্গা ও মধু বা মৌ গঙ্গা পঞ্চ গঙ্গা সঙ্গম ও হংস তীর্থ আছে; কেদারনাথের তেহারা মন্দির ও মহিষ আকৃতি। এই কেদার নাথের সহিত কেদারেশ্বরের এক যোগ, কেদারের বৃহৎ বাড়ীর মধ্য স্থলে পিণ্ডাকৃতি মূর্ত্তি; ভিতরে চিহ্ন ও সুড়ঙ্গ আছে; বশিষ্ঠ নামে একজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ বহুবার গৌরী কেদার যাইবার পরেও পুনরায় যাইবার অভিলাষী হইয়াছিলেন কিন্তু উদ্যম সত্বেও জরাভার বশতঃ যাইতে অপারক হওয়ায় ভক্তের আকাঙ্খা পূরণ জন্য হিমালয় হইতে কাশীতে 'আবির্ভাব; ইহা অনাদি লিঙ্গ।

হিমালয় গৌরী কেদারে হরপাপ হ্রদ আছে তাহা হংস তীর্থ, গৌরী কুণ্ড ও মনস্তীর্থ নামেও খ্যাত। এখানে গৌরী কুণ্ড বা হংস তীর্থ ও গঙ্গা আছেন। কেদার ঘাটের জল পান করিবারও বিশেষ বিধি আছে। কেদার ঘাট পূর্ব্বে বাঙ্গালী ঘাটা বলিয়া কথিত হইত। কেদারের অন্তর্গৃহে মৃত্যু হইলে ভৈরবী যাতনা ভোগ করিতে হয় না। কেদার মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে অন্নপূর্ণা, কার্ত্তিক, গণেশ, পার্ব্বতী, দক্ষিণ দিকে নারায়ণ; পশ্চিম দিকে লক্ষ্মী নারায়ণ ও কালী মূর্ত্তি, দক্ষিণ পার্শ্বে নারায়ণী। ঘাটের দক্ষিণাংশে নীল কণ্ঠেশ্বর, উত্তরে (গৌরাঙ্গ ঘাটে) চিত্রাঙ্গদেশ্বর, ক্ষেমেশ্বর, বায়ুকোণে—অম্বরিষেশ্বর, ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর, কালঞ্জরেশ্বর।

শ্রাবণ মাস, সোমবার কেদারের জন্ম। প্রতি সোমবারে কেদারের যাত্রা।

কেদার কাশীধামের জমিদার স্বরূপ। মন্দিরের বৃহৎ ঘণ্টা নেপাল রাজ প্রদত্ত; ইহার শব্দ ১ মাইলের অধিক শোনা যায়।

শ্মশানেশ্বর:—কেদার ঘাটের দক্ষিণে মহা শ্মশান-বাসী শিব। শিব অত্যন্ত উগ্র; মঞ্চের উপর ইহাঁর অবস্থিতি, মন্দির নাই, যদি কেহ, মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাহা স্থায়ী হয় না। এই স্থানে যোগাসনে বসিয়া কেহ স্থির থাকিতে

পারেন নাই কেহ যেন তাঁহাকে উঠাইয়া ফেলিয়া দিয়াছেন।

জগন্নাথ জীউঃ—অসি সঙ্গমে জগন্নাথ দেবের মন্দির। জগন্নাথ দেবের বাড়ী চারিভাগে বিভক্ত। বাড়ীর ভিতর পূর্ব্বদিকে রাধা কৃষ্ণ মূর্ত্তি, দক্ষিণদিকে নর সিংহ দেব পশ্চিমদিকে রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও জানকী পঞ্চ মূর্ত্তি। মধ্য স্থলে অসি সঙ্গম। ঘাটের উপর জগন্নাথ বলরাম, সুভদ্রা জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রা, স্নান যাত্রা ও ঝুলনে মহোৎসব হয়।

পুষ্কর ভাস্কর তীর্থ—জগন্নাথ দেবের পশ্চিমে; এই স্থানে রাণী ভবাণীর পুষ্করিণী।

লোলার্ক তীর্থ—ভদইনি, অসিঘাটী এই কুণ্ডের জল সময় সময় পরিবর্ত্তন হয়; ছয় ঋতুতে ছয় বর্ণ দেখা যায়। ভাদ্র মাসে শুক্লা ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণ মাসে ষষ্ঠী বা সপ্তমী যুক্ত রবিবারে এবং মাঘ মাসে শুক্লা সপ্তমী লোলার্ক যাত্রা।

সঙ্কটমোচন—হনুমান মন্দির। এই স্থানে তুলসীদাস রামায়ণ রচনা করেন।

দুর্গাবাড়ী, দুর্গাকুণ্ড—পুষ্করিণী। পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে দুর্গা বিনায়ক, দক্ষিণে—দুর্গা দেবীর বাড়ী, ইহাতে দশ ভূজার মূর্ত্তি। মন্দিরের পশ্চিম দিকে দক্ষিণ দ্বারে কালী মূর্ত্তি। রাজা ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন কর্ত্তৃক স্থাপিত। পুণ্যশীলা রাণী ভবাণী ১০১ চূড়া বিশিষ্ট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

শারদীয়া ও বাসন্তী পূজায় নবরাত্রি যাত্রা—দেবী পক্ষে শুক্লা প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত ; অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে মঙ্গলবারে পূজা।

[নবদুর্গা—শৈলপুত্রী (মড়িয়া ঘাট, বরণা), ব্রহ্মচারিণী (নন্দন সাহুর গলি), চিত্রঘণ্টা (লক্ষ্মী চৌতরা, গলির ভিতর), কুষ্মাণ্ডাখ্য—(দুর্গাকুণ্ডের কাছে), স্কন্দ মাতা (বাগেশ্বরী), কাত্যায়নী (সঙ্কটার নিকটে), কালরাত্রি (কালিকা গলি, বিশ্বনাথ মহল্লার নিকটে), মহা গৌরী (সঙ্কটা দেবী), সিদ্ধিমাতা (বুলানালা, সিদ্ধিমাতা গলি) শারদীয়া ও বাসন্তী পূজায় দেবী পক্ষে শুক্লা প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত নবরাত্রি এক এক তিথিতে ক্রমান্বয়ে এক এক দেবীর যাত্রা] দুর্গাকুণ্ডের নিকটে "কুরুক্ষেত্র তলাও" রাণী ভবাণী নির্ম্মিত। শ্রাবণের প্রতি মঙ্গলবারে দুর্গা বাড়ীতে মেলা হয়। পূর্ব্বে দোল যাত্রার পরের মঙ্গল বারের রাত্রি ও বুধবার গঙ্গার উপর নৌকায় মেলা হইত। এই উৎসবকে এখন "বুড়োমঙ্গল" বলে।

কাশীতে কোথাও প্রাণী-বলির নিয়ম নাই ; কেবল দুর্গাবাড়ীতে ইহা প্রচলিত আছে।

দুর্গাবাড়ীর বৃহৎ ঘণ্টা নেপাল রাজ প্রদত্ত।

ভূকৈলাস,—মহারাজ জয় নারায়ণ ঘোষাল কর্ত্তৃক স্থাপিত

দেবালয়, ভেলুপুরা থানার নিকটে। এই স্থানে ১২টী মন্দির বেষ্টিত একটী মন্দির মধ্যে শ্বেত প্রস্তর ও কষ্ঠি প্রস্তর নির্ম্মিত যুগল মূর্ত্তি—গুরু শিষ্যের জীবন্ত প্রতিমা। এই স্থানের নাম গুরুধাম। তাঁহার স্থাপিত "করুণা নিধান" নামে রামকৃষ্ণ বিগ্রহ।

ভাস্করানন্দঃ—স্বামিজীর সমাধি স্থল। সাদা পাথরের মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি আছে। দুর্গাবাড়ীর নিকটে।

তিলভাণ্ডেশ্বরঃ—তিলভাণ্ড নামে পুরাকালে এক দণ্ডী ছিলেন; তিনি সর্ব্বদা মদমত্ত নামক শুঁড়ীর বাড়ী যাইতেন। মদমত্তের স্ত্রীর সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মে। এক দিন মদমত্তের অবর্ত্তমানে তিলভাণ্ড তাহার বাড়ীতে অবস্থান করিবার কালে মদমত্ত বাড়ী ফিরিয়া আসে ও তাহার স্ত্রী তিলভাণ্ডকে এক জালার মধ্যে লুকাইয়া রাখে। মদমত্ত সেই জালায় মদ ঢালিয়া আগুণে জাল দিতে থাকে তিলভাণ্ড এই মহা বিপদে পড়িয়া বিশ্বনাথকে স্মরণ করেন। মহেশ্বর ভ্রমর রূপে আসিয়া জালা মধ্যে তিলভাণ্ডকে শিবলিঙ্গ হইবার বর দিয়াছিলেন—অব্দে অব্দে এক তিল করিয়া লিঙ্গ উচ্চ হইবে। দণ্ডী তখন প্রকাণ্ড মূর্ত্তিতে শিবলিঙ্গ হইয়া উঠেন। এই মূর্ত্তি উচ্চে ৬ হাত প্রস্থে ১৩ হাত।

মানেশ্বর—তিলভাণ্ডেশ্বর পূর্ব্বে, মান সরোবরের নিকট;

মানসিংহ স্থাপিত। ইহার নিকটে রাম লক্ষ্মণের মন্দির।

শঙ্করাচার্য্য—বটুক ভৈরবের নিকট, মঠ ও প্রতি মূর্ত্তি।

কামাখ্যা দেবী—কামাখ্যায়; শ্রাবণ মাসে মঙ্গলবারে যাত্রা।

মহালক্ষ্মী—লক্ষ্মীকুণ্ডে, ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাষ্টমী, আশ্বিন মাসে মহাষ্টমীতে যাত্রা।

পিশাচ মোচন—প্রাচীন তীর্থ। ঘাটের কিয়দংশ মীরা বাঈ ও কিয়দংশ গোপাল দাস সাহুর তৈয়ারী। রাণী ভবাণীর পুষ্করিণী আছে।

দেহলী বিনায়ক—চৌখণ্ডিতে। অবিমুক্ত ক্ষেত্রের পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করিতেছেন।

পাশপাণি বিনায়ক—শিবপুরায়।

চণ্ডী, বনদুর্গা—শিবপুরা, পাশপাণির নিকটে, অষ্টমী ও নবমীতে যাত্রা।

বৃষভধ্বজ, ছাগবক্ত্রেশ্বরী (গুপ্ত) কপিলধারা, আশ্বিন মহাষ্টমীতে যাত্রা।

পাদোদক তীর্থ—
আদিকেশব— } বরণা সঙ্গমে। মন্দার পর্ব্বত হইতে ফিরিয়া বিষ্ণু এই স্থানে পদধৌত করিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসে, বামন দ্বাদশীতে যাত্রা।

রাণী ভবাণী আদিকেশবের ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠেশ্বর জ্যেষ্ঠা গৌরী—কাশীপুরা; জৈষ্ঠ মাসে শুক্লাষ্টমীতে যাত্রা। জৈগীষব্য গুহা—কাশীপুরা জৈষ্ঠ মাস শুক্লা চতুর্দ্দশীতে যাত্রা।

মৎস্যোদরী তীর্থঃ—মৎস্যোদরী অন্তর্ব্বাহী হইয়া গঙ্গায় ও গঙ্গা অন্তর্ব্বাহী হইয়া মৎস্যোদরীতে মিলিত হয়। যখন গঙ্গার জল বাড়িয়া মৎস্যোদরীর সহিত এক হইয়া যায় তখন কাশীধাম মৎস্যের মত দেখায়, এই জন্য ইহার নাম মৎস্যোদরী। মৎস্যোদরী, গঙ্গা ও বরণা মিলিত হয় ও কপিলধারায় কপিলেশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। মৎস্যোদরী তীর্থের নিকট তারতীর্থ আছে।

প্রণবেশ্বরঃ—ব্রহ্মার তপস্যা কালে এক পরম জ্যোতিঃর আবির্ভাব হইয়াছিল উহা পঞ্চায়তন অকার, উকার মকার নাদ ও বিন্দু সংজ্ঞক প্রণব স্বরূপ, নিত্য প্রকাশমান। অনাদি লিঙ্গ। মৎস্যোদরী তীর্থের নিকট। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মন্দিরাদি সম্পূর্ণ ধ্বংস পাইয়াছে।

কৃত্তিবাসেশ্বরঃ—মহিষাসুরের পুত্র গজাসুরের প্রার্থনায় মহাদেব তাহাকে বধ করিয়া তাহার কৃত্তি অর্থাৎ চর্ম্ম পরিধান করিয়া আছেন; গজাসুর লিঙ্গরূপে পরিণত হইয়া কৃত্তিবাসেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছেন, ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

লিঙ্গ এই লিঙ্গের নিকটে **হংস তীর্থ**।

এই স্থানের নিকট মালতীশ্বর, জনকেশ্বর, শুষ্কোদরী দেবী অগ্নি জিহ্বা বেতাল, অসিতাঙ্গ ভৈরব আছেন। রত্নেশ্বর মন্দির আছে। রত্নেশ্বরের পূর্ব্বে দাক্ষায়ণীশ্বর।

কৃত্তিবাসেশ্বর সমস্ত লিঙ্গের মস্তক স্থানীয়, প্রণবেশ্বর (ওঙ্কারেশ্বর) শিখা স্বরূপ; ত্রিলোচন লোচনত্রয়; গোকর্ণেশ্বর ও ভার ভূতেশ্বর কর্ণদ্বয়; বিশ্বেশ্বর ও অবিমুক্তেশ্বর—দক্ষিণ হস্তদ্বয়; ধর্ম্মেশ্বর ও মণিকর্ণিকেশ্বর—বাম হস্তদ্বয়; কালেশ্বর ও কপর্দ্দীশ্বর— চরণ দ্বয়; জ্যেষ্ঠেশ্বর— নিতম্ব; মধ্যমেশ্বর—নাভি; মহাদেব কপর্দ্দ, শ্রুতীশ্বর—শিরোভূষা; চন্দ্রেশ্বর—হৃদয়; বীরেশ্বর—আত্মা; কেদারেশ্বর—লিঙ্গ; শুক্রেশ্বর—শুক্র। অন্যান্য লিঙ্গ নখ, লোম, শরীরের ভূষা স্বরূপ। আরংজেব ১৬৫৯ খ্রীঃ মন্দির চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।

ত্রিলোচন (ত্রিবিষ্টপেশ্বর)ঃ—কাশীতে বিরজা মহাপীঠ এইস্থানে। এইস্থানে মহাদেব সমাধিতে থাকা কালে পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতাল হইতে লিঙ্গের আবির্ভাব হয়। সেই লিঙ্গে থাকিয়া মহেশ্বর পার্ব্বতীকে তৃতীয় নেত্র প্রদান করেন এই জন্য এই লিঙ্গ ত্রিলোচন বলিয়া খ্যাত। ইহা অনাদি লিঙ্গ। নর্ম্মদা, সরস্বতী ও যমুনা এই লিঙ্গকে স্নান করাইতেছে; গঙ্গা তাহাদের সহিত মিলিত হওয়ায়

পিলপিলা নামে বিখ্যাত তীর্থ হইয়াছে। ত্রিলোচন মন্দিরের সীমায় কোটী লিঙ্গেশ্বর—২ হাত উচ্চ ; এরূপ গঠন যেন শত শত লিঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। এই স্থানে নর্ম্মদেশ্বর, সরস্বতীশ্বর, যমুনেশ্বর, দ্রোণেশ্বর বালখিল্যেশ্বর, অশ্বত্থামেশ্বর, পাদোদক কূপ।

ত্রিলোচন মন্দির পুণার নাথুবালা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বারাণসী দেবী—ত্রিলোচনের নিকট, রাজা বণার স্থাপিত।

বৃদ্ধ কালেশ্বর, কালোদক কূপঃ—কৃত্তিবাসেশ্বরের উত্তরে। নন্দীবর্দ্ধনের অধিপতি রাজা বৃদ্ধকাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, অনাদি সিদ্ধ লিঙ্গ। রাজা বৃদ্ধকাল তাঁহার পূর্ব্ব জন্মে শিব শর্ম্মা নামে মথুর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তীর্থ ভ্রমণে আসিয়া হরিদ্বারে প্রাণত্যাগ করেন। মন্দিরমধ্যে দক্ষেশ্বর লিঙ্গ আছে।

কাল ভৈরব, কপালমোচনঃ—কাল ভৈরব কালরাজ, ভৈরব, আমর্দ্দক ও পাপভক্ষণ নামে খ্যাত। কাশীর উত্তরাংশে। কাশীক্ষেত্রে পাপকারীকে শাসন করিয়া থাকেন। অন্য ক্ষেত্রের পাপ কাশী দর্শনে বিনষ্ট হয় ; কাশীতে পাপ করিলে ভৈরব পাপকারীকে জাঁতাতে পেষণ করেন; পরে জ্ঞান প্রাপ্তে তাহার মুক্তির সম্ভাবনা থাকে। পুরাকালে

ব্রহ্মা অহঙ্কার বশতঃ মহেশ্বরকে অবজ্ঞা করিলে মহেশ্বরের ক্রোধ রুদ্র রূপে আবির্ভূত হয়েন; মহাদেবের আদেশে রুদ্র ব্রহ্মার পঞ্চমমুখ নখাঘাতে ছিন্ন করেন। ইহাতে ব্রহ্ম হত্যা পাপে লিপ্ত হওয়ায় তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য রুদ্র জগৎ পরিভ্রমণ করেন পরে কাশীতে আসিলে মুণ্ড তাঁহার হস্ত হইতে পতিত হয় ও রুদ্র ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পান। যে স্থানে মুণ্ড পতিত হয় সেই স্থান কপাল মোচন তীর্থ। মহেশ্বরের বরে রুদ্র তদবধি কাল ভৈরব রূপে কাশীক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া পাপকারীকে শাস্তি বিধান করিতেছেন; মনুষ্য বুদ্ধিতে যে সমস্ত অশুভ কর্ম্ম সম্পাদিত হয় ভৈরব দর্শনে সে সকল বিনাশ পায়। সত্যযুগেও ভৈরব বর্ত্তমান ছিলেন। ভৈরব মূর্ত্তি ঘননীল, পশ্চাতে তাঁহার বাহন কুকুর মূর্ত্তি। প্রত্যেক অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী এবং মঙ্গলবারে, অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ভৈরবের পূজা। ১৮১২ খ্রীঃ পেশওয়া বাজীরাও কর্ত্তৃক ভৈরব মন্দির তৈয়ারী হইয়াছে।

ভৈরব মন্দিরে—মহাদেব, গণেশ, সূর্য্যনারায়ণ মূর্ত্তি আছে।

ভৈরবের জাঁতা—ভৈরবের জাঁতা লইয়া হিন্দু মুসলমানে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। মুসলমান গণ কোনরূপে জাঁতা নষ্ট করিতে না পারিয়া তাহাতে গোরক্ত প্রদান করিলে জাঁতা চূর্ণ হইয়া যায়। এই ক্রোধে হিন্দুগণ মুসলমানদিকে

বারাণসী বা কাশী

বেনারস ও কাশী—ঐতিহাসিক

কাশী হিন্দুদিগের প্রধান ও পবিত্র তীর্থস্থান; বেদের সময় হইতে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত হইতেছে। ভারতবর্ষের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাশীর সহিত পরিচিত কিন্তু অনেকেই কাশীর স্বরূপ বা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন, কিম্বদন্তী ও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। বেদ পুরাণাদিতে কাশীব যাবতীয় বিবরণ আছে, কিন্তু তাহা পাঠ করা সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে অথচ একমাত্র মোক্ষপুরী কাশীর প্রকৃত পরিচয় সকলেরই যথা সম্ভব জানিয়া রাখা আবশ্যক ও কর্ত্তব্য।

কশী বহু পুরাতন স্থান। ইহা যে কত প্রাচীন ও কতদিন হইতে বিরাজমান তাহা নির্ণয় করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। মহাভারত, রামায়ণ, সংহিতা, পুরাণ, উপনিষদ, বেদান্ত ব্রাহ্মণ ও বেদ সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ মধ্যেই কাশীর উল্লেখ আছে। মানব পৃথিবীর কোনরূপ ইতিহাস জানিবার পূর্ব্ব হইতে জগৎ ও বস্তু সৃষ্টির প্রারম্ভের পূর্ব্ব হইতে কাশী বিদ্যমান ছিল। বিশ্বেশ্বর, ভৈরব, ঢুণ্ডি বিনায়ক, দণ্ডপাণি, প্রভৃতি দেবতা; মনি কর্ণিকা, জ্ঞানবাপী, দশাশ্বমেধ প্রভৃতি তীর্থ সত্যযুগেও বর্ত্তমান

ছিলেন। ঐ সকল গ্রন্থে কাশী রাজগণের ইতিহাস নানা প্রকারে বিবৃত হইয়াছে। অতি পূরাকালে শিব ভক্ত কাশীর রাজা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই যুদ্ধে মহেশ্বর কাশীরাজ পক্ষ অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণ কাশীরাজকে নিহত করিয়া বারাণসীপুরী সুদর্শন চক্রদ্বারা ধ্বংস করেন ও মহেশ্বরকে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে লইয়া যান; মহেশ্বরের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বারাণসীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন। সিন্ধুনদ তীরাস্থ আর্য্যগণের রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন কাশীজাতি এই অঞ্চলে বসবাস করিতে থাকে। চন্দ্র বংশীয় কাশ প্রথম রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্র কাশীরাজ রাজা হইলে তাঁহার নাম অনুসারে কাশী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। কাশীরাজের অধস্তন রাজা কেতুমান (বা হর্য্যশ্ব) এর সময়ে বারাণসী নগরী স্থাপিত হয়। যদুবংশীয় হৈহয়গণ ইহাদের পরম শত্রু; হৈহয়গণ হর্য্যশ্বকে ও পরে তাঁহার পুত্র সুদেবকে নিহত করিলে সুদেব পুত্র দিবোদাস কাশীর রাজা হইয়াছিলেন। হৈহয়গণের বারংবার আক্রমণে ও অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া রাজা দিবোদাস গঙ্গা ও গোমতীর সঙ্গমস্থলে রাজওয়ার নামক স্থানে রাজধানীকে স্থানান্তরিত করিয়া তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ ও বিখ্যাত মার্কণ্ডের শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,

রাজওয়ারী কাশী হইতে ১৮ মাইল উত্তরে। দিবোদাসের পরে তাঁহার বংশে আরও ১২ জন রাজা হইয়াছিলেন এবং রাজা স্থনিকের রাজত্ব কালে ৯২৫ পূঃ খ্রীঃ কাশীরাজ্য মগধ সম্রাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। মগধের প্রদ্যোত বংশ রাজগণ বহুদিন কাশীর সিংহাসন নিজ অধিকারে রাখিয়াছিলেন। ৭৫২ পূঃ খ্রীঃ রাজা শিশুনাগ প্রদ্যোত বংশ ধ্বংস করিয়া মগধ অধিকার করেন এবং স্বীয় পুত্র কাক বর্ণকে (বা যশ) কাশীর রাজা করেন। তৎপরে অশ্বসেন কাশীর রাজা হইয়াছিলেন ও অশ্বসেনের পুত্র পরেশনাথ জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জিন বা তীর্থ-ঙ্কর হয়েন, পরে কাশীরাজ্য কোশল রাজের সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। প্রায় ৫৩৪ পূঃ খ্রীঃ শাক্যসিংহ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার কল্পে ধামেক বা মৃগদাবে (বর্ত্তমান সারনাথে) প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন ; তাৎকালীন মগধরাজ বিম্বিসার ও কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রসেনজিতের ভগ্নীর সহিত বিম্বিসারএর বিবাহ হয় ও তাহাতে যৌতুক স্বরূপে কাশীরাজ্য বিম্বিসার পাইয়াছিলেন। বিম্বিসারের পুত্র অজাত শত্রু পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া নানা-রূপ অত্যাচার করায় প্রসেনজিৎ তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কাশীরাজ্য অধিকার করিয়া লয়েন কিন্তু পুনরায় তাহা ফিরা

ইয়া দেন। মৌর্য্য বংশীয়, গুপ্ত বংশীয় ও পাল বংশীয় ভোজ রাজাগণ মগধে রাজত্ব করিবার সময়ে কাশীরাজ্য তাঁহাদের অধিকারে ছিল। পাল বংশীয় মহীপাল কাশীতে রাজত্ব করিতেন। পরাক্রান্ত কর্ণ-পালের রাজত্ব কালে (১০১৮ ১০৪৮ খ্রীঃ) কর্ণ-মেরু মন্দির ও কর্ণবতী নগর তৈয়ারী হইয়াছিল। ১০৪৯ খৃঃ চন্দেলরাজ যশোবর্ম্মা কর্ণ-পালকে পরাজিত করিয়া কাশী অধিকার করেন ও প্রায় ৫১ বৎসর রাজত্ব করেন। পরে কাণ্য কুব্জ-রাজা কাশীরাজ্য হস্তগত করিয়াছিলেন; গড়বাল চন্দ্রদেবের বংশধর জয়চাঁদ কণোজের রাজা ছিলেন সে সময়ে যৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজ দিল্লীতে রাজত্ব করিতেন; পৃথীরাজ ও জয়চাদের বিগ্রহ উপস্থিত হইলে কুক্ষণে জয়চাঁদ সাহাবুদ্দিন ঘোরকে (মহম্মদ ঘোরিকে) দিল্লী আক্রমণের জন্য আহ্বান করেন; ফলে দিল্লী ও কাশী রাজ্য সহিত কণোজরাজ্য ১১৯৪ খ্রীঃ মহম্মদ ঘোরীর হস্তগত হয় ও ঘোরীর সেনাপতি কুতুবুদ্দিন কর্ত্তৃক জয়চাঁদ নিহত হয়েন; এই সময় জয়চাঁদের বংশধরগণ কাশীর রাজা থাকিলে ও প্রকৃত পক্ষে কাশী মুসলমান দিগের অধিকারে থাকে। জয়চাঁদের পরে তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র ৭।৮ বৎসর রাজত্ব করেন। হরিশ্চন্দ্রের পরে উল্লেখ যোগ্য রাজগণের মধ্যে রাজা বণার

(যবনারি) ও তিনি কাশীর কাশীর রাজঘাটের নিকট দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া যবননাশের সঙ্কল্প লইয়া বাস করেন ; তাঁহার নাম অনুসারে কাশীর নাম বেনারস হইয়াছে। বণার গৌতম বংশীয় সিদ্ধ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ মিত্রের শিষ্য হইয়াছিলেন। মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধে রাজা বণার গাজী মিঞা কর্ত্তৃক নিহত হয়েন ও তদবধি প্রায় ৪৫০ বৎসর কাশী মুসলমান দিগের অধিকারে থাকে তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের প্রপৌত্র মনসারামের পুত্র বলবন্ত সিংহ কাশীর রাজা হইয়াছিলেন। বলবন্ত সিংহের পূর্ব্বের রাজাগণের পাটলীপুত্রে রাজধানী ছিল ও রাজা হর্ষবর্দ্ধন পাটলীপুত্র হইতে কাণ্যকুব্জে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন তাঁহারা রাজধামীতে থাকিয়া রাজত্ব করিতেন, বিভিন্ন প্রদেশ গুলির রাজস্ব পাইলে সন্তুষ্ট থাকিতেন তাঁহারা কাশীতে অবস্থিতি করিয়া প্রজাপালন রাজ্য শাসন করিতেন না। বলবন্ত সিংহ মুসলমানদের কবল হইতে কাশীকে মুক্ত করেন, সারা জীবনব্যাপী অধ্যবসায় উদ্যম ও সংগ্রাম করিয়া কাশীর পুনরুদ্ধার তিনিই করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বের সময়ের কাশীর সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্যময় মন্দিরাদির অল্প চিহ্নই অদ্যাপি বর্ত্তমান। স্বকীয় কার্য্য দক্ষতায় বলবন্ত সিংহ দিল্লির বাদশাহ মহম্মদ শাহের নিকট "রাজা" উপাধি

পাইয়াছিলেন। ১৭৩০ খ্রীঃ বলবন্ত পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়া গঙ্গাপুরে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৭৫২ খৃঃ গঙ্গার পূর্ব্বতীরে রামনগরে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, ও দুর্গমধ্যে ব্যাসেশ্বর শিব ও ব্যাসের চিত্রপট স্থাপিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার নবাব মীর কাশিমআলি, অযোধ্যার সুবেদার নবাব সুজা-উদ্দৌলা ও দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলম মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে দূরীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই মিলিত শক্তি বক্‌সার যুদ্ধে ইংরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল এবং ১৭৬৪ খ্রীঃ উভয় পক্ষে এলাহাবাদে সন্ধি হয়; এই সন্ধিসূত্রে ব্রিটিশ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হয়েন ও তাহাতে বারাণসীর অধিকার ইংরাজ হস্তে থাকে। ১৭৬৮ খ্রীঃ কাশীর দরবারে ইংরাজ সেনাপতি বলবন্ত সিংহকে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দেন, বলবন্ত সিংহ গাজীপুর, চুণার, জৌনপুর কাশীর ভার প্রাপ্ত হন; তদবধি কাশীরাজ ব্রিটিশের মিত্ররাজ বলিয়া পরিগণিত। ১৭৭০ খ্রীঃ বলবন্তের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী পান্নার গর্ভজাত পুত্র চেৎ সিংহ সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। প্রকৃতপক্ষে রাজা

২

বলবন্ত সিংহ প্রথম পত্নীর গর্ভজাত কন্যা পদ্ম-কুমারীর পুত্র মহীপনারায়ণ সিংহ উত্তরাধিকারী ছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীঃ চেৎ সিংহ অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে সনন্দ পাইয়া ছিলেন; এই সময়ে বারাণসী ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন অধীনে আইসে ও ১৭৭৬ খ্রীঃ চেৎ সিংহ পুনরায় নূতন সনন্দ লইয়া ছিলেন। চেৎসিং রামনগরের দুর্গ সংস্কার ও পরিসমাপ্ত করেন, বৃহৎ দিঘী ও তাহার পূর্ব্বতীরে দুর্গ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কাশীতে গঙ্গার পশ্চিমতীরে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া ৫২ বিঘা জমীর উপর শিবালয় পল্লী শিবালয় ঘাট স্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তা ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহিত তাঁহর আদৌ সম্প্রীতি ছিল না; নানারূপে অত্যাচারিত হইয়া তিনি শিবালয় হইতে রামনগরে তথা হইতে সিন্ধিয়া গোয়ালিয়র ও বুন্দেল খণ্ডে প্রস্থান করেন ১৮১০ খৃঃ গোয়ালিয়রে তাঁহার মৃত্যু হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮১ খৃঃ ৩০ সেপ্টেম্বর মহীপনারায়ণ সিংহকে প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্থিরীকৃত করিয়া কাশীরাজ বলিয়া স্বীকার ও ঘোষণা করেন। ১৭৯৫ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উদিতনারায়ণ সিংহ কাশীর রাজা হইয়াছিলেন তিনি অপুত্রক থাকায়

তাঁহার ভ্রাতা প্রসিদ্ধ নারায়ণ সিংহের পুত্র ঈশ্বরী নারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। উদিত নারায়ণের মৃত্যুর পরে কুমার ঈশ্বরী নারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন; তাঁহার সময়ে সিপাহী বিদ্রোহ হয়, ১৮৫৭ খ্রীঃ ৪ঠা জুন হইতে ২৯ শে জুন পর্য্যন্ত কাশীতে ঘোর বিপ্লব ছিল ; কুমার ঈশ্বরী নারায়ণ ব্রিটিশ পক্ষে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন; ২৯শে জুন কাশীর কামাখ্যায় সন্ধি হইয়া বিপ্লব নিবৃত্ত হয়। রাজা ঈশ্বরী নারায়ণ মহারাজা ও জি, সি, এস, আই উপাধি পাইয়াছিলেন ও তাঁহার সম্মানের জন্য ১৩টী তোপের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তিনি চেৎ সিংহের তালাও ও দুর্গ মন্দির সংস্কার ও সম্পূর্ণ করেন, দুর্গা ও অন্যান্য দেব দেবী, চাকিয়া তালাও প্রতিষ্ঠা করেন; কাশীর কবির চওরার হাঁসপাতালে স্ত্রী চিকিৎসার জন্য বাড়ী ও অর্থ দান করেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভুনারায়ণ সিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৮৮৯ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে প্রভুনারায়ণ সিংহ কাশীর রাজা হইয়াছেন ইনি সদাচারী হিন্দুরাজা। ইংরাজ অধিকারস্থ চেৎ সিংহের শিবালয় ক্রয় করিয়া মন্দিরাদির সংস্কার ও শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২২ খানি গ্রাম ও বিপুল অর্থ দিয়াছেন, টাউনহল্ ও এংলো-বেঙ্গলী স্কুল